ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক স্কুল ও কলেজের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

[কলিকাতা গেজেট, ২৩ মে, ১৯৪০]

ভূমিকা

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিউর গ্রামে করণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্কলনেও কয়েকজন নূতন পদকর্ত্তার পদ আছে।

ইহার পর কলিকাতার বটতলা হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে 'পদকল্প-লতিকা" নামে একটি সংগ্রহ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়।

১২৮৫ বাঙ্গালা সালে অর্থাৎ ১৮৭৮ ইংরেজী সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে "প্রাচীন-কবিতা-সংগ্রহ" প্রকাশ করেন।

জগদ্বন্ধু ভদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী" নাম দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় অনেক পদ একত্র করিয়া প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালা ১২৯২ সালে "পদ-রত্নাবলী" নামে একটি ক্ষুদ্র পদাবলী-সংগ্রহ প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত পদাবলী সংগ্রহে স্থান পায় নাই এরূপ ১২০টি পদ সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর জহুরী সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বাঙ্গালা ১৩২১ সালে "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" প্রকাশ করেন।

প্রকাশিত পদাবলী হইতে বাছিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ "বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি" প্রকাশ করেন।

ইহা ভিন্ন আরও পদাবলী সংগ্রহের পুস্তক থাকা সম্ভব। এত সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমরা আবার নূতন করিয়া কেন পদাবলী সঙ্কলন করিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপে এই বলিতে চাই যে, আমরা কেবল মাত্র কবিত্ব-রস-মধুর উৎকৃষ্ট পদাবলী বাছিয়া উহাদের ভাবানুযায়ী চিত্র দ্বারা সুশোভিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। এমন চেষ্টা ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, ইহাই আমাদের পক্ষে প্রধান ওজুহাত।

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা-সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। উহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা-দেশের আবেগময় স্নেহ-প্রেমার্দ্র চিত্ত-বৃত্তি এই বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই আত্ম-প্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত সরস সুন্দর উন্নত ধর্ম্মানুগত এবং ভাবপ্রবণ হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে শাক্ত কবিদেরও শ্যামা সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং অবশেষে ইহারই প্রভাবের সহিত ইউরোপীয়—বিশেষ করিয়া ইংরেজি—গীতি-কাব্যের প্রভাব সম্মিলিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে ভারতের সকল প্রভাষার সাহিত্য অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, এবং বিদেশে সম্মানিত করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে একটি উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক কালের কবিগণ ঐ বৈষ্ণব-কবিতার গীত-মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্যকেই লালন করিয়া নূতন যুগের উপযোগী নূতনতর কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক কাব্য ও কবিদের বুঝিতে হইলে তাঁহাদের সহিত প্রাচীন পদকর্ত্তাদের সংযোগ-সূত্রটি

ধরিতে হইবে। আমার সম্পাদিত "বঙ্গ-বীণা" নামক কবিতা-সঞ্চয়নের ভূমিকায় কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যখন কবি য়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হলো, এ'কে বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌ছি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়,—যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জানতে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।'…কোনো কাব্যের পরিচয় তা'র নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না; যখনি তার বিচার করি, তখনি স্বদেশী বিদেশী যে কোনো সাহিত্য আমাদের জানা আছে, নিজের অগোচরেও তা'র সঙ্গে আমরা যাচাই ক'রে থাকি।…এর জন্য চাই, সাহিত্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা'র সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় থাকা।…যে-সমস্ত রস-সৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা চেনাশোনা থাক্‌লে সাহিত্য-বিচার কর্‌বার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ কর্‌বার শক্তি খাঁটি হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সঙ্কলনের প্রয়োজন এই কারণেই।"

বৈষ্ণব-পদাবলী-সঙ্কলয়িতারা সকলেই পদাবলীগুলিকে বিষয় ও ভাব অনুসারে বিন্যস্ত করিয়া এক-একটি পালার আকারে সংগ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ও রাধিকার পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, মান, বিরহ, মাথুর, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি অবস্থা অনুসারে পদাবলী সজ্জিত হয়। আমরাও সেই ভাবে পদগুলিকে সজ্জিত করিয়াছি।

প্রাচীন কবিদের রচনার খাঁটি বিশুদ্ধ পাঠ পাওয়া দুষ্কর। বহু গায়কের কণ্ঠে ও লিপিকরের লেখনীর মুখে উহাদের পাঠ নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন এক বিকৃত আধুনিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বহু বিচার ও বিবেচনা করিয়া বহু পরিশ্রমে নানা পুঁথির পাঠ মিলাইয়া এক-একটি প্রামাণ্য পাঠ-যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, এবং অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী প্রভৃতি প্রামাণ্য পুস্তক হইতে আমি পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, এবং দুই-তিন পুস্তকে পাঠ-বৈষম্য দৃষ্ট হইলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনায় যাহা উৎকৃষ্ট পাঠ বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই পাঠটিই গ্রহণ করিয়াছি। কবিতাগুলিতে ছেদচিহ্ন বিশেষ বিবেচনার সহিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে কবিতার ভাব বোধগম্য হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করি। কবিতাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে পদাবলী-রচয়িতা কবিদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এই পদাবলী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে সমাদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১।	গৌরচন্দ্রিকা	১
২।	শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	১৪
৩।	শ্রীরাধার রূপ	২১
৪।	শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	২৭
৫।	শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ	৫১
৬।	শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী	৭৩
৭।	শ্রীরাধার আপ্তদূতী	৭৮
৮।	শ্রীকৃষ্ণের অভিসার	৮২
৯।	শ্রীরাধার অভিসার	৮৬
১০।	মিলন	১০৬
১১।	রসালস	১১০
১২।	শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য	১১৬
১৩।	শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য	১১৮
১৪।	রসোদ্গার	১২২
১৫।	শ্রীকৃষ্ণের আত্ম নিবেদন	১৩৯
১৬।	শ্রীরাধার আত্ম নিবেদন	১৪২
১৭।	ঋতু-উৎসব	১৪৮
১৮।	মুরলী-শিক্ষা, দান ও নৌকালীলা ...	১৭৯
১৯।	বাসক শয্যা	১৮৭
২০।	বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা	১৯৬
২১।	মান	২০০
২২।	কলহান্তরিতা	২০৯
২৩।	মিলন	২১২
২৪।	আক্ষেপানুরাগ	২১৩
২৫।	বিরহ	২৩৮
২৬।	ভাব-সম্মিলন ও মিলন	২৬১
২৭।	বন্দনা ও প্রার্থনা	২৬৭

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা—

খাইতে খাইতে নাচে কোটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি' হরষিত ভেল মায়॥

পৃষ্ঠা—১৪

গৌরাঙ্গ-অবতার

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ তো নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কতি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বানাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকন-বরণী॥

হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেনে দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

কেহ কেহ এই পদটিতে অনাগত কালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বড়ু চণ্ডীদাসের ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে এই পদটি শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা।

শিশু নিমাই

পরাণ-নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো,
একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু, কিবা অপরূপ গো,
হামাগুড়ি' ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচাঁদ-বদনে হাসি' মা বলিয়া ডাকে গো,
অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো,
তা দেখি' বিদরে যেন হিয়া॥
কত যত্ন করে, তবু প্রবোধ না মানে গো,
অঙ্গ আছাড়য়ে বারে বারে।
কি হৈল কি হৈল বলি' কাঁদে পুণ্যবতী গো,
কেহ স্থির হইতে না পারে॥
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো,
হাতে তালি দিয়া বোলে হরি।
তা শুনি' চঞ্চল শিশু ক্রন্দন সম্বরি' গো,
হাসয়ে তাহার গলা ধরি'॥
সবাই হরষ হইয়া হরি হরি বলে গো,
নিমাই নাম্বিয়া কোলে হইতে।
দাঁড়াইতে নারে, তবু নাচয়ে কৌতুকে গো,
হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি' কান্দিল, কেউ বুঝিতে নারিল গো,
সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরির পরাণ নিমাই এই রূপে গো,
খেপামো করিতে ভাল জানে॥

—নরহরি-দাস (চক্রবর্ত্তী)

শিশু গৌরাঙ্গ

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি সভে দেই করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥
গলায় সোনার কাঁঠি (১) সুরঙ্গ চতুনা (২) আঁটি
ঝোঁটা বাঁধা সুচাঁচর কেশ।
কত সাধ করি শচী পরায়েছে ধড়া গাছি
ভুবন মোহন নব বেশ॥
রজত কাঞ্চনে গড়া নানা আভরণে জড়া
সুবলিত তনুখানি সাজে।
রাতা উতপল জিনি চরণ যুগল জানি
চলিতে নূপুর ঘন বাজে॥
শচীর অঙ্গন তলে আনন্দে নাচিয়া খেলে
মুখে বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে ধর ধর কর কোলে
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥

—বাসুদেব ঘোষ

১। কণ্ঠী। ২। টোপর।

শিশু গৌরাঙ্গ
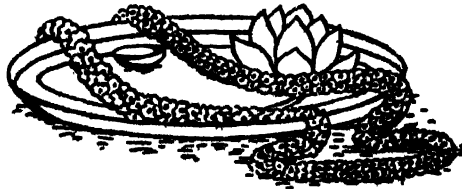
ভালিরে নাচেরে মোর শচীর দুলাল ।
চঞ্চল বালক মেলি সুরধুনী তীরে কেলি
হরিবোল দিয়া• করতাল ॥
কুটিল কুন্তল শিরে বদনে অমিয়া ঝরে
রূপ জিনি সোনা শতবান ।
যতন করিয়া মায় ধড়া পরাইছে তায়
কাজরে উজোর দুনয়ান ॥
ভুজে শোভে তাড় বালা গলে মুকুতার মালা
কর পদ কোকনদ জিনি ।
বাসু কহে মরি মরি সাগরে কামনা করি
হেন সুত পাইল শচী রাণী ॥

—বাসুদেব ঘোষ

গোরার শৈশব

চান্দা চান্দা চান্দা গগন-উপরে,
কে পাড়িয়া আনি' দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া, আমার গোরার
কপালে চিত (১) লিখিব॥
আয় আয় চান্দ সোনার চান্দ নিমাই
নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
আখটি করিতে একটি বোল যেন
অমিয়া-অধিক লাগে॥
এখনি আসিব নিমাইর বাপ
ক্ষীর কদলক লইয়া।
হোর (২) আসিছে বাপু না হও দুরন্ত,
নিন্দ যাহ আঁখি মুদিয়া॥
সোনার পদ্ম মুখ, রাতা (৩) পদ্ম আঁখি
মুদিত, আধটি তারা।
হেন বুঝি পারা মধুর পাথারে
ডুবিল আধ ভ্রমরা॥
পাটের গিলাপ (৪), তাথে নেতের তুলি (৫),
তাথে রচি শয্যাখানি।
কোলে করি পুত্র পাথালি হইয়া (৬)
শুতিলা শচী ঠাকুরাণী॥
এক স্তন মুখে, রহি' রহি' চাখে,
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বলে—সব- দেব-শিরোমণি
বালকরূপ ব্যবহার॥

—লোচন-দাস

১। চিত্র। ২। হের, দেখ। ৩। রক্ত। ৪। অঙ্গাবরণ। ৫। তাহাতে নেত্রাংশুক নামক উত্তম বস্ত্রের লেপ বা তোষক। ৬। পাশ ফিরিয়া।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি (১) তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কে বা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ (২)॥
অখণ্ড পিযূষ-ধারা কেবা আউটিল গো,
সোনার বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কে বা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি (৩)॥
অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু (৪) লহু লহু (৫) কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥
বিজুরী বাটিয়া কে বা গা-খানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কে বা চিত্র নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমা-চাঁদে বিকল হইয়া কান্দে
কর-পদ-পদুমের (৬) গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায় জগত আলো কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে (৭)॥
এমন বিনোদ রূপ কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।

১। লাবণ্য ও নবনীত—এই দুটি শব্দেরই ধ্বনি ঐ শব্দে মিশ্রিত আছে। ২। সুধা ও সুস্নেহ। ৩। অমৃত ঘন করিতে করিতে তাহা সুবর্ণ-বর্ণ চিনি হইয়াছে। এবং সেই চিনি দিয়া গৌরাঙ্গ-অঙ্গ-রূপ ফেনী বাতাসা নির্ম্মিত হইয়াছে। ৪। মধু। ৫। লঘু। ৬। পদ্ম। ৭। জন্মান্ধ ব্যক্তি।

পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে কান্দিয়া আকুল গো,
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে (১) ॥
সকল রসের সার বিনোদ হৃদয়খানি
কে বা গড়িলে রঙ্ দিয়া।
মদন বাটিয়া কে বা বদন গড়িল গো,
বিনি ভাবে মু (২) মলুঁ কান্দিয়া ॥
ইন্দ্র-ধনুক আনি' গোরার কপালে গো
কে বা দিল চন্দনের রেখা।
পুরুষের স্বরূপ (৩) যত কুলের কামিনী গো
দু'হাত করিতে চাহে পাখা ॥
রঙ্গের মন্দিরখানি নানা রত্ন দিয়া গো
গড়াইল বড় অনুবন্ধে (৪)।
লীল-বিনোদ কলা ভাবে অভিলাষি গো
মদন-বেদন ভাবি কান্দে ॥
নাচায় আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি' মুখের লালস গো
আলসল জরজর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভ-রড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লুটাইয়া কান্দে, কেহো থির নাহি বান্ধে,
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড ॥

১। পুরুষ যদি নিজেকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া এমন বিরহ-ব্যাকুল হয়, তবে নারী কেমন করিয়া স্থৈর্য্য ধারণ করিবে? ২। আমি। ৩। কৃষ্ণ-অবতারে যেরূপ ব্রজগোপীরা ইচ্ছা করিয়াছিল সেইরূপ। ৪। উজ্জ্বল অথচ কোমল ধাতু রঙ্গ রত্নখচিত করিয়া কে পরম যত্নে গোরাঙ্গের দেহমন্দিরখানি গঠন করিয়াছে।

ধাও রে ধাও রে বলি'　　প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু　　সেবনে সকল যাও (১)
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥
নদীয়া-নগর-বধূ　　হেরি গোরা-মুখবিধু
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে,　　পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা　　মনে গণে রাত্রি দিবা
গোরা-রূপে, লাগি' গেল ধান্দা।
অখিল-ভুবন-পতি　　ধূলায় লুটাঞা কান্দে,
সদাই সোঙরে (২) রাধা রাধা॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি'　　প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া　　কি সাজে সাজিল গো
এই গোরা-তনু তার সাখী॥
দেখ রে দেখ রে লোক　　হেন প্রেমা অপরূপ
ত্রিজগত-নাথ-নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চনের সনে　　কি লাগি কি ধন মাগে,
কি না সুখে বুলয়ে (৩) নাচিয়া॥
জয় রে জয় রে জয়,　　হেন প্রেম রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল,　　পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচনদাস গায়॥

—লোচন-দাস

১। যায়। ২। স্মরণ করে। ৩। ভ্রমণ করে

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

সুধা-খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির-কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি', দুয়ারের কাছে বসি'
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশা-অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দু'নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি' নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে—দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চননগরের পথে ধায়।
বাসু কহে—আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

—বাসুদেব ঘোষ

পতিত হেরি' কান্দে, থির নাহি বান্ধে,
করুণ নয়ানে চায়।

পৃষ্ঠা—১১

শ্রীগৌরাঙ্গ

পতিত হেরি' কান্দে, থির নাহি বান্ধে,
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি' উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন গড়ি' যায়॥

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল-আধ পাসরিতে নারি॥

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে (১)।
কমলা-শিব-বিহি-(২) দুলহ-(৩) প্রেমনিধি
দান করয়ে জগজনে (৪)॥

ঐছন সদয়- হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম-ধনের ধনী কয়ল (৫) অবনী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাস

১। কোনও বর্ণের বা আশ্রমের, ধনীর বা নির্ধনের তিনি কোনও দোষ দর্শন করেন না, তিনি অদোষদর্শী। ২। বিধি, ব্রহ্মা। ৩। দুর্লভ। ৪। কমলালয়া লক্ষ্মীর ও শিবের এবং বিধাতারও পক্ষে দুর্লভ প্রেমরত্ন গৌরাঙ্গ আপামর সাধারণ জগজ্জনকে বিতরণ করিতেছেন। ৫। করিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ

নীরদ নয়নে (১) নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মরন্দ(২) বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥

কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম-(৩) কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥

চঞ্চল চরণ-(৪) কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল-লুবধ (৫) সুরাসুর ধাবই,
অহনিশি রহত অগোর॥

অবিরত প্রেম-(৬) রতন-ফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ-পূর।
তারক (৭) চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

—গোবিন্দদাস

১। নয়নরূপ মেঘের জল সেচনে পুলক মুকুল উদ্‌গত হইতেছে। ২। সেই পুলক মুকুল হইতে ঘর্ম্মরূপ বিন্দু বিন্দু মধু চুয়াইতেছে এবং ভাব কদম্ব বিকশিত হইতেছে। (নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা, পুলকিত অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম এবং বিবিধ ভাব পুঞ্জের বিকাশ)। ৩। গঙ্গাতীরে নূতন উজ্জ্বল স্বর্গ কল্পতরু সঞ্চরণ করিতেছে। ৪। চঞ্চল (নর্ত্তনরত) চরণপদ্মে ভক্ত ভ্রমরগণ মুগ্ধচিত্তে গুণগানরত। ৫। পরিমল লুব্ধ সুর অসুর ছুটিতেছে। দিবানিশি ঐ পাদপদ্ম আগলাইয়া রাখিয়াছে। ৬। স্বর্গ কল্পতরু প্রার্থনা না করিলে দান করে না। পুণ্যবান ভিন্ন অপর কাহারো সে প্রার্থনারও অধিকার নাই। কিন্তু এই অভিনব হেমকল্পতরু অযাচিত ভাবে আচণ্ডালে সুদুর্লভ প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করিতেছেন। ৭। ত্রাণকারী। পাঠান্তর তাকর—তাঁহাদের।

গৌরাঙ্গ অবতার

(১)

শরমে শরম পালায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু য্যামন দুধে জলে ম্যালায়ে গেল॥
চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুব্যা অবশ হ'ল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরে জনম-ভরে ডুব্যা র'ল॥
গরিব তাই ত্যাখার লাগি' মনের দুখে মন গুমরি' পাগল হ'ল
সে রসের পাথার পেল না কোথায়,
শ্যাষে আচোট ভুঁয়ে (১) পড়িয়ে ম'ল॥
জানি কার রূপ-পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
য্যামন ক'রে বাসত ভাল স্যা ওর মনমত আছিল
ওমন আছিল স্যা রূপের কাছে॥
গরিব কয়—ধরমু ব'লে ডুব্যা পালে না,
তাই খাপি (২) নদ্যায় এ্যায়েছে।

-গরীব খাঁ

১। অকর্ষিত, অচষা কঠিন রসহীন ভূমিতে। ২। ক্ষিপ্ত হইয়া, উন্মত্ত হইয়া।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

(১)

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি' মুখ পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে—শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি'
কর পাতি' নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পূরি' কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি' হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সঘনে দেই করতালি ॥ ধ্রু ॥
দেখ দিদি রোহিণী,— গদগদ কহে রাণী,
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম-দাসে কয়— রোহিণী আনন্দময়,
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥

—ঘনরাম-দাস

(২)

হেদে (১) গো রামের মা (২), ননীচোরা গেল এই পথে?
নন্দ মন্দ বলু মোরে— লাগালি পাইলে তারে
সাজাই করিব ভাল-মতে ॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিনাগুলি বেকত হইবে বলি'
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী ॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁছি উভ (৩) করি' শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথন-দণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড
নামতে (৪) থাকিয়া মুখ পাতে ॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়,
কি ঘর-করণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়্যাছে বাপ,
পরাণে মারিব ননীচোরা ॥
যশোদার মুখ হেরি' রোহিণী দেখায় ঠারি'
যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
ঘর-আঁধিয়ারে পশি' বেকত হইল শশী,
ধাইয়া ধরিল নন্দরাণী ॥
মায়ের শবদ পাইয়া উঠিয়া চলিল ধাইয়া
কান্দিতে কান্দিতে নীলমণি।
যদুনাথ কয় দঢ়— এবার কানুরে এড়,
আর কভু না খাইবে ননী ॥

—যদুনাথ-দাস

১। ওগো। ২। বলরামের মাতা রোহিণী। ৩। ঊর্দ্ধ, উঁচু। ৪। নিম্নে, নীচে।

(৩)

মরি বাছা, ছাড় রে বসন।
কলসী উলাইয়া (১) তোমারে লইব এখন॥

মরি তোমার বালাই লইয়া, আগে আগে চল ধাইয়া,
ঘাঁঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে— খেলাইও ছিদাম সাথে,
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর-ননী॥

মুই রইনু তোমা লইয়া, গৃহকর্ম্ম গেল বইয়া,
মোরে হইবে কেমন উপায়।
কলসী লইয়া কাঁখে, ছাড় রে অভাগী মাকে,—
হের দেখ ধবলী পলায়॥

মায়ের করুণা-ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস,
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিণী-কাকলী-ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি'
রাণী বলে—সোণার বাছা যায়॥

ভুবন মোহিয়া উরে (২) বাঘনখ শোভা করে,
সোণায় বান্ধিয়া থোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ-দাস গুণ গায়॥

—নরসিংহ-দাস

১। নামাইয়া। ২। বক্ষে।
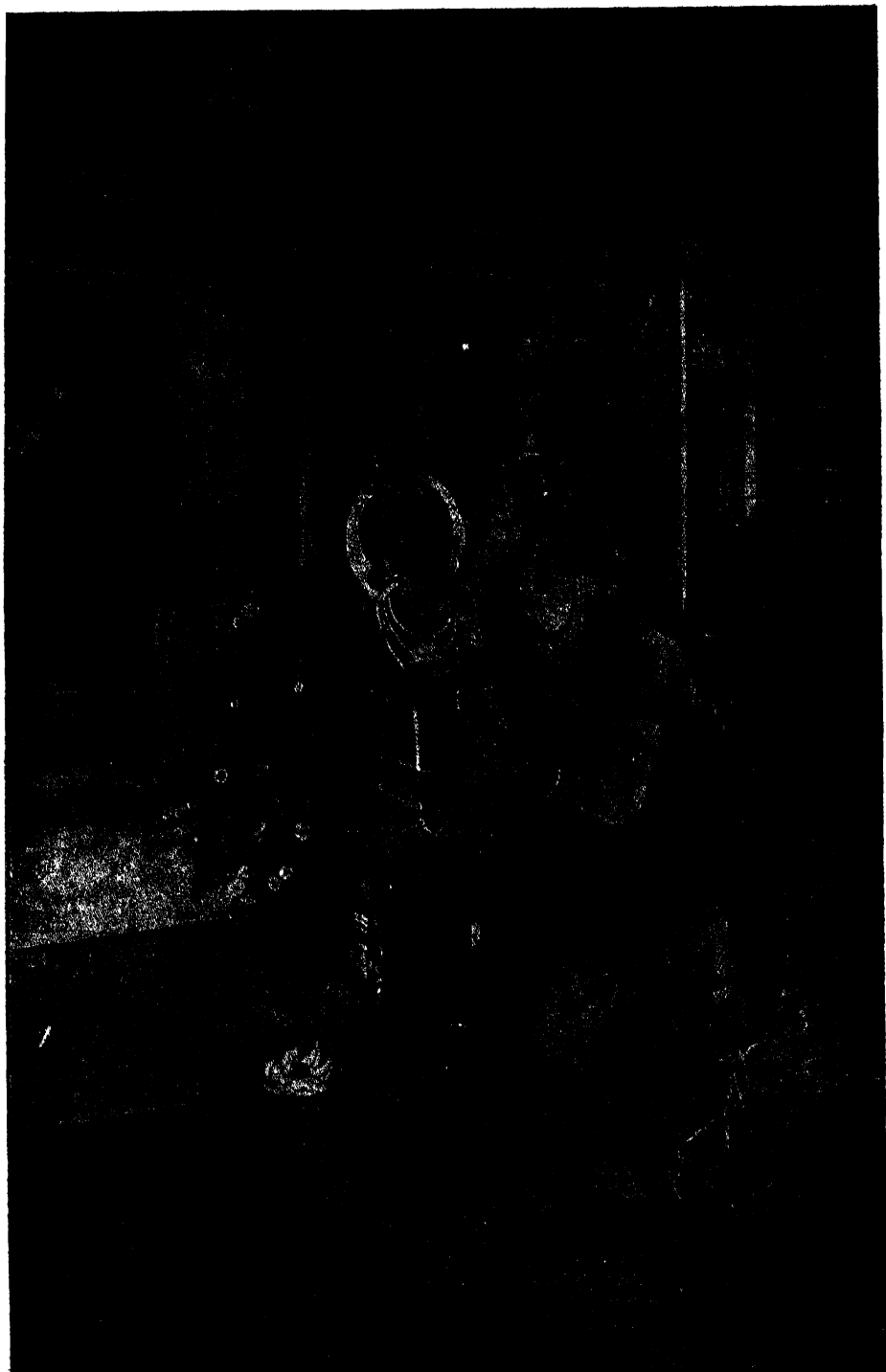
আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।

পৃষ্ঠা—১৮

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥ ধ্রু॥

দধি-মন্থন-কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে গিয়া
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥

গোপাল যাবে বাথানে,— কি শুনিলাম শ্রবণে,
যাদু মোর নয়ানের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি' চমকি' উঠি,
নয়ন-নিমিখে হই হারা॥

গোপাল আমার পরাণ-পুতলী।
তোমারে সোঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই,
তবু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলি॥

—অজ্ঞাত

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন

আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি' আমি যেন শুনি॥

বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব-পাছে।
তুমি তার মাঝে রইয়, সঙ্গ-ছাড়া না হইয়,
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

ক্ষুধা হৈলে লইয়া খাইয়, পথপানে চাহি' যাইয়,—
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু,
হাত তুলি' দেহ মোর মাথে॥

থাকিবে তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়, বাধা পানই (১) হাতে থুইয়,
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

—যাদবেন্দ্র

১। পায়ের খড়ম ও উপানহ অর্থাৎ জুতা।

বেণুরবে ধেনু ফিরে

আজু বনে আনন্দ-বাধাই (১)।
পাতিয়া বিনোদ খেলা রাখাল হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই ॥ ধ্রু ॥

ধেনু না দেখিয়া বনে স্থকিত রাখালগণে
শ্রীদাম স্থদাম আদি সভে।
কানাই বলিছে—ভাই, খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই,
আনিব গোধন বেণু-রবে ॥

সব ধেনু-নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে ॥

ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি'
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি' পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাবী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥

দেখি' সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন,
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী— কানাইর মুরলী শুনি'
পশু পাখী পাইল চেতন ॥

—প্রেমদাস

১। আনন্দ-বৰ্দ্ধন।

গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

পাল জড় কর শ্রীদাম, সান (১) দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাঁয় পথপানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল, চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম-দাস কহে শুনি' কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

—বলরাম-দাস

১। শব্দ

শ্রীরাধার-রূপ

(১)

খেলত ন খেলত, লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরি-মাঝ॥
শুন শুন মাধব, তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই॥
মুখরুচি মনোহর, অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
ভনই বিদ্যাপতি—দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ ন যাওত ধরণে॥

—বিদ্যাপতি

(২)

কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল (১) নব সূর (২) ॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ তুঈ লাখ যোজনে ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা ॥
ললিত অলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে বসি তপ করে নীল উতপল ॥
কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচ যুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী (৩) যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

১। উদিত হইল। ২। সূর্য্য। ৩। নূতন।
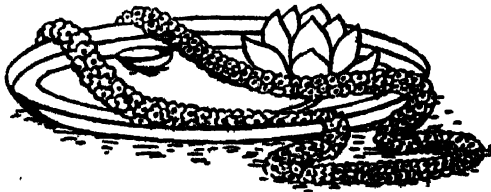
রাধার বয়ঃসন্ধি

(১)

খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥
খনে খন দশনক ছটাছট হাস।
খনে খন অধর-আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খনে, খন চলু মন্দ
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর
খনে আঁচর দেই, খনে হয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ—শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

--বিদ্যাপতি

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কটাক্ষ হানিবার জন্য কোণের দিকে যাইতেছে; ক্ষণে ক্ষণে স্রস্ত বসন ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া অঙ্গে ধূলি ভরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে দশনের হাস্যচ্ছটা অধরের আগে বাস করে। কখনো সে চমকিয়া চলে, কখনো মন্দ গতিতে চলে; মন্মথ-ভাবের পাঠ শিক্ষার এই প্রথম চেষ্টা। মুকুলিত স্তনযুগল অল্প অল্প দেখে, কখনো তাহা অঞ্চলে ঢাকে, কখনো তাহা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া থাকে। বালার শৈশব ও তারুণ্যের মিলন ঘটিয়াছে,—ইহাদের মধ্যে যে কে জ্যেষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ তাহা লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যাপতি কহিতেছেন—হে শ্রেষ্ঠ কানাই, তুমি শুন—তারুণ্য ও শৈশব চিনিতে তুমি জানো না।

(২)

কি কহব মাধব বুঝই ন পারি। (১)
কিয়ে ধনী বালা, কিয়ে বরনারী ॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতি-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥
আধ-আধ চাহি' যাই পথ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥
হামরা দুইজনে পথে একু মেলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি ॥
যব কিছু পুছিয়ে, উতর না পাব।
অধরক পাশে হাসি পশি' যাব ॥
ঐছন রমণী দৈব দিল সঙ্গ।
আনে উদগীম চাহি' দিল ভঙ্গ ॥
বালা সে লাজবশ হামারিয়ো লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ ॥

—জ্ঞানদাস

১। মাধব, কি বলিব, ধনী বালিকা না রমণীরত্ন বুঝিতে পারি না। রসপ্রসঙ্গ শুনিয়া সুখ পায়, রসবতীর সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না। এদিক ওদিক চাহিয়া অর্দ্ধেক পথ আসিল। রসপ্রসঙ্গ শুনিতে বড় সাধ। আমরা দুইজনে পথে মিলিত হইলাম। সে অন্য জনের সঙ্গে অন্য খেলা খেলিতেছিল। যখন কিছু জিজ্ঞাসা করি উত্তর পাই না। অধরের পাশে হাসি খেলিয়া যায়। দৈবে ঐরূপ রমণীর সঙ্গ পাইলাম। কিন্তু অন্যকে আমাদের বিষয়ে উদগ্রীব দেখিয়া সে চলিয়া গেল। বালিকা লজ্জাশীলা, আমিও লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলাম না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কাজ দূরে রহিল।

শ্রীরাধার রূপ –

খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন ধূলি তনু ভরই॥

পৃষ্ঠা—২৩

(৩)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল। (১)
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
মদনকি রাজ পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব ॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহ্নিক লেল ॥
চরণ-চপল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥
নব কবিশেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার ॥

—বিদ্যাপতি
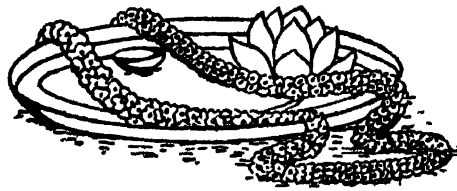
১। শৈশব যৌবনে সাক্ষাৎ হইল। মদন দুই পথই দেখিতে গেল (অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল)। মদনের অধিকার প্রথম প্রচারিত হইল। ভিন্ন জনে ভিন্ন অধিকার দিল। কটির গৌরব নিতম্ব পাইল। একের ক্ষীণতা অপরের অবলম্বন। প্রকাশ্য হাসি গুপ্ত হইল। উরজ তাহার প্রকটতা লইল। চরণের চঞ্চলতা লোপ পাইল, লোচনের ধৈর্য্য পদতলে গেল। নব কবিশেখর কি কহিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন নরপতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার।

(৪)

পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ (১)।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ ॥
সো পুন ভৈ গেল বীজক পোর (২)।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল-জোর (৩) ॥
মাধব পেখলুঁ (৪) রমণী-সন্ধান।
ঘাটহি ভেটলুঁ করত সিনান ॥
তনু-সুখ (৫) বসন হিরদয় লাগি।
যো পুরুখ দেখব তা-কর ভাগি (৬) ॥
উরহি লোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল কনক মহেশ (৭) ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী ॥

—বিদ্যাপতি

১। নারেঙ্গা লেবু। ২। বীজপুর—দাড়িম্ব। ৩। বিল্ব-যুগল। ৪। দেখিলাম। ৫। দেহের পক্ষে সুখকর সুক্ষ্ম কোমল। ৬। তাহার ভাগ্য। ৭। স্তন যেন কনক-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ।

(১)

মরি কোন বিধি আনি' সুধা-নিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি' পড়ল হামে॥

কি আর বলিব আমি?
সে দুই আখর কৈল জরজর
হইল অন্তর-গামী॥

সব কলেবর কাঁপে থরথর,
ধরণে না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ-মিত॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি-আদেশে—
সেই সে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচব জ্বালা॥

—দীন চণ্ডীদাস

(২)

বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিলুঁ কে॥

সখা! রূপ কে চাহিতে পারে!
অঙ্গের আভা, বসন-শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥

বাম অঙ্গুলিতে মুদরি (১) সহিতে
কনক-কটোরী হাতে।
সিঁথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে॥

নীল সাড়ী মোহন-কারা,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোপলু চরণে,
দাস করি' মনে আশ॥

কুচযুগগিরি, কনক-কটোরা
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়া চায়,
ঘন না চাহে লোক-লাজে॥

১। মুদ্রা, নাম-মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী।

কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা
চলন মন্থর-গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥

চণ্ডীদাসে কয়,— মূরতি সে নয়,
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে ॥

—দীন চণ্ডীদাস

(৩)

কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি' যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥

দেখিতে বদন মোহিত মদন,
নাসাতে ছুলিছে ছুল।
সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া (১)
ছুটিছে মরাল-কুল॥

আঁখি-তারা ছুটি, বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি' লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥

কিবা দন্ত-ভাতি মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক (২) কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ,
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥

শ্রীফল-যুগল জিনি' কুচ-যুগ,
পাতলা কাঁচলী তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥

১। স্বচ্ছসলিল মানস-সরোবর বলিয়া ভুল করিয়া। ২। কুন্দফুলের।

কেশরী জিনি' কৃশ মাঝখানি
মুঠে করি' যায়-ধরা।
গজকুম্ভ জিনি' নিতম্ব-বলনি,
ঊরু করীকর-পারা॥

চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব,
মদন মুরছা পায়॥

কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য-ফলে, বল বল সখা,
সে রামা পাইল সে॥

চণ্ডীদাস বলে,— ভেবনা ভেবনা,
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস-ধন,
তোমারি আছে সে ধনী॥

—দীন চণ্ডীদাস

(৪)

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই (১)॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ॥
কি হেরিলুঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল (২) হিয় মাহা (৩) মোরি॥
যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যঁহা লহু (৪) হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয়া বিথার (৫)॥
যঁহা যহা কুটিল কটাখ।
তঁহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর (৬)॥
পুন কিয়ে দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয় গুণে দেয়ব আনি'॥

—বিদ্যাপতি

১। যেখানে যেখানে পদযুগল ধরিতেছে, সেখানে সেখানে যেন রক্তকমল ফুটিয়া উঠিতেছে। ২। প্রবিষ্ট হইল। ৩। মধ্যে। ৪। লঘু। ৫। বিস্তার। ৬। সেই ধনীকে একটু দেখিতেই মনে হইতেছে এখন সেই ত্রিভুবন আগলাইয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ সে ছাড়া ত্রিভুবনের আর কিছু মনের সাম্‌নে উপস্থিত নাই।

(৫)

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি (১)।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই (২)॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল (৩)।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল-উতপল-বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ—মুগধল কান।
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান (৪)॥

—গোবিন্দদাস

১। যেথানে যেথানে ক্ষীণ অঙ্গজ্যোতি নির্গত হয়। ২। স্খলিত হয় (বলিয়া মনে হয়)। ৩। ভ্রূভঙ্গ-চপলতা। ৪। রূপ-মুগ্ধ কানাই রাইকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। গোবিন্দদাস কবিরাজের এই পদে বিদ্যাপতির "যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই" পদের ভাব ও ভাষা গৃহীত হইয়াছে।

(৬)

অপরূপ পেখলুঁ রামা।

কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল,

হরিণী-হীন হিমধামা (১) ॥

নয়ন-নলিনী দুউ অঞ্জনে রঞ্জল

ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস (২)।

চকিত চকোর- জোর বিধি বান্ধল

কেবল কাজর-পাশ (৩) ॥

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত

গিম-গজমোতিম-হারা (৪)।

কাম কম্বু ভরি' কনয়া শম্ভুপরি

ঢারত সুরধুনী-ধারা (৫) ॥

পয়সি পয়াগে যাগ শত যাগই,

সো পাওয়ে বহু ভাগী (৬)।

বিদ্যাপতি কহ— গোকুল-নায়ক

গোপীজন-অনুরাগী ॥

—বিদ্যাপতি

১। সেই রমণীকে দেখিয়া মনে হইল যেন কনকলতা (দেহলতা) অবলম্বন করিয়া কলঙ্কচিহ্নহীন চন্দ্র (মুখ) উদিত হইল। ২। অঞ্জনরঞ্জিত দুইটি নয়ন-পদ্ম, এবং ভুরুর বিলাস-বিভঙ্গ, দেখিয়া মনে হইল। ৩। যেন কেবল কাজলের ফাঁসে বিধাতা একজোড়া চঞ্চল চকোরকে (চক্ষুকে) বন্দী করিয়াছেন। ৪। গ্রীবার গজমুক্তাহার। ৫। গ্রীবায় বিলম্বিত গজমুক্তামালা সুন্দরীর স্বর্ণকান্তি স্তনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, যেন কাম শঙ্খ (গ্রীবা) পূর্ণ করিয়া কনক-শিবলিঙ্গের (স্তনের) উপর শুভ্র জলধারা (মুক্তামালা) ঢালিতেছেন। ৬। যে ভাগ্যবান্ ত্রিবেণী জলসঙ্গমে অবস্থিত প্রয়াগতীর্থে শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছে সেই এমন রমণীকে পাইবে।

(৭)

হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা (১)।

কুন্দন কনয়া কান্তি কবল কর
নিরুপম রূপক শালা॥

চিকণ চামরি চামর-চয়-রুচি
পদ অবলম্বিত কেশা।
কান্তি কলাযুত কামিনী মদহর
ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা॥

ইন্দিবর বর গরব গরাসিত
খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল
জিত স্মিত বিকশিত বয়না॥

থল কমলারুণ রাতুল পদতল
জিত চাঁদ নখ চাঁদ শোভা।
হেরইতে লাবনি অমিয়া সার জিনি
রাধামোহন মনোলোভা॥

—রাধামোহন ঠাকুর

১। হরি, হরি, উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি-নিন্দিত নিরুপম রূপের আধার এই অপরূপ বালা কে? চিকণ চামরের মত সুন্দর ইহার আগুলফ-লম্বিত কেশ। কান্তি-কলা-যুক্ত কামিনী মদহারী ত্রিভুবন বিজয়ী ইহার বেশ। শ্রেষ্ঠ নীলকমলের গর্ব্ব গ্রাসকারী খঞ্জন গঞ্জিত ইহার চক্ষু। অম্লান কোমল কমলের সৌন্দর্য্য বিজয়ী স্মিত বিকাশিত ইহার বদন। রক্তস্থলকমল জিনিয়া ইহার রাতুল পদতল। চাঁদ জিনিয়া পদনখের শোভা। সুধাসার জিনিয়া ইহার লাবণ্য দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের (পক্ষান্তরে পদকর্ত্তা রাধামোহনের) মন প্রলুব্ধ হয়।

(৮)

নবনুঙা বদনী ধনী বচন কহসি হসি (১)।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশি ॥
অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজ-গমনি ধনি ॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কোমলিনী।
কুচছিরিফলভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধয়ল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুলল কমলা বাণী ॥

—কবিরঞ্জন
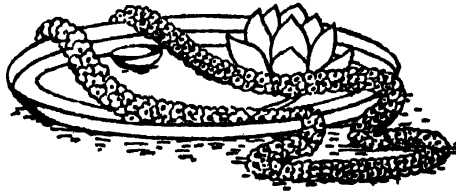
১। নবনীত বদনী ধনী হাসিয়া কথা কয়, যেন শারদ পূর্ণচন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে। রমণী মণির রূপ অপরূপ। গজেন্দ্র-গমনাকে যাইতে দেখিলাম। সিংহ জিনিয়া ক্ষীণ কটি। দেহ অতি কোমল। বিল্ববিনিন্দিত কুচযুগলের ভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কাজরে রঞ্জিত করিয়া আঁখি দুটীকে সাজাইল। বিমল কমলের উপর যেন ভ্রমর ভুলিয়া রহিল। অশেষ অনুমান করিয়া কবিরঞ্জন বলিতেছেন,—একাধারে এই বাণী ও কমলা মিলিত মূর্ত্তি দেখিয়া রায় নসরৎ শাহ ভুলিয়াছেন। অথবা রায় (সুলতান) নসরৎ শাহকে দেখিয়া বাণী এবং কমলা ভুলিয়াছেন।

(৯)

সজনি ভাল কএ পেখন না ভেল (১)।
মেঘমাল সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐসন
ফাঁস পরায়ল কাম ॥

দশন মুকুতা পাঁতি অধরে মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

—বিদ্যাপতি

১। সজনি, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। মেঘমালায় চপলা চমকের মত বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-বরণা নীল-বসনা সুন্দরী চকিত দর্শনে হৃদয়ে শেল হানিয়া গেল। আধ অঞ্চল খসাইয়া আধ হাসিয়া আধ কটাক্ষ হানিল। আধ আঁচরে ঢাকা আধ পয়োধর দেখিলাম। সেই অবধি অনঙ্গ আমাকে দগ্ধ করিতেছে। একে গৌরদেহ, পয়োধর সুবর্ণ কৌটা, কাঁচলি মদন তুল্য। হারে মনোহরণ করিল, যেন কাম ফাঁস পরাইল। অধরে মিলিত মুক্তার মত দন্ত পংক্তি। মৃদু মৃদু কথা কয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন অতএব দুঃখ রহিয়া গেল, দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিল না।

(১০)

সজনি অপরূপ পেখলুঁ বালা (১)
হিমকর মদন মিলিত মুখ মণ্ডল
তা 'পর জলধর মালা ॥

চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরি
মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদন জ্বর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল ॥

অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে
অনুখণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ ॥

মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুর সুজান।
সো পুন মধুর মুরতি দরশায়বি
এ রাধাবল্লভ গান ॥

—রাধাবল্লভ

১। অপরূপ বালাকে দেখিলাম। চন্দ্র এবং মদনে মিলিত তাহার মুখমণ্ডল। তাহার উপরে মেঘমালা (কেশরাশি)। (চন্দ্রের মত মুখ, তাহাতে, নেত্রে নীলপদ্ম, নাসায় তিলফুল, গণ্ডে মধুক (মহুয়া) অধরে বান্ধুলী ও দন্তে কুন্দ এই পঞ্চবাণ ধরিয়া কন্দর্প অধিষ্ঠিত) সাধারণতঃ আকাশেই চন্দ্র উদিত হয়। মেঘে চন্দ্রকে আবৃত. করে। কিন্তু এখানে চন্দ্রের উপরেই মেঘ শোভা পাইতেছে। মদন যেন মেঘের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া শর নিক্ষেপ করিতেছে।

(১১)

গেলি কামিনী গজহু-গামিনী
বিহসি' পালটি' নেহারি'।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারি॥

জোড়ি' ভুজ যুগ মোড়ি' বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ-চন্দ (১)॥

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি' চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥

পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর (২)।
চরণে যাবক (৩) হৃদয়ে-পাবক (৪)
দহই সব অঙ্গ মোর॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুনহ যদুপতি,
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব তোয়॥

—বিদ্যাপতি

১। সেই বরনারী দুই হাত জুড়িয়া মুখ বেষ্টন করিল, তাহাতে মনে হইল যেন কাম চম্পকদাম (অঙ্গুলী) দিয়া শারদচন্দ্রকে (মুখ) পূজা করিল। ২। বিরহের শেষ ঘুচিবে। ৩। অলক্তক, আল্‌তা। ৪। হৃদয়াগ্নি।

(১২)

যব গোধূলি-সময় বেলি।
ধনি মন্দির-বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি (১) ॥

ধনী—অলপবয়সি বালা,
জনু—গাঁথনি পুহপ-মালা (২)
থোরি দরশনে আশ না পূরল,
বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥

গোরী কলেবর নূনা (৩),
জনু—আঁচরে উজোর সোনা,
কেশরী জিনি' মাঝহি খীনি,
দুলহ লোচন-কোণা (৪) ॥

ঈষত হাসনি সনে,
মুঝে—হানল নয়ন-বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ-গৌড়েশ্বর,
কবি বিদ্যাপতি ভনে ॥

—বিদ্যাপতি

১। যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে তরুণী ঘরের বাহির হইল তখন সেই তন্বী ধনীর রূপ সন্ধ্যার অন্ধকারে মেঘের গায়ে বিদ্যুৎরেখার ভ্রম উৎপাদন করিয়া গেল। ২। যেন একগাছি গ্রথিত পুষ্পমালা। ৩। ক্ষীণা। ৪। লোচন-কোণে অপাঙ্গদৃষ্টি দুর্লভ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রাগ—

গেলি কামিনী গজহু-গামিনী
বিহসি' পালটি' নেহারি'।

পৃষ্ঠা—৩৯
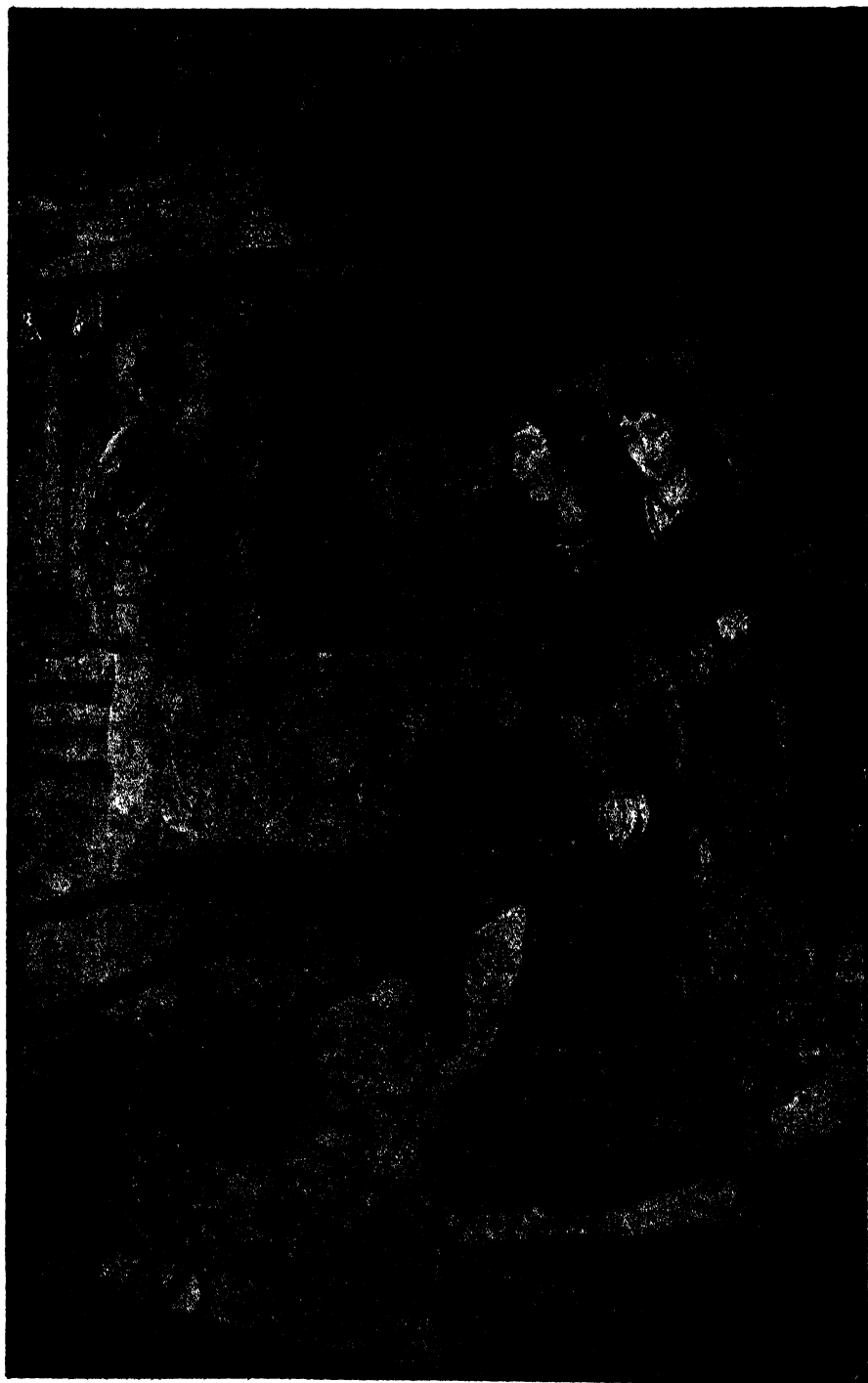
(১৩)

যব করু খেলি আলি সঞে বালা (১)।
হেরলুঁ পথে জনু চাঁদকি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি।
অনুখণ মাধুরী মরমহি জাগি॥
এ সখি এ সখি মোহে হেরি রাই।
বিহসি রহলি ধনি গীম মোড়াই॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জ্যোতি।
লোলিত নাসিক বেশর মোতি॥
রঙ্গিম জাদ বিথারল পীঠ।
চকিতহি মঝু মন লাগল দীঠ॥
ঐছে সুকেশিনী হাম নাহি পেখি।
চিত মুরতি হিয়ে রহলহি লেখি॥
পদ নখ অঙ্গুলি যাবক শোভা।
দশ ভই চাঁদ অরুণ বহু লোভা॥
সো পদ কমল হৃদয় করি সেব।
গোবিন্দ দাস যব অনুমতি দেব॥

—গোবিন্দদাস

১। বালিকা যখন সখীর সঙ্গে খেলা করিতেছিল, পথে যেন চান্দের মালা দেখিলাম। অপরূপ রূপ আমার নয়নে লাগিয়া রহিল। সেই মাধুরী অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। ওগো সখি ওগো সখি, আমাকে দেখিয়া রাই হাসিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া রহিল। সেই উজ্জ্বল মুখের কি নির্ম্মল জ্যোতি। নাসিকায় মোতির বেসর দুলিতেছে। পীঠে বেণীতে বাঁধা রঙ্গীন খোপা দুলিয়া উঠিল, চকিতে আমার মন তাহাতেই দৃষ্টি ফিরাইল। এমন সুকেশা আমি আর দেখি নাই। হৃদয়ে চিত্রের মত সে মূর্ত্তি লিখিত রহিল। পদ নখে এবং অঙ্গুলিতে আলতার শোভা দেখিয়া সূর্য্য চন্দ্র উভয়েই লুব্ধ হইল। চাঁদ দশনখে দশ রূপ ধারণ করিল, তাহা দেখিয়া অরুণও আপনাকে প্রসারিত করিয়া দশাঙ্গুলি ও পদপ্রান্তকে বেষ্টন করিল। সেই পদকমল হৃদয়ে ধরিয়া সেবা করিব। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সে যখন অনুমতি দিবে, তখন পদসেবা করিবে।

(১৪)

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি'।
সরবস লেই' পালটি' পুন বিন্ধলি
রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারি'॥

সজনি, কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল—
পালটি' না হেরিলুঁ রাধা॥

ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি-কাঁচর
হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি' কনয়া কুম্ভ ভরি'
মুহরি রাখলি কত বেরি (১)॥

যব মন বান্ধল, ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তাহি মিলল আন আন (২)।
কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ (৩)॥

—গোবিন্দদাস

১। কুচাচ্ছাদন কাঁচলি দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইল, যেন আমার মন হরণ করিয়া কনক কলসে (স্বর্ণবর্ণ কুচযুগলে) বন্দী করিয়া তাহার মুখে বার বার গালা-মোহর করিয়া (ঈষৎ লোহিতাভ চুচুক) রাখিয়া দিল। ২। যখন মন বন্দী হইল তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও ফাঁফর হইয়া তাহার সহিত গিয়া মিলিল—অর্থাৎ মনের সহিত বন্দী হইল। ৩। সেই সুন্দরীর রূপের প্রভাবে হৃদয়হীন কাঠের পুতুলও মূর্চ্ছা যায়, গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী আছেন।

(১৫)

থীর-বিজুরি- বরণ গোরি
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে (১) কবরি বান্ধে
নব মল্লিকার ফুলে॥

সই, মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ইষত হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥

ফুলের গেড়ুয়া (২) লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ-যুগ বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥

চরণ-কমলে মল্ল তোড়ল (৩)
সুন্দর যাবক-রেখা (৪)।
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয়
পালটি হইলে দেখা॥

—গোপালদাস

১। কানড়-ফুলের আকারের অথবা কানাড়ী নারীদের ধরণের। ২। গোলা, বল্। ৩। মল-তোড়া। ৪। অলক্তক-রেখা।

(১৬)

কামিনী করএ সিনানে।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণে॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা—
জনু মুখ-শশী-ডরে রোএ অন্ধারা (১)!
তিতল বসন তনু লাগূ।
মুনিহুক (২) মানস মনোভব জাগূ॥
কুচ-যুগ চারু চকেবা (৩)।
নিঅ-কুলে আনি' মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব আকাশে (৪)॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে॥

—বিদ্যাপতি
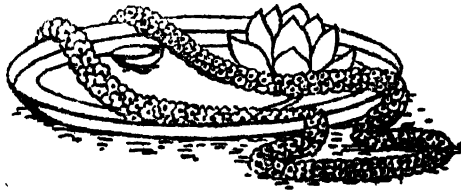
১। কালো কেশ হইতে জল ঝরিতেছে; যেন মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে। ২। মুনির। ৩। চক্রবাক। ৪। কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে রাত্রি হইলে চক্রবাক চক্রবাকী নদীর দুইকূলে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু কুচযুগ চক্রবাক সদৃশ, দেবতা উহাদের এক কূলে আনিয়া মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু পাছে তাহারা আকাশে উড়িয়া যায় এই ভয়ে বাহুরূপ রজ্জু দিয়া বাহুর ফাঁদে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

(১৭)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা (১) ।
কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা ।
মেহ বরিখে জনু মোতিম-হারা ॥
বদন মোছল পরচুরে ।
মাজি ধয়ল জনু কনক-মুকুরে ॥
তে উদসল কুচ-জোরা ।
পালটি' বৈঠায়ল কনক কটোরা ॥
নীবি-বন্ধ করল উদেস ।
বিদ্যাপতি কহ—মনোরথ শেষ ॥

—বিদ্যাপতি
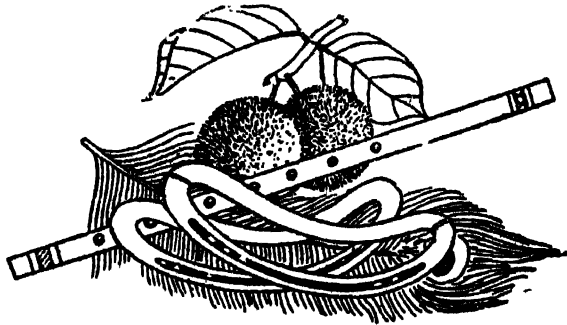
১। আজি আমার শুভ দিন, স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম। কেশ হইতে জলধারা ঝরিতেছে। মেঘ যেন মতির মালা বৃষ্টি করিতেছে। যত্ন করিয়া মুখ মুছিল। যেন সোনার দর্পণখানি মাজিয়া রাখিল। ঐ কারণে স্তনদ্বয় অনাবৃত করিল, (স্তন দুইটি মুছিল) যেন কনক কৌটা উল্টাইয়া বসাইল। নীবিবন্ধ শিথিল করিল, বিদ্যাপতি বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মনোরথ পূর্ণ হইল।

(১৮)

যাইতে পেখল (১) নহাইলি (২) গোরী।
কতি সঞে (৩) রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙাড়ইত বহু জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম-হারা॥
অলকহি তীতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধু-লোভা (৪)॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত পঙ্কজ-পাতা (৫)॥
সজল চীর রহ পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা (৬)॥
ও নুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহে তেজব নেহা (৭)॥
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা॥
বিদ্যাপতি কহ,—শুনহ মুরারি।
বসন লাগল ভাব ওরূপ নেহারি (৮)॥

—বিদ্যাপতি

১। দেখিলাম। ২। স্নাতা। ৩। কোথা হইতে। ৪। ভ্রমর সদৃশ অলকদাম মুখ-কমলকে যেন অধর-মধুর লোভে বেষ্টন করিয়াছে। ৫। জলে স্নান করাতে চোখের কাজল ধুইয়া গিয়াছে (নিরঞ্জন) ও চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, যেন পদ্মের পাপড়িতে সিন্দুর লাগিয়াছে। ৬। স্তনপ্রান্তে সজল বসন লিপ্ত হইয়া আছে, যেন কনক বিল্ব-ফলের উপর শিশির পড়িয়াছে। ৭। সিক্ত বস্ত্র কাঁদিতেছে এই ভাবিয়া যে সুন্দরী এখনই আমার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া ফেলিবে এবং আমি আর ফিরিয়া অঙ্গস্পর্শের সুখ পাইব না। এইজন্য জলধারা নির্গলিত করিয়া বসন রোদন করিতেছে এবং সে সুন্দরীর দেহে লিপ্ত হইয়া আপনাকে লুক্কায়িত করিতে চাহিতেছে। ৮। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মুরারি শুন, ঐ সুন্দরীর রূপ দেখিয়া তোমারও ঐ বসনের ভাব হইয়াছে অথবা বসনের ভাব লাগিয়াছে।

(১৯)

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥

শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি,
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি' তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥

অঙ্গের বসন কর্যাছে আসন,
আলাঞাঁ দিয়াছে বেণী।
উচু-কুচ-মূলে হেম-হার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি'॥

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়্যাছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দার
শরণ লইল আসি' (১)॥

কিবা সে ভুগুলি (২) শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশী-কলা।
সাঁঝেতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥

১। সিক্ত কালো কেশরাশি স্রস্ত হইয়া গৌরবর্ণ নিতম্ব-তটে পড়িয়াছে, যেন অন্ধকার কাঁদিতে কাঁদিতে কনকচন্দ্রের শরণ প্রার্থনা করিতেছে যে আমাকে বিনাশ করিয়ো না।
২। দুই সারি বা জোড়া।

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি' নিঙ্গাড়ি'
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি-আদেশে—
শুন হে নাগর-চান্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥ *

—চণ্ডীদাস

* জগন্নাথ দাস ও লোচনদাস রচিত দুইটী পদ মিলাইয়া কোন কীর্ত্তনীয়া কিংবা লিপিকার এই পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালাইয়া দিয়াছেন।

(২০)

পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ নাগরী
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন-রঙ্গ,
হসিত বদনে চায়॥

সই, কে বল মোহিনী সেহ।
যদি পাখা পাই, পাখী হইয়া যাই,
তা সঞে করিয়ে নেহ (১)॥

ললিত আকার মুকুতার হার
শোভিত দেখিয়ে গলে।
যেন তারাগণে উদিত গগনে
চাঁদেরে বেঢ়িয়া জ্বলে॥

কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥

চণ্ডীদাস কহে,— যদি দান নহে
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগিয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায়॥

—দীন চণ্ডীদাস

১। স্নেহ, প্রীতি।

(২১)

নয়ান-পুতলী রাধা মোর ।
মন-মাঝে রাধিকা উজোর ॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময় ।
গগনেহ রাধিকা উদয় ॥
রাধাময় ভৈল ত্রিভুবন ।
তবে আমি করিব কেমন ॥
কোথা সেই রাধিকা সুন্দরী ।
না দেখি' ধৈরজ হৈতে নারি ॥
এ যদুনন্দন-মনে জাগে ।
কি না করে নব অনুরাগে ॥

—যদুনন্দন-দাস

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

(১)

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা। (১)
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী,
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে,
কি কহে দু হাত তুলি'॥ (২)

এক দিঠি করি' ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয়— নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

১-২। ধ্যান-নিশ্চল নেত্রে মেঘ দর্শন করে (শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সাদৃশ্যে) এবং হসিত বদনে দুই হাত তুলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র ভ্রমে) চন্দ্র পানে চাহিয়া থাকে।

(২)

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবারে
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চাও ॥

রাই এমন কেনে বা হইলে।
গুরু-দুরুজনে ভয় নাহি মনে,
কোথা বা কি দেব পাইলে (১) ॥

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি' থাকি' থাকি' উঠহ চমকি'
ভূষণ খসায়া পর ॥

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কি বা অভিলাষে বাঢ়ালে লালসে
না বুঝি তোমার ছলা ॥

তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলে চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে— করি অনুমানে
ঠেকিলে কালিয়া-ফাঁদে ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

১। লোককে যেমন ভূতে পায়, তেমনি তোমাতে কোথায় কোন্ দেবতা ভর করিল, তোমার উপর কোন দেবতার আবেশ হইল।

শ্রীরাধার পূর্ব্ব রাগ—

এক দিঠ করি' ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরিখনে।

পৃষ্ঠা—৫১

(৩)

সই, কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে বা পাসরিব তারে (১)॥

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে— কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় (২)॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

১। 'পাইব' পাঠ অর্থহীন। এ নায়িকার পাওয়ার কামনা জাগে না। ৪র্থ গুচ্ছে 'পাসরিতে করি মনে' পাঠ দেখিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। ২। চণ্ডীদাস বলেন—কুলনারী নিজের কুল নষ্ট করিবার জন্য যাচিয়া যৌবন সমর্পণ করে, শ্যামের এমনি মোহন আকর্ষণ।

(৪)

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি' (১) কি মাধুর্য্য-পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥

সখি হে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা কৈল মোরে॥

শুনিয়া ললিতা কহে— অন্য কোন শব্দ নহে—
মোহন-মুরলী-ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিত্তে ধরি' থেহ (২)॥

রাই কহে—কে বা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥

অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায়ে আমার মতি,
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥

১। অমৃতকেও তুচ্ছ করিয়া। ২। স্থৈর্য্য।

এতেক কহিতে ধনী　　　উদ্বেগ বাড়িল জানি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি　　　তুমি মিথ্যা বৈলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে॥

কোন সুনাগর এই　　　মহামন্ত্র পড়ে সেই
হরিতে আমার ধৈর্য্য যত।
দেখিয়া এসব রীত　　　চমক লাগল চিত
দাস যদুনন্দনের মত॥

—যদুনন্দন-দাস

(৫)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কুলে (১)।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলো রান্ধন (২) ॥
কে না বাঁশী বাঁএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ (৩) আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার (৪) মন।
বাজাএ সুসর (৫) বাঁশী নন্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী' পড়ি' জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী (৬) ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন-অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী' গাইল চণ্ডীদাসে ॥

—চণ্ডীদাস (বড়ু)

১। হে বড় আই, কে না জানি কালিন্দী নদীর কূলে বাঁশী বাজাইতেছে। ২। রন্ধন ভুলিলাম। ৩। নিক্ষেপ করিব, সম্প্রদান করিব। ৪। আমার। ৫। সুস্বর। ৬। যেন কুম্ভকারের পোয়ান,—তাহার ভিতরে আগুন জ্বলে, উপরে মাটি লেপা থাকে।

(৬)

মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে (১)
তাহা বিনা আর কারু নই॥

রজনী শাঙন (২) ঘন, ঘন দেয়া (৩) গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ড-রোল (৪), মত্ত দাদুরি-বোল (৫),
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে ঘন গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥

নয়নে পৈঠল সেহ, মরমে লাগল নেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
হেরিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন, বিকাইলুঁ বোলে॥

১। দেহ। ২। শ্রাবণ। ৩। দেবতা, মেঘ। ৪। ময়ূরের কেকাধ্বনি। ৫। ভেকের রব।

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ,　　ভূষণের ভূষণ অঙ্গ (১),
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি' হাসি' কথা কয়,　　পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥

রসাবেশে দেই কোল,　　মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল,　　লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

—জ্ঞানদাস

১। তাহার অঙ্গশোভা অঙ্গের ভূষণকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে।

(৭)

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম (১)।
মূরতি-মরকত-অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল-নয়নকোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন-খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে (২)।
বলরাম-দাসে বলে অবশ পরশে॥

—বলরাম-দাস
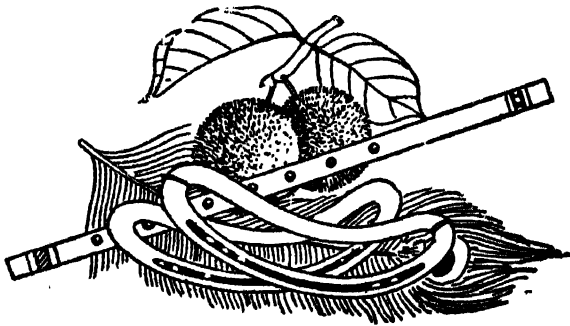
১। রসিকতার ভঙ্গী। ২। তাহার গায়ের বাতাসের স্পর্শে অতি কঠিন পাষাণও উবিয়া যায়, অর্থাৎ পাষাণ-হৃদয়ও আত্মহারা হয়।

(৮)

আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়ানে লাগিয়া গেল,
সরম রহিল সেই ঠাঞি ॥

আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে ॥ ধ্রু ॥

কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো,
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে মুরুছা পাইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥

ধীরে ধীরে পা-খানি বাড়াই কত ছল করি'
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে— শুন অনুরাগিণি,
পিরিতি-অনল না নিভাই ॥

—বংশীবদন
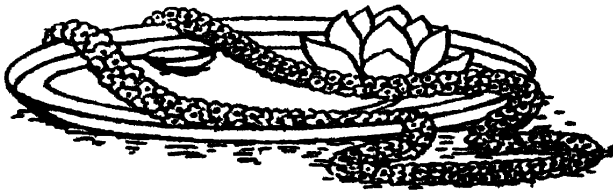
(৯)

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূর-পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কি বা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥

মল্লিকা-মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কে বা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া॥

কালার কপালে চাঁদ- চন্দনের ঝিকিমিকি,
কে বা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কে বা কালিন্দী পূজিল গো
জবা-কুসুম তাহে দিয়া॥

হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়— মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

—জ্ঞানদাস

(১০)

কি হেরিলুঁ কদম্ব-তলাতে।

বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে,

জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে (১) ॥

কপালে চন্দন-চাঁদ কামিনি-মোহন-ফান্দ

আন্ধারে করিয়া আছে আলা।

মেঘের উপরে চাঁদ সদাই উদয় করে,

নিশি দিশি শশী ষোল-কলা ॥

কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ

আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।

হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে,

দিতে চাই যৌবন নিছনি (২) ॥

যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর

শুধুই সুধার তনুখানি।

দাস অনন্ত বলে— রূপ হেরি' কে না ভুলে

জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥

—অনন্ত-দাস
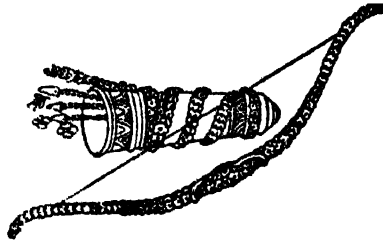
১। জীবন থাকিতে আমি কি তাহাকে ভুলিতে পারি? ২। তাহার হাসির হিল্লোলে আমার প্রাণ-পুত্তলি আন্দোলিত হয় এবং আমি তাহার পায়ে যৌবন উৎসর্গ করিতে চাই।

(১১)

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল (১)॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ॥
চন্দনের চান্দ মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে পরাণ পুতলী রৈল বান্ধা (২)॥
কটি পীত-বসন, রসনা (৩) তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কের কোঁড়া (৪)॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হৈয়া ছু-কুলে (৫) দিলুঁ ছুখ।
জ্ঞানদাস কহে—দঢ় (৬) করি' থাক' বুক॥

—জ্ঞানদাস

১। বনে যেমন পথিক পথ হারায়, তেমনি মন যৌবনের শোভায় বিভ্রান্ত হইয়াছে। ২। চন্দনের চন্দ্রাকৃতি গোল ফোঁটার মধ্যে কস্তুরীর বিন্দু দেখিয়া দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে হৃদয়-পরাণ বাঁধা পড়িয়াছে। ৩। কটির হার, কাঞ্চী। ৪। অঙ্কুর। ৫। পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে। ৬। দৃঢ়।

(১২)

ভালে সে চন্দন-চান্দ নাগরী-মোহন-ফান্দ,
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে,
মো পুন ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে॥

সই, কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥

দেখিয়া ও মুখ-ছান্দ কান্দে পুণিমক চান্দ
লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিরার মাঝারে হানে,
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥

আই আই মলুঁ মলুঁ, কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ,
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে— এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥

কি খেনে দেখিলুঁ তারে, না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম-দাস ভনে— ও রূপ দেখিয়া কোন
পামরী রহিতে পারে ঘরে॥

—বলরাম-দাস

(১৩)

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি (১)
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে (২)
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল (৩) ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল,—
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ,—
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

—গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী

১। লাবণ্য। ২। শরে, বাণে। ৩। মত্ত।

(১৪)

সুধা ছানিয়া কে বা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কে বা খঞ্জন বসাইল রে (১),
চাঁদ নিঙাড়ি' কৈল থেহা (২) ॥

সে থেহা নিঙাড়ি' কে বা মু'খানি বনাল' রে,
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কে বা ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥

কম্বু জিনিয়া কে বা কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (৩) মাখিয়া কে বা সারদ্র (৪) বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥

বিস্তারি পাষাণে কে বা রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড়-কুসুম কে বা সুষম করিল রে,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

আদলি (৫) উপরে কে বা কদলি রোপিল রে,
ঐছন দেখি উরু-যুগ।
অঙ্গুলি উপরে কে বা দর্পণ (৬) বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

১। অঞ্জনের অপেক্ষা কালো খঞ্জন পাখীর ন্যায় তাহার চোখ। ২। স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য। ৩। হরিদ্রা। ৪। হরিদ্রাভ, পীতবর্ণ। ৫। কলসের নিম্নার্দ্ধভাগ (স্থালি, অর্দ্ধস্থালি সং অর্দ্ধ-ল ; তুঃ—আধলা, আধুলি) ; কলস-নিম্নার্দ্ধের ন্যায় নিতম্বের উপর কদলীতরু সদৃশ উরু। ৬। দর্পণ-সদৃশ নখ।

(১৫)

চিকণ কালা গলায় মালা,
বাজন-নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায়॥

কালিন্দীর কূলে কি আজ পেখলুঁ
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥

চান্দ-ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষত হাসি' মধুর বাঁশী
মধুর মধুর গায়॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বে হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী-জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥

শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল,
পিন্ধন পিয়ল বাস (১)।
রাতা উতপল (২) চরণ-যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী

১। পীতবাস। ২। রক্তপদ্ম

(১৬)

রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি (১)
কি দিঠি ঢুলাওনি ভাঁতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল
জর জর করু দিনরাতি॥
সজনি ইথে লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনম কলপ ফলে মিলল
দিঠি ভরি না হেরিলুঁ কান।
কত যে অমিয়া প্রতি বচনে উগারই
কুলবতি মোহন মন্ত।
সো হিয় লাগি রজনী দিন জারই
উহু উহু জীউ করু অন্ত॥
নিশি দিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল
ও গতি আধ আধ পায়।
হঠ করি মরমে মরমে মঝু পৈঠল
কহ সখি কোন উপায়॥
কিবা দেই চন্দন তিলক বনাওল
সো ভেল হৃদয়ক ফাঁদ।
বলরাম দাস কহ অব আর না রহ
কুলজা কুল-মরিজাদ।

—বলরাম দাস

১। রসালসে মন্দ মন্দ চাহনি, তাহার কটাক্ষ ভঙ্গিই বা কত। গরল মাখিয়া কি শেলই নিক্ষেপ করিল, হৃদয় দিন রাত্রি জর জর করিতেছে। সখি এইজন্যই প্রাণ কান্দিতেছে, কত কত জন্মের কামনা ফলে যদিই বা মিলিল, আঁখি ভরিয়া কানুকে দেখিতে পাইলাম না। প্রতি বাক্যে কত যে অমৃত উদ্‌গিরণ করে, কুলবতীগণের মোহনমন্ত্র সেই বাণী আমার হৃদয়ে লাগিয়া দিন রজনীকে জীর্ণ করিয়া তুলিল। উহু উহু জীবন শেষ করিল। নিশি দিন স্মরিয়া স্মরিয়া চিত্ত আকুল হইল। সেই স্মৃতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, তারপর জোর করিয়া মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। বল সখি এখন উপায় কি? চন্দন দিয়া কানুর ললাটে যে তিলক রচনা করিয়া দিল, সেই তিলক আমার হৃদয়ের ফাঁদ স্বরূপ হইল। বলরামদাস বলিতেছেন কুলবতীর কুলমর্য্যাদা আর থাকিবে না।

(১৭)

সজল জলদ অঙ্গ মনোহর
ছটায়ে চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া মনের আকুতি
অরুণ নয়ানে কহে॥

আজি কি পেখলুঁ বিনোদ নাগর
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ জলে॥

বৌলি মাল দিয়া কুন্তল টানিয়া
মউর পুচ্ছের ছান্দে।
রঙ্গিনী লোচন খঞ্জন বাঁধিতে
পাতিল বিষম ফান্দে॥

মকর কুণ্ডল রঙ্গে দোলয়ে
গণ্ড দর পন ভানে।
ভালে সে মদন তাহে বিস্মিত
গোবিন্দ দাস অনুমানে॥

—গোবিন্দদাস

(১৮)

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে ।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া ।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা ।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন ।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
হৃদয়ে পশিল রূপ পাঁজর কাটিয়া ।
জ্ঞানদাসের মনে রহিল জাগিয়া ॥

—জ্ঞানদাস

(১৯)

এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ। (১)
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল ॥
তা পর বেড়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা ॥
শাখা শিখর পর সুধাকর পাঁতি।
তঁহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তা পর কীর থীর করু বাস ॥
তা পর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তা পর সাপিনি ঝাঁপল মোড় ॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।
পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান ॥
ভনই বিদ্যাপতি হই রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান ॥

—বিদ্যাপতি

১। ওগো সখি এক অপরূপ দেখিলাম। শুনিলে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবে। দুইটী পদ্মের (চরণের) উপর চাঁদের (নখের পংক্তি) মালা। তাহার উপর তরুণ তমাল (দেহ)। তাহার উপর বিজুরি লতা (পীতাম্বর) সেই তমাল তরু কালিন্দী তীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখা শিখরে (করের অঙ্গুলিতে) সুধাকর পংক্তি (নখ সমূহ) তাহাতে রক্তাভ নবপল্লব (করতল)। দুইটি বিমল বিম্বফল (অধর) তাহার উপরে শুক পক্ষী (নাসিকা) স্থির হইয়া বাস করিতেছে। তাহার উপর চঞ্চল দুইটী খঞ্জন (চক্ষু) তাহার উপর ময়ূর (চূড়ার ময়ূর পুচ্ছ) সাপিনীকে (কুঞ্চিত কেশ কলাপ) ঝাঁপিয়াছে। ওগো রঙ্গিণি সখি তোমাকে নিশান (নিদর্শন) কহিলাম। দ্বিতীয়বার দেখিয়া আমি জ্ঞান হারাইয়াছি। বিদ্যাপতি এই রস বলিলেন। সুপুরুষের মর্ম্ম তুমিই ভাল জান।

(২০)

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ ॥

সজনি যব ধরি পেখলুঁ কান।
তবধরি জগভরি ভরল কুসুম শর
নয়নে না হেরিয়ে আন ॥

মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন্ মনোরথে আকুল
কিশলয়ে দলে করু দংশ ॥

অতয়ে সে মঝুমন জ্বলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল
অবহুঁ না মিলল কান ॥

—গোবিন্দদাস

ঢল ঢল সজল জলদের মত শোভাময় দেহ, তাহাতে মনোহর অলঙ্কারে সজ্জা। বিজলী চমক জিনিয়া আরক্ত আঁখির গতিভঙ্গি কুলবতীগণের লজ্জাকে দগ্ধ করিল। সখি, যখন হইতে কানুকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই মদনের বাণে ভুবন ছাইয়া ফেলিয়াছে, নয়নে কানু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। আমার মুখ দেখিয়া হাসিয়া দেহ ভঙ্গি করিল, হাতের বাঁশী খসিয়া পড়িল। না জানি কোন কামনায় আকুল হইয়া (আমার অধর চুম্বনের ইঙ্গিতে ?) কিসলয় দলে দংশন করিল। অতএব আমার মন অনুক্ষণ জ্বলিতেছে, চপলপ্রাণ কাঁপিতেছে, গোবিন্দদাস বৃথাই আশ্বাস দিলেন, কানু এখনও আসিল না।

দূতী সংবাদ

(১)

মাধবী-লতাতলে বসি'।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
হরি হরি যবে গেলি রাধা।
হাঁছি জেঠি না পড়িল বাধা॥
জল গেলে কি করিবে বাঁধে।
নিশি গেলে কি করিবে চাঁদে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিণু কি নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥

—ঘনশ্যাম দাস
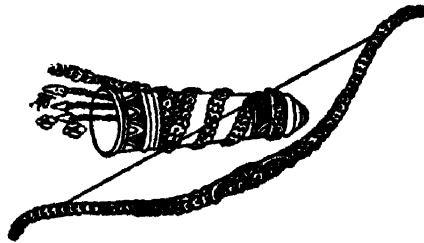
(২)

ধনি ধনি রমণি-জনম ধনি তোর (১)।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি' ঝুরয়ে,
সে তুয় ভাবে বিভোর ॥

চাতক চাহি' তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি' রহু চন্দা (২)।
তরু লতিকা- অবলম্বন কারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা (৩) ॥

কেশ পসারি' কবহুঁ তুহুঁ আছলি,
উর পর অম্বর আধা (৪)।
সো সব সুমরি' কাহ্নু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা (৫) ॥

হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর (৬)।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি,
পুন হেরি সখি কৈলি কোর (৭) ॥

১। ধন্য ধন্য তোমার রমণী-জন্ম ধন্য। ২। মেঘ চাতকের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইল এবং চন্দ্র চকোরের জন্য চাহিয়া আছে। ৩। আর তরু লতিকাকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র—এই সব বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে ধাঁধা লাগিয়াছে। ৪-৫। কবে তুমি এলায়িত কেশে বিস্রস্ত বাসে বসিয়াছিলে, কানু সেই সব স্মরণ করিয়া আকুল হইয়াছে। বল ধনি ইহার সমাধান কি? ৬-৭। হাসিবার ছলে কবে তুমি দশন দেখাইয়াছ। করে কর জুড়িয়া অঙ্গ মোড়া দিয়া কবে তুমি আপন বক্ষ দেখিয়াছিলে এবং পুনরায় দেখিয়া এক সখীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে।

"এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি,
জানি তোঁহে করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ, সো শূন-কলেবর,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

—বিদ্যাপতি

(৩)

চম্পক-দাম হেরি'   চিত অতি কম্পিত,
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে   জাগয়ে নিরন্তর,
ধনি ধনি (১) তোহারি সোহাগ ॥

বৃষভানু-নন্দিনী   জপয়ে রাতি দিনি,
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি   বোলয়ে মধুর-বাণি,
স্বপনে না পাতয়ে কান ॥

"রা" কহি, "ধা" পহুঁ   কহই না পারই,
ধারা ধরি' বহে লোর (২)।
সোই পুরুখ-মণি   লোটায় ধরণী পুন,
কো কহ আরতি ওর (৩) ॥

গোবিন্দদাস তুয়া   চরণে নিবেদল
কানুক এতহুঁ সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ   তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ (৪) ॥

—গোবিন্দদাস

১। ধন্য ধন্য। ২। প্রভু রাধা নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া 'রা' অক্ষরটুকু বলিয়া এমন ভাববিহ্বল হন যে শেষাংশ 'ধা' আর বলিতে পারেন না; 'রাধা' শব্দ উল্টাইয়া 'ধারা' হইয়া তাঁহার নয়ন হইতে নির্গত হয়। ৩। কে তাঁহার আর্ত্তি বা দুঃখের শেষ বর্ণনা করিতে পারিবে? ৪। নিশ্চয় জানিয়ো—তাঁহার দুঃখ খণ্ডনের উপায় কেবল তোমার প্রসাদ।

(৪)

শুন লো রাজার ঝি,
তোরে—কহিতে আসিয়াছি—
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি,
এ কাজ করিলা কি ॥

বেলি অবসান-কালে
কবে গিয়াছিলি জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥

দেখায়্যা বয়ান-চান্দে
তারে—ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ—তুরিতে আওলি, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি' কান্দে ॥

হৃদয় দরশি' থোরি—
করি তার মন চোরি।
কবিরঞ্জন কহিছে সুন্দরি,
কানু জিয়ায়বি মোরি ॥

—কবিরঞ্জন

দূতী সংবাদ

(১)

অতি আগেয়ানী কুলের কামিনা
সহজে আকুল হিয়া।
আঁখির ঠারে পাগল করিলে
কি জানি কি মন্ত্র দিয়া ॥
শ্যাম বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
কুল বৌহাড়ীরে ঘর ছাড়াইলে
কি হবে তোমার লাভ ॥
কিসের রঙ্গে এত না ভঙ্গে
অঙ্গ দেখাইয়া হাঁট।
কথার ছলে ভিতরে পশিয়া
পাঁজরে পাঁজরে কাট ॥
সদাই হাস লাজ না বাস
না বুঝি তোমার কাজ।
তব এই রীতে যত কুলবতী
কুলেতে পাড়িলে বাজ ॥
জাতি কুল শীল সব মজাইলে
মরুক কুলের নারী।
বলরাম বোলে এ দারুণ চিতে
তভু পাসরিতে নারি ॥

—বলরাম দাস

(২)

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখণ ধরণী শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখল তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥
নয়ন কমলে জল গলয়ে সদাই।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গাই॥
তঁহি যদি প্রিয় সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয় উতরোল॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয় অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘন শ্যামর দাস॥

—ঘনশ্যাম দাস

(৩)

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে (১)
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জ্বলু অন্তরে
জাবন রহু কিয়ে যাব॥

মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥

কহত সম্বাদ কহই না পারই
কাহে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী শয়নে কত মিটব
সুতনু অতনু শর জ্বালা॥

কালিন্দী কুল কদম্বক কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দ দাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী॥

—গোবিন্দদাস

১। দূর হইতে তোমার অপরূপ রূপ দেখিয়া লোচন এবং মন দুইই (তোমার অনুসন্ধানে) ছুটিয়াছে। এখন তোমার স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে। মাধব তোমাকে ইঙ্গিতে আর কি বুঝাইব। পতঙ্গী যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, প্রেমে অজ্ঞান ধনীও তেমনই তবলাভ কামনার আগুনে পুড়িতেছে (তোমার প্রেমে জ্ঞান হারাইয়া বিরহ দহনে প্রবেশ করিয়াছে)। সম্বাদ বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে পারে না। বালা কাহাকে বিশ্বাস করিবে। অনুখণ ধরণীশয়নে (ধূলিশয্যায় শুইয়া তোমার ক্রোড়ে ভিন্ন) সেই সৌন্দর্য্য-ময়ীর মদন বেদনা আর কত মিটিবে? কালিন্দীতীর আর কদম্ব কাননের নামে নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন মাধব, সেই রমনীরত্ন এখন কিরূপে বাঁচিবে।

(৪)

লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার, হৃদয়-মণি শ্যামর,
শ্যামর সখী করু কোর (১) ॥

মাধব, ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি মতি উমতায়লি (২),
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥

মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর,
ঝামর (৩) মুখ-অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি (৪) লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ ॥

মনমথ-সাগর- রজনি উজাগর (৫),
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব (৬)—
মিলবহি নন্দকিশোর ॥

—গোবিন্দদাস

১। রাধার সখী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—রাধা শ্যাম-রূপে এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে চক্ষে কেবল শ্যামল সামগ্রীই দর্শন করেন, বাক্যে কেবল শ্যাম-নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার কণ্ঠহার শ্যামল, হৃদয়মণি শ্যামল, এবং শ্যামলবর্ণা সখীদের তিনি আলিঙ্গন করেন। ২। অচপল কুলনারীর মন উন্মত্ত করিয়া তুলিলে। ৩। মলিন, শুষ্ক। ৪। অশ্রুতে। ৫। উজ্জ্বল। ৬। কত আর আশ্বাস দিবে।

(১)

জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর (১)।
শেজ তেজি উঠয়ি নন্দকিশোর (২)॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি (৩)।
অবধি না পাওত ছুটল রাতি (৪)॥
জলধর রুচিহর শ্যামর কাঁতি।
যুবতি মোহন বেশ ধরু কত ভাতি॥
ধনি অনুরাগিণি জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান॥
পরনারী পিরিতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥
কুসুমিত কানন কালিন্দি তীর।
তাঁহা চলি আওল গোকুল বীর॥
শেখর পন্থপর মিলল যাই।
আনলি নাগর ভেটলি রাই॥

—রায় শেখর

১-৪। ঘরে পরে সকলেই ঘুমাইয়াছে জানিয়া নন্দকিশোর শয্যা তেজিয়া উঠিলেন গগনে নক্ষত্র পাঁতি হেরিয়া কত রাত্রি গত হইল স্থির করিতে পারিলেন না।

(২)

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি চন্দ্রক
অলকাবলিত লম্বিতানন চান্দ ॥

আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥

মধুরাধর হাস মনোহর তহি অতি
সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙ্গ বিভঙ্গিম কুটিল নেহারই
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥

গজ গতি ভাতি গমন অতি মন্থর
মঞ্জীর বাজত রুণুঝুনিয়া।
হেরইতে কোটি মদন মুরছায়ই
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিয়া ॥

—গোবিন্দদাস

(৩)

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম ভাষ ॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ ॥
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত কুঞ্জহি মাঝ ॥
কিশলয় পুঞ্জহি শেজবর কেল (১)।
তঁহি বৈঠি পুন তরখিত ভেল (২) ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
সুন্দরি অবহুঁ নহলি আগুয়ান ॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥

—গোবিন্দদাস

১-২। কিশলয় পুঞ্জে শয্যা রচনা করিল। তাহাতে বসিয়া পুনরায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

(৪)

চলিলা রসিকরাজ ধনী ভেটিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে উথলল মদন তরঙ্গ॥
শীতল নিকুঞ্জ বনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনী মুখ নিরখিতে পহুঁ ভেল সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
ঘন ঘন চুম্বই বিদগধরাজ॥
অচেতনী রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত তাপ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ দুহুঁ মিলনে সুখের নাহি ওর॥

—নরোত্তম দাস
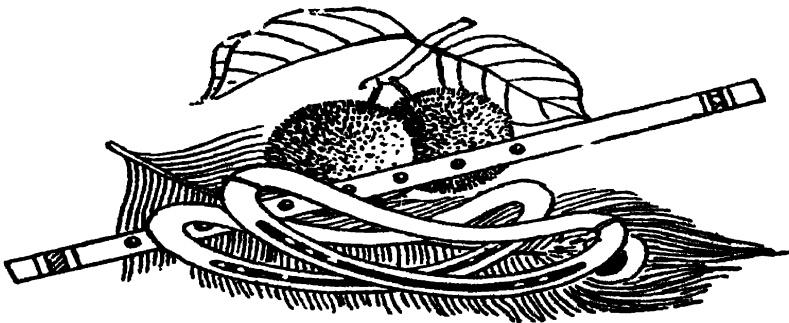
(১)

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি' (১)।
গাগরি-বারি ঢারি' করি' পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি' (২)॥
হরি অভিসারক লাগি'।
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি' (৩)॥
কর-যুগে নয়ন মুন্দি' চলু ভাবিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
মণি-কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে (৪)॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন (৫)।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ (৬)॥

—গোবিন্দদাস

রাধা অভিসারে যাইবেন। তাঁহাকে কাঁটাপথে, পিছল পথে, অন্ধকারে যাইতে হইবে; তাই তিনি বাড়ীতে থাকিয়াই সেই যাওয়া অভ্যাস করিতেছেন—১। কাঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর চলিতেছেন, পাছে পায়ের নূপুর শব্দ করে তাই কাপড়ে নূপুর বাঁধিয়া নিঃশব্দে চলা অভ্যাস করিতেছেন। ২। কলসী হইতে জল ঢালিয়া পিছল পথে চলিতেছেন। ৩। রাধা রাত্রি জাগিয়া দুস্তর বা দূরতর পথ যাওয়ার সাধনা করিতেছেন। ৪। নিজের হাতের কঙ্কণ দক্ষিণা দিয়া তিনি সাপের ওঝার কাছে সাপের মুখ বন্ধ করার ঔষধ ও মন্ত্র শিখিতেছেন, যেন অন্ধকারে সাপে দংশন না করে। ৫। গুরুজনের কথা তিনি কালার মতন শোনেন এক তো বলেন অন্যরকম। ৬। আর পরিজনের নিন্দা-তিরস্কার তিনি মুগ্ধার ন্যায় শুনিয়া হাসেন, কারণ শ্যামের জন্য সকল দুঃখ সহাতেও তাঁহার অসীম সুখ।

(২)

তিমিরাভিসার

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি' চমকি' ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই',
কর দেই' ফণি-মণি ঝাঁপ (১)॥

মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জাবই বহু পুণ-ভাগ (২)॥

যো পদতল থল- কমল-সুকোমল
ধরণী-পরশে উপচঙ্ক (৩)।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক॥

মন্দির-মাঝ সেজ নাহি তেজত,
দেহলি (৪) মানয়ে দূর।
অব কুহু-যামিনী (৫) চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর (৬)॥

—গোবিন্দদাস

১। যে ধনি দেওয়ালের ভিত্তি-গাত্রে চিত্রিত সর্পছবি দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইত, সে এখন অন্ধকারে আপনার তনু গোপন করিয়া হাত দিয়া ফণীর মাথার মণি চাপা দেয় যেন মণির আলোকে তাহাকে দেখা না যায়। ২। বহুপুণ্য-ভাগ্যে জীবিত আছে। ৩। শঙ্কিত। ৪। দেউড়ি, বাহিরের দরজা। যে বাড়িতে শয্যা ত্যাগ করিয়া এক পা হাঁটে না, যাহার কাছে অন্দরমহল হইতে দেউড়ি পর্য্যন্ত যাওয়াই দূরপথ-পর্য্যটন-তুল্য ক্লেশকর বোধ হয়। ৫। অমাবস্যা-রাত্রিতে। ৬। স্পষ্ট করিয়া, ফুটিয়া।

(৩)

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত,
পহিরণ নীল নিচোল॥

সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি'
নব অনুরাগে গোরী ভেলি শ্যামরী,
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি (১)॥

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত (২),
নীল তিমিরে চলু গোই' (৩)।
নীল নলিনী জনু শ্যামর (৪) সায়রে
লখই না পারই কোই (৫)॥

নীল ভমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল—
রাই চললি অভিসার॥

—গোবিন্দদাস

রাধা অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারে যাইতেছেন, তাই আত্মগোপন করিবার জন্য তাঁহার কৃষ্ণ বেশ ও সজ্জা। ১। অমাবস্যা রাত্রির ভয় পলাইল। ২। কপালদেশে, কপোল-পার্শ্বে হিল্লোলিত। ৩। গোপন করিয়া ৪। শ্যামল, শ্যামবর্ণ। ৫। নীল পদ্ম শ্যামল সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, শ্যামলতাতে শ্যামলতা মিশিয়া যাওয়াতে কেহই তাহার অস্তিত্ব ও অবস্থান লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না।

(৪)

বর্ষাভিসার

মন্দির বাহির কঠিন কুপাট (১)।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

—গোবিন্দদাস

১। মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট, (মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ)। পঙ্কিল পথ প্রতিপদে আশঙ্কা জনক। তাহাতে অতি দুঃসহ বৃষ্টির বেগ। নীল নিচোলেই (বস্ত্র) কি বারি নিবারণ করিবে? সুন্দরি কিরূপে অভিসার করিবে? হরি মানসগঙ্গার পারে আছেন। ঘন ঘন ঝন ঝন শব্দে বাজ পড়িতেছে। শুনিতেই শ্রবণ এবং মর্ম্মস্থল জর্জ্জরিত হইতেছে। দশদিকে বিদ্যুতের বহ্নিজ্বালা। দেখিলেই চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সুন্দরি, এসময় যদি গৃহ-ত্যাগ কর, প্রেমের জন্য দেহের মায়া ছাড়িতে হইবে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহার আর বিচার কি, যে বাণ (ধনু ত্যাগ করিয়া) ছুটিয়াছে, তাহা কি আর যত্ন করিলেও নিবারিত হইবে, (ফিরিয়া আসিবে বা থামিবে)?

(৫)

কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ (১)
তাহে কি কাঠ কি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা॥

সহচরি মুঝে পরিখণ কত দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥

যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥

—গোবিন্দদাস

১। কুলমর্য্যাদারূপ কপাট উদ্‌ঘাটন করিলাম, তাহাতে কাঠের কপাটের আর বাধা কি? নিজের (নারীত্বের) মর্য্যাদারূপ অপার সিন্ধু পার হইয়া আসিলাম, তাহার নিকট ক্ষুদ্র তটিনী কি এতই অগাধ? সহচরি, আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। যেরূপ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে হরি আমার পথ চাহিয়া আছেন, তাহা স্মরিয়া স্মরিয়া মন কাঁদিতেছে। যাহার উপর কোটী কুসুমশর বর্ষিত হয়, তাহাকে কি মেঘের জল লাগে? প্রেমের দহনে যাহার হৃদয় পুড়িতেছে, বজ্রের আগুনে তাহার কি করিবে? যাহার পদতলে আপন প্রাণ সঁপিয়াছি, তাহার নিকট কি আর দেহের মায়া? গোবিন্দদাস বলিতেছেন ধনি অভিসার কর, সহচরী জ্ঞান পাইল (শিক্ষা লাভ করিল)।।

(৬)

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই (১)॥

আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥

সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

—রায় শেখর

১। প্রবল বায়ু বহিতেছে। বলগই—আবর্ত্তিত হইতেছে।

(৭)

রযনি কাজর বম, ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার (১)।
গরজ তরজ মন রোসে বরিস ঘন (২)
সংসঅ পড় অভিসার ॥

সজনী, বচন ছড়ইতে মোহি লাজ।
জো হোএ সে হোঅও বরু, সবে হমে অঙ্গিকরু (৩)
সাহস মন দেল আজ ॥

আপন অহিত-লেখ কহইতে পরতেখ
হৃদয়ক ন পাইঅ ওর (৪)।
চাঁদ হরিন-বহ রাহু-কবল-সহ,
পেম পরাভব থোর (৫) ॥

চরণ বেঢ়িল (৬) ফণি,— হিত কএ মানিল ধনি—
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছঞো তোহি সরুপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওর ॥

১। রজনী কাজল বমন করিতেছে অর্থাৎ অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিয়াছে, ভীষণ সর্প, দুর্বার বজ্রাঘাত হইতেছে। ২। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মনে ত্রাস জন্মাইয়া কুপিত মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। ৩। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে আমার লজ্জা হয়। যাহা হইবার তাহা হোক বরং সবই আমি অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। ৪। সীমা, শেষ। আপনার অহিত গণনা (ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নির্ণয়) করিতে হৃদয়ের সীমার শেষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না (আপন অহিত গণনা হৃদয়ের সীমায় স্থান পায় না)। ৫। চন্দ্র হইতেছে মৃগাঙ্কলাঞ্ছিত কলঙ্কিত এবং রাহুর গ্রাস সহ্য করে, কিন্তু প্রেমের পরাভব অল্প, অল্প অর্থাৎ প্রেম পরাভব স্বীকার করে না ও কলঙ্ককেও গ্রাহ্য করে না। ৬। বাঁধিল, বেষ্টন করিল।

ঠামহি রহিঅ ঘুমি', পরসে চিহ্নিঅ ভুমি,
দিগমগ উপজু সন্দেহ (৭)।
হরি হরি শিব শিব তাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ (৮)॥

ভনই বিদ্যাপতি— সুনহ সুচেতনি,
গমন ন করহ বিলম্বে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরাএন
সকল-কলা-অবলম্বে॥

—বিদ্যাপতি

৭। আমি ঘুরিয়া একস্থানেই রহি (ফিরিয়া আসি), স্পর্শ দ্বারা ভূমিকে চিনি, এবং সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া চিত্ত দোলায়মান হয়। ৮। প্রেম উদ্গম হইবার (প্রেমে পড়িবার) পূর্ব্বেই যেন মৃত্যু ঘটে।

(৮)

নব অনুরাগিণি রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মঁণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি (১)।
পন্থহি তেজলি সগরি॥
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি' চলি' যায়॥
যামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার॥
বিঘিনি-বিথারল বাট (২)।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি-মতি জান।
ঐসে না হেরিয়ে আন॥

—বিদ্যাপতি

১। মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী। ২। বিঘ্ন-বিস্তীর্ণ পথ
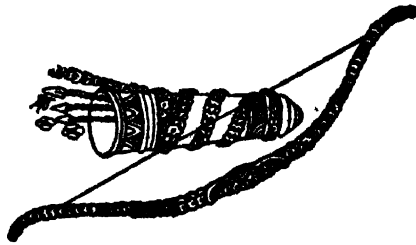
(৯)

জ্যোৎস্নাভিসার

কি কহব রাইক হরি-অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোভব জাগ॥
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি।
অভিসরু শারদ পূণমিক রাতি॥
ধবল বসন তনু চন্দন-পূর।
অরুণ অধরে ধরু বিশদ (১) কপূর॥
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার।
কণ্ঠে বিলম্বিত মোতিম-হার॥
কৈরবে (২) ঝাঁপল করতল-কাঁতি।
মলয়জ-চন্দন বলয়কো পাঁতি॥
চান্দকি কৌমুদী তনু নহে চিন।
যৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন॥
ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ।
চরণে শরণ করু যামিনী আধ॥
গোপালদাস কহে—সুচতুরী গোরী।
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী (৩)॥

—গোপালদাস

রাধা শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাতে অভিসারে চলিয়াছেন; নিজেকে গোপন করিবার জন্য তিনি শুভ্রবেশ ধারণ করিতেছেন, যাহাতে শুভ্র জ্যোৎস্নার সহিত তিনি একাকার হইয়া মিলিয়া যান। ১। শুভ্র। ২। কুমুদ-ফুল, নাল-ফুল, সাপ্‌লা। ৩। সুচতুরা গৌরী তুলা দিয়া নূপুর ও রসনার মুখ পূর্ণ করিয়া চলিলেন।

(১০)

কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভূল।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহা বূর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস (১)॥

—গোবিন্দদাস
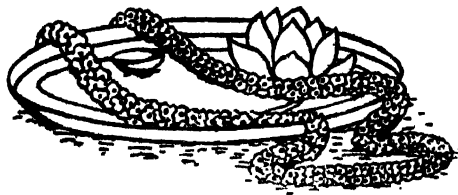
১। রাধা জ্যোৎস্না রাত্রে অভিসারে চলিয়াছেন; জ্যোৎস্না শুভ্রবর্ণ, তাহার সঙ্গে একাকার করিবার জন্য রাধা সর্ব্বাঙ্গে শুভ্রবেশ ধারণ করিতেছেন। কুন্দকুসুম দিয়া কালো চুল, মুক্তা-মালা দিয়া বক্ষ, চন্দন ও কর্পূর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার পরিজনেরা তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। জ্যোৎস্না মগ্না সর্ব্বশুক্লা রাধাকে দেখিয়া মনে হইল যে রাঙের পুতুলকে কে পারদে ডুবাইয়া দিয়াছে। মনোরথ পূর্ত্তির জন্য তাঁহার যাত্রা, গুরুজনেরা কণ্টক হইয়াও কি করিতে পারে? সম্ভোগ-সজ্জার কীর্ত্তির তুল্য শুভ্রকান্তি-বিশিষ্টা রাধা নিকুঞ্জে প্রিয়ের সহিত মিলিতা হইলেন।

অভিসার—
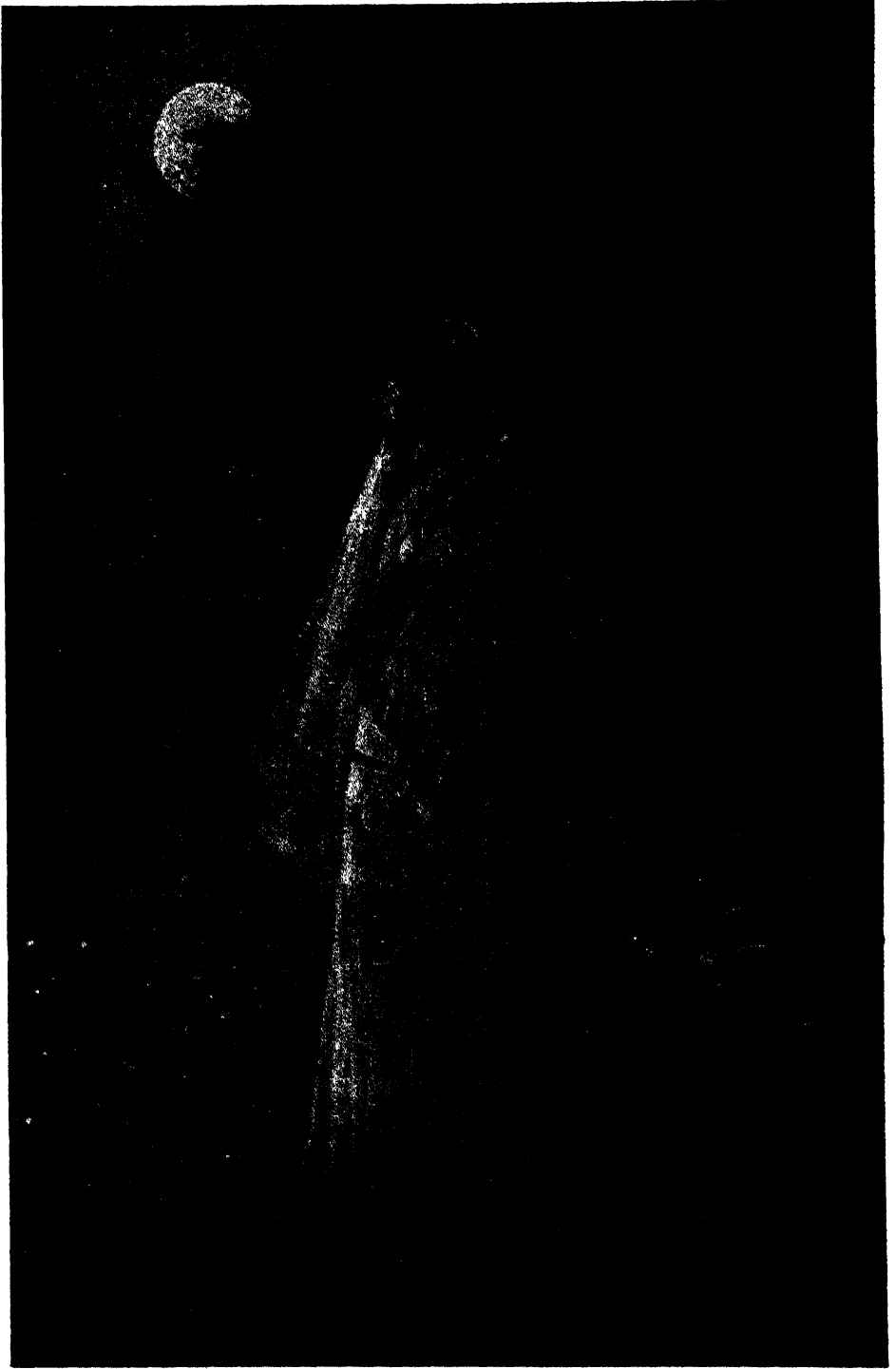
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি॥

পৃষ্ঠা—৯৬

(১১)

শিশিরাভিসার

হিমকর কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার ॥
চলিলা রমণী ধনী আকুল চিত।
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে উপনীত ॥
না দেখিয়া তঁহি বর নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ ॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারি।
আয়লুঁ কুলবতী চরিত উঘারি ॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ ॥
কহ কবি শেখর সুন্দরি রাই।
ধৈরয ধর হাম আনব যাই ॥

—রায় শেখর

(১২)

দিবাভিসার

দরশন আশে তুয়া পন্থ নেহারি।
যামুন কুঞ্জে রহল বনওয়ারি ॥
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
অহ অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ ॥
তুঁহু ধনি সহজহি পদুমিনী জাতি।
তোহার বিলাস উচিত নহে রাতি ॥
ভুখিল জন যদি না পায়ব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন ॥
আরতি রতি দুহুঁ নহে সমতুল।
গাহক আদর সবহুঁ বহুমূল ॥
পদুমিনী নায়রি যদুমণি নাহ।
কহ কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥

—কবিরঞ্জন

(১৩)

মাথহিঁ তপন, তপত-পথ-বালুক,
আতপ-দহন বিথার (১)।
নোনিক পুতলি তনু, চরণ কমল জনু,
দিনহিঁ কয়ল অভিসার ॥

হরি হরি! প্রেমক গতি অনিবার!
কানু-পরশ-রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার ॥

গুরুজন-নয়ন- পাশগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি (২)।
তা পয়ে মেলি' চললি বররঙ্গিণী
পতিগেহ-নীতহি ভুলি' (৩) ॥

যত যত বিঘনি (৪) জিতলি অনুরাগিণী,
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই—অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র (৫) ॥

—গোবিন্দদাস

১। বিস্তার। ২। বাতাসে ধূলা উড়িতেছে, তাহাতে রাধার গুরুজনদিগের দৃষ্টিরূপ বন্ধন বারণ হইয়া গিয়াছে। ৩। তাহার সহিত অর্থাৎ সেই ধূলার সহিত নিজেকে মিলাইয়া আত্মগোপন করিয়া এবং পতিগৃহের নীতি অর্থাৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ভুলিয়া সেই বররঙ্গিণী অভিসারে চলিলেন। ৪। বিঘ্ন। ৫। হরির সহিত রাধার এখন রসের সাধনা হোক।

(১৪)

শ্রীরাধার সর্ব্বকালোচিত অভিসার

সাজল ধনি চন্দ্রবদনী
শ্যাম-দরশ-আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণী সব
ঘেরল চারি পাশে॥

তরুণারুণ চরণ-যুগল
মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জ পুঞ্জ
গুঞ্জরে মধু-লোভে॥

কুম্ভি-কুম্ভ (১) জিনি' নিতম্ব,
কেশরী-খিণ-মাঝে।
লীলাঞ্চিত পট্টাম্বর,
কিঙ্কিণী তহি বাজে॥

বাহু-যুগল থির বিজুরি
করি-শাবক-শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ (২), মণি-কঙ্কণ,
নখরে শশীখণ্ডে (৩)॥

হেমাচল কুচ-মণ্ডল,
কাঁচলি তহি মাঝে।

১। হস্তীর মাথার দুইটি কুম্ভ সদৃশ ঢেউ। ২। সোনার অঙ্গদ বা বাহুর অলঙ্কার, অনন্ত, তাগা, তাড়। ৩। নখগুলি চন্দ্রখণ্ডের ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর।

চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত-দমন (৪)
কণ্ঠে কর্ণে সাজে ॥

জাম্বুনদ (৫) হেম-যুত
মুকুতাফল-পাঁতি।
ফণি-মণি-যুত দাম-শোভিত (৬)—
দামিনী সম ভাঁতি ॥

বিম্বুফল নিন্দি' অধর,
দাড়িম-বীজ দশনে।
বেসর তহি নোলকে ঝলকে
মন্দ মন্দ হসনে ॥

নাসা তিল- ফুল-তুল,
বাঁধে কবরা ছান্দে (৭)।
মদন-মোহন- মন-মোহিনী
সাজলি তহি রাধে ॥

কপাল-লোল অলকাবলি (৮),
সিন্দূর শুভ সাজে।
চন্দন-পাশে বিন্দু বিন্দু
মৃগমদ (৯) সহ রাজে ॥

নব-যৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন-মাঝে।
মাধব চিত রচিত গীত—
মিলল নাগর-রাজে ॥

—মাধব

৪। অন্ধকার-দমন-কারী চন্দ্রকান্ত মণি। ৫। স্বর্ণ। ৬। সাপের মাথার মণিতে গাঁথা মালা। ৭। নাসা তিলফুলের তুল্য, এবং কবরী বিশেষ ছাঁদে বাঁধা। ৮। কপালে অলকাবলী ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ৯। মৃগনাভি, কস্তুরী।

(১৫)

ধনি ধনি বনি অভিসারে (১)।

সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী

সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥

চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর

মকরন্দ পান-কি লোভে।

সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত

যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে ॥

কনকলতা জিনি' জিনি' সৌদামিনী

বিধির অবধি রূপ সাজে (২)।

কিঙ্কিণী-রনরনি বঙ্করাজ (৩)-ধ্বনি

চলইতে সুমধুর বাজে ॥

হংসরাজ জিনি' গমন সুলাবণি (৪)

অবলম্বন সখি-কাঁধে।

অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জ বনে

পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে ॥

—অনন্ত দাস

১। ধন্য ধন্য ধনিকা রাধিকা অভিসারে সজ্জিত হইলেন। ২। বিধাতার নির্ম্মাণ-ক্ষমতার শেষ-সীমাপ্রাপ্ত রূপ ; বিধাতার চূড়ান্ত রূপ-সৃষ্টি। ৩। বাঁক-মল। ৪। সুলাবণ্যময়।

(১৬)

দেখ রাই করত অভিসার।
শিরিষ-কুসুম জিনি' কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার ॥

সম বয় বেশ ভূষণে ভূষিত তনু
সখিগণ সঙ্গহি মেলি (১)।
গজপতি নিন্দি' গমন সুমন্থর
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি ॥

যো থল-কমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক (২)।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা (৩)
ডারত ভই নিশঙ্ক ॥

ঐছন ভাঁতি (৪) মিলল বরনাগরী
কুঞ্জ মহা (৫) চলি' গেল।
হেরি' রাধামোহন উলসিত লোচন
আনন্দ-সাগরে ডুবি' গেল ॥

—রাধামোহন ঠাকুর

১। সমান বয়সের, সমান বেশের ও সমান ভূষণে ভূষিত সখীগণে বেষ্টিত হইয়া তিনি আত্মগোপন করিয়া চলিলেন। ২। স্থলকমল সদৃশ রাধার চরণ অতি কোমল স্পর্শেও ক্লিষ্ট ও সন্ত্রস্ত হয়, তাহা এখন নিঃশঙ্কে যেখানে-সেখানে কঠিন ধরণীর উপরে পড়িতেছে। ৩। মধ্যে। ৪। ঐ প্রকারে। ৫। মধ্যে।

(১৭)

রাই সাজে, বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল।
কি করিতে কি না করে, সব হৈল ভুল (১) ॥
মুকুরে আঁচড়ি' রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥
করেতে নূপুর পরে, জঙ্ঘে পরে তাড় (২)।
গলাতে কিঙ্কিণী (৩) পরে, কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে, নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা (৪) ॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥
বংশীবদনে কহে—যাঙ (৫) বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লইয়া মরি ॥

—বংশীবদন
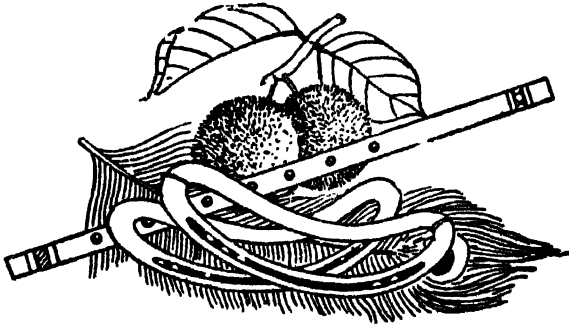
১। বাঁশীর শব্দে ব্যস্ত হইয়া রাধা উন্মনা হইয়াছেন এবং ত্বরা হেতু তাঁহার বেশবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। ২। বাহুর অলঙ্কার, তাগা, অনন্ত। ৩। কটির অলঙ্কার, গোট। ৪। বাঁকমল, পাঁয়জেব। ৫। আমি যাই।

(১৮)

ছদ্মবেশে অভিসার

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি'।
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডল লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি যৌতুন নেহ।
হেরি' হেরি' সুন্দরী পড়ঁলি সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে পরকার (১)।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধম্মিল লোল ঝূট করি বন্ধ (২)।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু ভেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয় করি' লেল (৩)॥
ঐসন মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি' না চিহ্নই নাগর-রাজ (৪)॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
ভনই বিদ্যাপতি—সুন বরনারী।
দুধ-সমুদ জনু রাজ-মরালী (৫)॥

—বিদ্যাপতি

১। কামিনী কতপ্রকার চেষ্টা করিলেন। ২। খোঁপা খুলিয়া ঝুঁটি করিয়া বাঁধিলেন। ৩। রাধা পুরুষের মতন কাপড় পরিলেন, এবং একটি বাদন-যন্ত্র বুকে লইয়া বক্ষ আবৃত করিলেন। ৪। কৃষ্ণ পুরুষবেশা রাধাকে চিনিতে পারিলেন না। ৫। কৃষ্ণ যখন রাধাকে আলিঙ্গন করিলেন তখন যেন শুভ্র দুগ্ধ-সমুদ্রে রাজহংস ভাসমান হইল।

(১)

তুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেল॥
তুহুঁ জন নয়ন হোয়ল যব থির।
তুহুঁ মুখ তুহুঁ হেরি ঢরকত নীর॥
করে ধরি রাই লই বসাওল বামে।
পীতবাসে মোছই রাই মুখ ঘামে॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস।
আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস

(২)

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনীদল গঞ্জে ।
ও তনু নবঘন সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনী পুঞ্জে ॥

দেখ দেখ রাধা মাধব জোরি ।
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ পুলকায়িত
দুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি ॥

ও নব নাগর সব গুণে আগোর
ইহ যে কলাবতী সীম ।
ও অতি চতুর শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহি গরিম ॥

মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম গোরী তনু
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর ।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ মন ভোর ॥

—শ্রীবল্লভ

(৩)
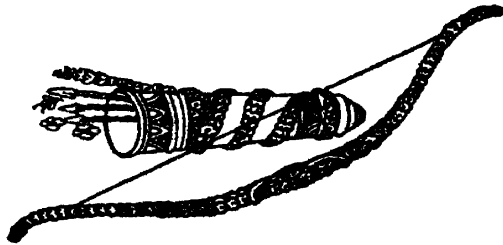
তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল॥
রাই কানুরূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে তুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥

—অনন্তদাস

মিলন—
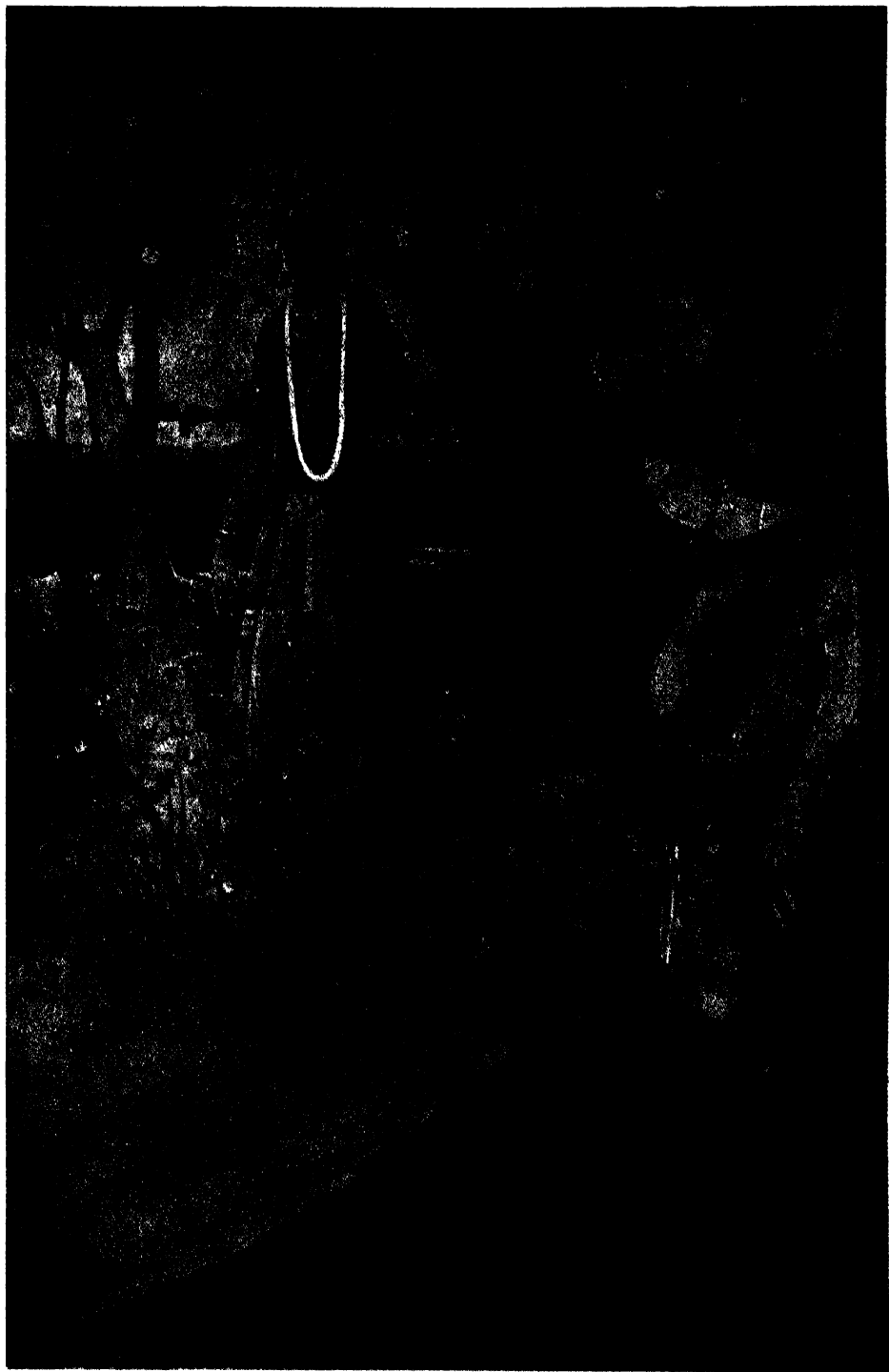
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল
আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেল ॥

পৃষ্ঠা—১০৬

(৪)

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে থির॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

—চণ্ডীদাস দ্বিজ
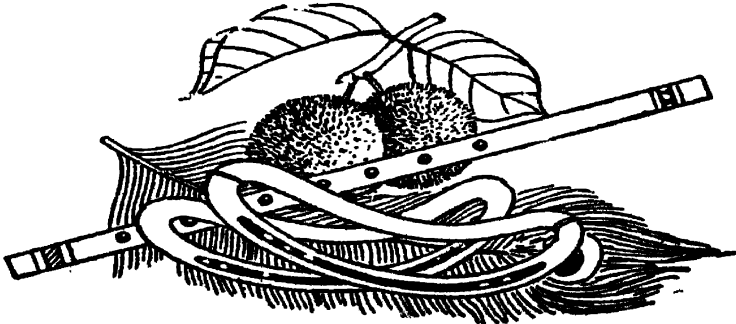
(১)

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বোলে শারী হে আমরা বন পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদনে বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

—বংশীবদন
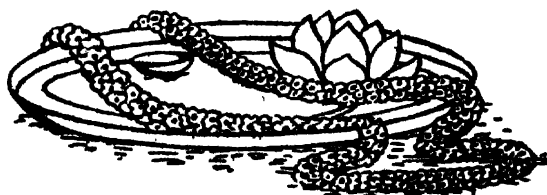
(২)

প্রাণনাথ কি আজু হৈল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ অভরণ।
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী।
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি॥

—বসু রামানন্দ

(৩)

প্রাণনাথ, পরাণ কেমন করে ।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে যাব ঘরে ॥

পুরুবে যতেক করিলুঁ সুতপ—
তপের নাহিক সীমা ।
সেই-সব তপ বিফল নহিল,
তেঞি সে পাইলুঁ তোমা ॥

মৃগমদ বলি' ঝাঁপিয়া কাঁচলি
রাখিব হিয়ার মাঝে ।
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া
রাখিব লোকের লাজে ॥

কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে
রাখিব যতন করি' ।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া
দেখিব নয়ান ভরি' ॥

যদি কদাচিত হয় জানাজানি,—
কহিব বেকত করি' ।
সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত—
কহে দাস নরহরি ॥

—নরহরি দাস

(৪)

পদ আধ চলত, খলত (১) পুন বেরি।
পুন ফেরি' চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি'॥
দুহুঁজন-নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই' রোই' সখীগণ চলই না পার॥
খেনে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তলভার॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোর হি বসন ভিগায়॥
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ।
পীত বসনে সব গোপই দেহ॥
আপাদ-বদন সব বসনে বেয়াপি'।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি'॥
নিজ মন্দিরে ধনী আওলি দেখি।
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥
ত্বরিতহি পৈঠলি (২) মন্দির-মাঝে।
শুতলী সুন্দরী আপন শেযে (৩)॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরামদাস॥

—বলরামদাস

১। স্খলিত। ২। প্রবেশ করিল। ৩। শয্যায়।

(৫)

ননদিনী রস-বিনোদিনী,
ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ধ্রু ॥

"ঘরের ঘরণী জগত-মোহিনী
প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ,—
কিসে বিলম্ব করিলি ?"

"প্রত্যূষ বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভ্রমর-দংশনে (১) মৈলুম ॥

কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥

সীথের সিন্দুর নয়নের-কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর
দারুণি পদ্মের নালে ॥"

১। রাধা অভিসারে গিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছেন; তাঁহার ননদিনী কুটিলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের অঙ্গের অভিসার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গোপন করিতেছেন।

কুলের কামিনী ফুলের নিছনি,
কুলে নাহিক সীমা।
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে (২)—
জগৎ-মোহিনী বামা॥

—আলাওল

২। মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় আলওয়াল কবি বলিতেছেন।

(১)

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি (১)।
কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরি ॥
আনন হেম সরোরুহ ভাস।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোর।
সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর তরু বাস ॥
বাঁধুলি মিলিত অধর মধু হাসা।
মুকুলিত কুন্দ কুমুদ পরকাশা ॥
সব তনু ফুটল চম্পক গোর।
পাণিক তল থল কমল উজোর ॥
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান।
পূজই পশুপতি নিজ তনুদান ॥

—গোবিন্দদাস

১। গৌরি, কেন তুমি কাননে কুসুম চয়ন করিতেছ, তোমার সারা দেহই তো কুসুমে নির্ম্মিত। বদন স্বর্ণপদ্ম তুল্য, সৌরভে শ্যাম ভ্রমর আসিয়া পাশে উপস্থিত হইয়াছে। নয়ন দুইটী নীল পদ্ম, কেমন সহজে শ্রবণ প্রান্ত পর্য্যন্ত শোভা পাইতেছে। সুললিত নাসা অপরূপ তিলফুল, পরিমলে পারিজাতগন্ধকে জয় করিল। বাঁধুলী মিলিত অধরে মধুর হাসি, যেন কুন্দ কুমুদের মুকুল প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র তনুটীতে যেন স্বর্ণ চম্পক ফুটিয়া রহিয়াছে। করতল উজ্জ্বল স্থলকমল। অতএব গোবিন্দদাস অনুমান করিতেছেন তুমি নিজ তনুদানে পশুপতি (এক পক্ষে শিব অপর পক্ষে কৃষ্ণ) পূজা কর।

(২)

শ্রীরাধিকার উত্তর

পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী (১)।
স্বামি বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥
তেঁ রূপ যৌবন একু নহে ঊন।
বিদগধ নাহ না হোয়ে বিনি পুণ ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরি একন্ত ॥
সহজে বধূজন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন ॥
না মিলল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়লুঁ এহি ঠাম ॥
আয়লুঁ দূর পূরব নিজ সাধে।
একলি বলি করহ জনি বাধে ॥
তুহুঁ যৈছে গৌরী আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমাণ ॥

—গোবিন্দদাস

১। পতি অতি দুর্ম্মতি, কিন্তু আমি কুলনারী, স্বামী ব্রত তো ছাড়িতে পারি না। তাহাতে আমার রূপ যৌবন কোনটাই কম নহে। (ইহা বিদগ্ধ পতিরই যোগ্য) আবার বিনা পুণ্যে বিদগ্ধ পতিও পাওয়া যায় না। অতএব ওগো হরি, পথ দেখাও, আমি একান্তে হর-গৌরী পূজা করিব (পক্ষান্তরে আমি গৌরী নির্জ্জনে তোমার সেবা করিব)। আমি বধূজন, সহজেই গতিমতি হীন। ঘর হৈতে বাহিরের পথ চিনি না। বনে বনে আর কাহারো দেখা পাইলাম না। তোমার মুরলী অনুসরণে এখানে আসিলাম। নিজ সাধ পূর্ণ হইবে বলিয়া দূরে আসিয়াছি। একাকিনী পাইয়া কোনরূপ ব্যাঘাত করিও না। (অর্থাৎ বনে অন্য কেহ নাই, গৃহ হইতে দূরে আসিয়াছি, স্থান নিরালা, আমিও একাকিনী, অতএব নিশ্চিন্ত বিলাসে আমার সাধ পূর্ণ কর)। গোরি, তুমি যেরূপে কানুর আরাধনা করিলে গোবিন্দদাস তাহার সাক্ষী।

(১)

মুরলি মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ (১)।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লুঁ
সহই না পারি বিরাগ ॥

মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
তব তুহুঁ বিদগধ জান ॥

মুরলি ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি
তেসর জন জনি জান।

১। মুরলী মিলিত নব পল্লবাধরে কত কত রাগই তো গাহিতেছ (আমার নাম লইয়া কতই না অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ)। বিরাগ (রাগের ব্যতিক্রম অথবা অপ্রীতি) সহিতে না পারিয়া কুলবতী হইয়া মন্দির ছাড়িয়া আসিলাম। মাধব, তোমাকে কি গান শিখাইব? গৌরী আলাপ করিয়া নটনারায়ণ আলাপ করিবে, তবেই তোমাকে সুরসিক বলিব (ওহে নটবর শ্যাম, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে নিকটে আইস, তবেই তোমাকে রসিক জানিব)। মুরলী ছাড়িয়া কণ্ঠে এমন মধুর আলাপ করিবে, যেন তৃতীয় জন জানিতে না পারে (আমার সঙ্গে এমন মৃদু মধুর আলাপ কর যেন অন্যে না জানে)। তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দেখিব যতক্ষণে সুরসঙ্গতি হয়।(কণ্ঠাশ্লেষে আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকিব, যতক্ষণ না পূর্ণতৃপ্তি হয়)। নির্জন

কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতিখনে হোত সুঠান ॥

নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতি ভাস।
গুণিজন লাজ যৈছে নাহি হোয়ত
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

—গোবিন্দদাস

জানিয়া আমা হেন গুণবতীর বাণী হৃদয়ে অবধারণ কর। (আমা হেন গুণশালিনী কান্তি-মতীকে হৃদয়ে তুলিয়া লও)। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, যেন গুণীজনের নিকট লজ্জা পাইতে না হয়।

(২)

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

রাগতাল দুহুঁ হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ
জানলুঁ বচনক রীতে (১)।
গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে ॥

গুণবতি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয় ॥

মুরলি ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গৌরী শ্যামনট তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন সন্ধান ॥

১। তোমার বচন ভঙ্গিতে জানিলাম, তুমি রাগ এবং তাল উভয়ই হৃদয়গত করিয়াছ (অনুরাগ ও তালফল সদৃশ স্তনদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়াছ)। তিন গ্রাম ও বহুবিধ স্বরের অসংখ্য নীতিও তুমি জান (তিন গ্রাম ও সপ্তস্বর—অর্থাৎ মুগ্ধা মধ্যা ও প্রৌঢ়া-এই ত্রিবিধা নায়িকার গুণ ও প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব, প্রেমের এই সপ্ত স্তর—মহাভাবময়ী তুমি একমাত্র তোমাতেই সুবিকশিত হইয়াছে। তুমি বিলাসের এবং মুরলীগীতি নিষেধের কত নীতিই না জান)। গুণবতি, অতএব তোমাকে নিবেদন করি, আমাকে নিজ জন জানিয়া নির্জ্জনে মধুর আলাপ শিক্ষা দিবে। আমি মুরলী ছাড়িয়া তোমার নিকট বসিব, সুমধুর গান শিখিব। তবে আর তোমার পক্ষে গৌরী ও নটনারায়ণ দুর্ঘট হইবে না, মিলনের সন্ধান হইবে (ওগো গৌরী তোমার পক্ষে শ্যামকে

মুখহি মুখহি যব তুহুঁ শিখায়বি

হৃদয়ে ধরব তব হাম।

ভণ রাধা মোহন বচন রচন পুন

ভালে সে জানয়ে শ্যাম ॥

—রাধামোহন

পাওয়া দুর্ঘট হইবে না)। মুখে মুখে মিলাইয়া যখন তুমি শিখাইবে, আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিব। (তোমার মুখচুম্বন করিয়া বক্ষে ধরিব)। রাধামোহন বলিতেছেন বচন রচনা শ্যাম ভালই জানেন।

(১)

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায়॥
নিদের আলিসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ানে॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিসাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহ ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

—জ্ঞানদাস
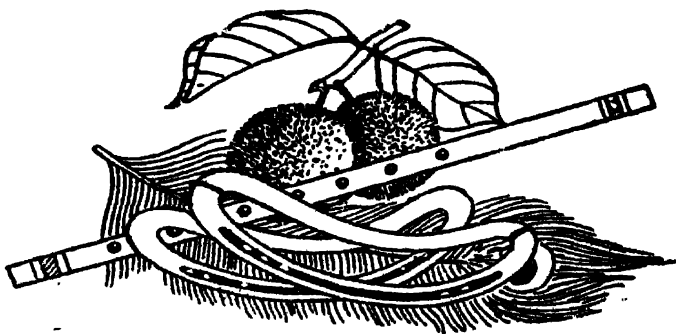
(২)

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ (১)।
এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ ॥
কহিল কাহিনি পুছয়ে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি ॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চীবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই ॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥
আন সঙে কাহিনি না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি ॥

—কবিরঞ্জন

১। সখি, কানুর প্রীতির কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমরা এক প্রাণ, বিধাতা ভিন্ন দেহ করিয়া গড়িয়াছেন। (আমার কথা শুনিবার জন্য) যে কথা বলিয়াছি সেই কথা বার বার জিজ্ঞাসা করে। জানিনা আমার মুখ দেখিয়া কি পায়। আমার দর্শন স্পর্শ ভিন্ন সে বাঁচিবে না। আমা ভিন্ন তৃষ্ণায় জলপান করিবে না। তাহার বক্ষ ভিন্ন শয্যার স্পর্শ পাই না। চিবানো বই তাম্বুল খাই না (তাম্বুল চিবাই মাত্র, আমার চর্ব্বিত তাম্বুল বন্ধু গ্রহণ করে বলিয়া আমি তাম্বুল খাইতে পাই না)। ঘুমের আলস্যে যদি পাশ ফিরি, মানভয়ে মাধব ভীত হইয়া উঠে। অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া প্রাণে সহ্য হয় না। অন্যের সম্ভাষণে জ্ঞানহারা হয় (সঙ্গ ও আলাপে তিলমাত্র ব্যবধান অথবা মুহূর্ত্তের বিঘ্নও সহ্য করিতে পারে না)। কবিরঞ্জন বলিতেছেন ওগো রমণীরত্ন, মুরারি তোমারই স্পর্শ-রসলুব্ধ।

(৩)

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি ।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও ।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও ॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঁয়াই ।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায় ।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥

—চণ্ডীদাস

(৪)

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চান্দে চিত হরি নেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধুই সুধায় সিঁচিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরিতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প (১)।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি।
তাম্বুল অধরে অধরে লেই বাঁটি॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥

—জ্ঞানদাস
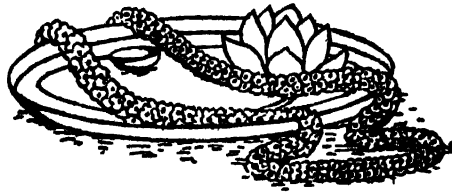
১। স্পর্শে দেহ অবশ হইল, বেশ এলাইয়া পড়িল। সারা দেহ ঘামিয়া উঠিল। কম্প উপস্থিত হইল।

(৫)

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা (১) ॥
কি জানি কি লাগি' কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন্ন করি' দেহা ॥

সই, কিবা সে পিরিতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে,
কি দিয়া শোধিব ধার ॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥

আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল (২) হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥

লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে— আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায় ॥

—জ্ঞানদাস

১। স্নেহ, প্রীতি। ২। ব্যাকুল।

(৬)

"আমি যাই যাই" বলি' বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই, কত দেয় কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি' পিয়া শপাথি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি' কত চাটু বোলে ॥
নিগূড় পিরিতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে—হিয়ার মাঝারে রহু ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(৭)

সই, কি না সে বন্ধুর প্রেম।

আঁখি পালটিতে নহে পরতীত

যেন দরিদ্রের হেম ॥

হিয়ায় হিয়ায় • লাগিব লাগিয়া (১)

চন্দন না মাখে অঙ্গে (২)।

গায়ের ছায়া— বায়ের দোসর (৩)

সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥

তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে,

আঁচরে মুছয়ে ঘাম।

কোরে থাকি কত দূর হেন মানে,

তেঞি সদা লয়ে নাম ॥

জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে,

রসের পসার কাচে (৪)।

জ্ঞানদাস কহে— এমন পিরিতি

আর কি জগতে আছে ॥

—জ্ঞানদাস

১। লাগিবে বলিয়া। ২। তুলনীয়—

হার নাহি পিয়া গলায় পরএ,

চন্দন না মাখে গায়।

—বলরাম-দাস

৩। গায়ের ছায়ার এবং বাতাসের সঙ্গী হইয়া। ৪। সাজায়।

(৮)

সই, পিরিতি পিয়া সে জানে।

যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে॥

মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল- পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া ধায়॥

বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয়॥

ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া—
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে॥

মনের আকূতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়-শেখর—
কিছু বুঝে অনুমানে॥

—রায়-শেখর

(৯)

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

আলো সই, সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরিতি করয়ে
কি জানি কি তার হয়॥

সহজে রসের আকর সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায়॥

চমকি চলনি ও গীম-দোলনি (১)
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে— সে পিয়া-পিরিতি
মরমে পশিল তোর॥

—জ্ঞানদাস

১। গ্রীবাভঙ্গী।

(১০)

রাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি' পালটি' চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিঁয়ার মাঝে॥

সই, ও দুখ লাগিয়া আছে মনে।
যারে বিদগধ-রায় বলিয়া জগতে গায়,—
মোর আগে কিছুই না জানে॥

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি—
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, খেণে করে উতরোলে,
তিলে শতবার মুখ চুমে॥

খেণে বুকে খেণে পিঠে, খেণে রাখে দিঠে দিঠে,
হিয়া হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন থুইতে না পায় স্থান,—
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় (১)॥

ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে,
খেণে ধরে হিয়ার উপরে।
খেণে পুলকিত হয়, খেণে আঁখি মুদি' রয়,
বলরাম কি কহিতে পারে॥

—বলরাম দাস

১। তুলনীয়—জ্ঞানদাসের ৭ সংখ্যক পদ, ১২৮ পৃষ্ঠায়।

(১১)

মরম কহিলুঁ,— মো পুন ঠেকিলু
সে জনার পিরিতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে, সে পরাণ কান্দে॥

বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগি থাকে,
তমু সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥

হায় নহোঁ, পিয়া গলায় পরয়ে,
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া—
থুইতে ঠাঞি না পায় (১)॥

কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি' দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দিয়া লেয়॥

সাজাঞা কাচাঞা (২) বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান-লোরে॥

১। আমি হার নহি যে প্রিয় আমাকে গলায় পরিয়া রাখিবে; আমি চন্দন নহি যে প্রিয় আমাকে গায়ে লেপিয়া রাখিবে। আমি আমার প্রিয়ের কাছে বহুমূল্য রত্ন সদৃশ দুর্লভ বোধ হই, তাই সে আমাকে যে কোথায় কেমন করিয়া রাখিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্বস্তি পায় না। ২। কাচ অর্থে সাজ। সাজায়া কাচায়া অর্থে সাজাইয়া গুছাইয়া (সাজাইয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া)।

চরণে ধরিয়া যাবক (২) রচই
আউলায়্যা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥

—বলরাম দাস

২। অলক্তক, আল্‌তা।

(১২)

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস-রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ-আভরণ তুমি, শ্রবণ-রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন।
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন, বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি!

—বসন্তরায়
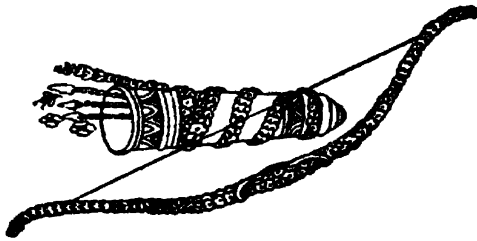
(১৩)

একলা যাইতে যমুনা-ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি' আকুল বিকল প্রাণ॥
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিলুঁ দূরে॥
হাসি' হাসি' পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(১৪)

সিনান দোপর সময়ে জানি'।
তপ্ত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহিব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাথে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুঠয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি' ঘুরি' জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরিতি বিষম মানহ কেন॥

—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(১৫)

অবলা কি জানি গুণ ধরে।

রসিক মুকুট মণি নাগর হইয়া গো

এত না আদর কেনে করে॥

মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া বৈসে

রসে পহুঁ বোলে জিলুঁ জিলুঁ (১)।

নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিহ মনে

এ তনু তোমারে দিলুঁ দিলুঁ (২)॥

আউলাঞা কবরী ভার বেশ করে বার বার

বসন পরায় কুতূহলে।

বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে

চরণ পরশে করতলে॥

বঁধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী খানি

ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি (৩)।

সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর

নিগূঢ় মরম তার সাখি (৪)॥

বিদগধ শ্যাম রায় বসনে করয়ে বায়

আপনি যোগায় গুয়া পান।

গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি

তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ॥

—গোবিন্দ আচার্য্য

১-২। আমার অঙ্গ সঙ্গের আশায় লালসা পাইয়া বসিয়া থাকে। (স্পর্শ পাইয়া) রসের আবেশে প্রভু বলে বাঁচিলাম, বাঁচিলাম। নিজ অনুগত জনের মধ্যে গণনা করিয়া মনে রাখিও। এ দেহ তোমায় দিলাম, দিলাম। ৩-৪। বন্ধু বলে ধনি (আমার দেহ বর্ণের সঙ্গে মিশাইয়া) কালিয়া কস্তুরীখানি তোমার রাঙ্গাপদতলে মাখাইয়া দেই। তোমার সখীর সমাজে (অনুগত দাস) বলিয়া আমার খেয়াতি থাকুক। (ইহাই যে একমাত্র কামনা) অন্তরের অন্তঃস্থল তাহার সাক্ষী।

(১৬)

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি'।
গুরুজন-গৌরব চৌর সদৃশ ভেল,
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥

সজনী, এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু-অনুরাগ- ভুজঙ্গে গরাশল
কুল-দাদুরি মতি-মন্দ॥

আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে (১)
গৃহপতি শপতিক ঠান॥

নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই,
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

—গোবিন্দদাস

১। বঞ্চনা করিতে। পরিজনদিগকে ভুলাইবার জন্য গৃহপতি শপথের স্থান হইয়াছেন অর্থাৎ গৃহস্বামীর নামে দিব্য করি,—তাঁহার সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক নাই।

(১)

"তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।"
"তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম॥"
"তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।"
"তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥"
"তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।"
"তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারী (১)॥"
"তুয়া অনুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী।"
"তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা (২) বইলাম আমি॥"
"তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।"
"তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥"
"তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।"
তুহুঁ চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাস গান॥

—জ্ঞানদাস
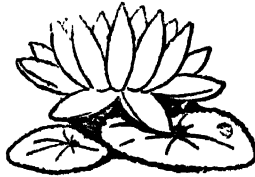
এই কবিতাটি রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন। ১। কৃষ্ণের অনুরাগে রাধা নীলাম্বরী পরিধান করেন এবং রাধার অনুরাগে কৃষ্ণ রাধা-অঙ্গের অনুরূপ পীতাম্বর পরিধান করেন। ২। জুতা, চর্ম্মপাদুকা।

(২)

শুন রাধে এই রস— আমি সে তোমার বশ,
তোমা বিনে নাহি লয় মনে।
জপিতে তোমার নাম ধৈরয না ধরে প্রাণ,
তুয়া রূপ করিয়ে ধেয়ানে॥

শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী যেদিগে যার মুখে শুনি
সেই দিকে ধায় মোর মন।
চাতক ফুকরে যেন ঘন চাহে বরিষণ
তেন হেরি ও-চাঁদবদন॥

খেনে খেনে মুখ তুলি' ঘন ডাকি রাধা বুলি
তবে প্রাণ হয় নিবারণ।
তোমা অনুসারে আসি' কুঞ্জের ভিতরে বসি,
তোমা লাগি' এই বৃন্দাবন॥

করেতে মুরলী থাকে ঘন 'রাধা' বলি' ডাকে
যতক্ষণ না পায় দেখিতে।
তোমার নূপুর-ধ্বনি আপন শ্রবণে শুনি
তবে মোর ক্ষমা হয় চিতে॥

রাধা কৃষ্ণ দুটি নাম তাহে তুমি আগুয়ান,
আমি করি তোমার ভরসা।
তবে সে সফল হব তুয়া পদ পরশিব
দাস বৃন্দাবনের এ আশা॥

—বৃন্দাবনদাস

তুয়া অনুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী

পৃষ্ঠা—১৩৯

(৩)

সুন্দরী, আমারে কহিছ কি ?

তোমার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥

থির নহে মন— সদা উচাটন—
সোয়াথ (১) নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিগগণে
তোমারে দেখি সদাই ॥

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি-নদী-বনে-বনে।
খাইতে শুইতে আন (২) নাহি চিতে,
সদাই জাগয়ে মনে ॥

শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন,
জ্ঞান কহে—গেল ধান্দা ॥

—জ্ঞানদাস

১। স্বস্তি। ২। অন্য।

(১)
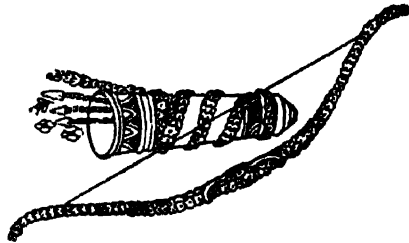
নব রে নব রে নব নব ঘন-শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি-সুখ-সাগরের মাঝ (১)।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল শীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি (২)॥
তুমি সে আমার বন্ধু, আমি সে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার (৩)॥
বাঁচি কি না বাঁচি, বন্ধু থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙ্গাচরণ হিয়ার মাঝে রাখি॥
যদুনাথ-দাসে কহে—করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু॥

—যদুনাথ-দাস

১। হে বন্ধু, তোমার প্রীতি-সুখ-রূপ সাগরের মাঝে। ২। হে প্রিয়তম, আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যাহা তাহাই তো তোমাকে দিতে চাই; কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ ধন তো তুমিই। ৩। আমি তো আপনাকে তোমার কাছে সমর্পণ করিয়াছি; আমার আমিত্ব তো রাখি নাই; আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করিলে আমার কি ক্ষতি হইবে? আমি-হীন আমাকে দিলে আমার তো কিছুই দেওয়া হইবে না।

(২)

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি।

কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে

পাসরিতে নারি আমি॥

যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদনে,

ধৈরয ধরিতে নারি।

অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান্,

দণ্ডে দশবার মরি॥

মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া

শুন শুন পরাণ-কানু।

কুল শীল সব ভাসাইনু জলে

না জীয়ব তুয়া বিনু॥

সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে—

নিবেদন শুন হরি।

সকল ছাড়িয়া রহিলুঁ তুয়া পায়ে

জীবন মরণ ভরি'॥

—সৈয়দ মর্ত্তুজা

(৩)

হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক (১) হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয় (২)।
বিদ্যাপতি কহ—দুহুঁ দোহা হোয়॥

—বিদ্যাপতি

১। গ্রীবার। ২। আমি তো তোমাকে ঐরূপ সর্ব্বস্ব বলিয়া জানি; তুমি আমাকে কিরূপ মনে করো তাহা বলো শুনি।

(৪)

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি ॥

না দেখি নয়ন ঝুরে অনুখন,
দেখিতে তোমায় দেখি (১)।
সোঙরণে মন মূরছিত হেন,
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি ॥

শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাসরিতে নারি,
ঘুমাল্যে দেখি স্বপনে ॥

জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি' কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত,
তিলেক থির নাহি বান্ধি ॥

—বসন্ত রায়

১। যাহা দেখি তাহাতে তোমারই রূপ আমি দেখিতে পাই।

(৫)

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি' কেহ শুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

এ-কুলে ও-কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে— পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(৬)

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥

আনের আছয়ে অনেক জনা,
আমারি কেবল তুমি।
আমার পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

বঁধু, শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ মানে জীবন-অধিক,
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥

আমার নয়নের অঞ্জন অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া-চাঁদা।
জ্ঞানদাসে কহে— কালিয়া-পিরীতি
আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

—জ্ঞানদাস
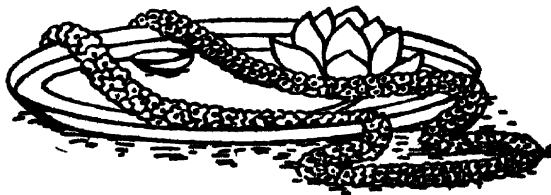
(১)

বসন্ত

আএল ঋতুপতি—রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ (১)॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড (২)।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড (৩)॥
নৃপ-আসন নব পাটল-পাত (৪)।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায় (৫)।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল (৬) পঢ়ু আশিস-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ-বেলী-তরু (৭) ধরল নিশান।
পাটল তূণ (৮), অশোক-দল বাণ॥

এই কবিতায় কবি বসন্ত-ঋতুকে রাজা-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং নরপতির রাজচিহ্নের সহিত ঋতুপতির রাজচিহ্ন মিলাইয়া দিয়াছেন। ১। মাধবীলতার দিকে। ২। পৌগণ্ড, প্রবল। ৩। কেশর বা জাফরাণের ফুলের গর্ভকেশর হেমদণ্ডের ন্যায় স্বর্ণাভ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ৪। পাটলা-পত্র কচি অবস্থায় কোমল ও লাল হয়। ৫। আম্রমুকুল বসন্ত-রাজের মাথার মুকুট হইয়াছে। ৬। পক্ষিগণ। ৭। কুন্দ ও বেল ফুলের গাছে সাদা ফুল যেন শ্বেতপতাকা। ৮। পাটল-ফুল দেখিতে তূণের আকারের।

কিংশুক লবঙ্গলতা একসঙ্গ ।
হেরি' শিশির-ঋতু আগে দেল ভঙ্গ (৯) ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল ।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওলু প্রাণ (১০) ।
নিজ নবদলে করু আসন দান ॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার ।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

—বিদ্যাপতি

৯। পলাশফুল ও লবঙ্গলতা শীতের সময় ফুটিয়াছিল, বসন্তের আগমনে শীতের সহিত পলায়ন করিল। ১০। পদ্ম শীতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া নবজীবন লাভ করিল।

(২)

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত ।
জহাঁ কুন্দ-কুসুম কেতকি হসন্ত ॥
জহাঁ চন্দা নিরমল, ভমর কারি (১) ।
রয়নি উজাগরি (২), দিন অন্ধারি ॥
মুগুধলি মানিনি করএ মান ।
পরিপন্থিহি চোখএ পঞ্চবাণ (৩) ॥
ভনই সরস কবিকণ্ঠহার ।
মধুসূদন-রাধা-বনবিহার ॥

—কবিকণ্ঠহার

১। কালো। ২। রজনী উজ্জ্বল। ৩। মদন শত্রু হইয়া তাহার পঞ্চবাণ তীক্ষ্ণ করিয়া শানাইতেছে।

(৩)

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল (১) কুসুম সব কানন-অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন-পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল (২) মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহি সব রঙ্গিনি মেলি একসঙ্গে।
ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিনি-জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥

—গোবিন্দ দাস

১। প্রস্ফুটিত হইল। ২। মুগ্ধ হইল।

(৪)
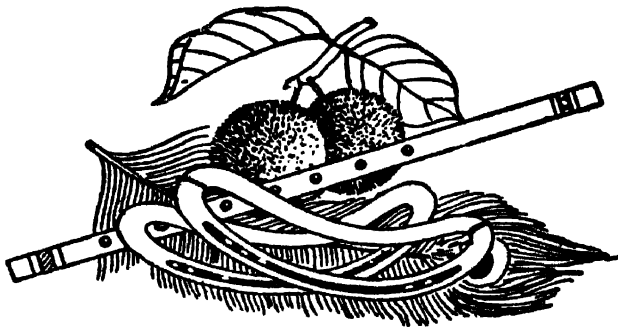
কুসুম-ভরে নব-পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী-মধুকর-রোল ॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁজন-আরতি চন্দন-বায় ॥
পুনমিক রাতি, মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধী বিদগধ মিলল সমাজ ॥
নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবান (১) ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম, শ্যাম ভেল গোরি ॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরামদাস ॥

—বলরাম দাস

১। দশ বান মূল্যের সোনার মুকুরের মতন রাইয়ের বর্ণ উজ্জ্বল।

(৫)

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত, অলিকুল ধাব।
মদনমহোৎসব পিককুল-রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শীখর-কোর (১)॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হীত॥
সরবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে—রস-নিরবাহা (২)॥

—জ্ঞানদাস

১। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে সূর্য্যতেজ প্রখর হইয়া উঠিল; শীত নিম্নদেশ হইতে পলায়ন করিয়া পর্ব্বত-শিখর অবলম্বন করিয়া আছে। ২। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—শ্যামের স্নেহ যেন রস-সাগরের মধ্যে বিকশিত পদ্মের ন্যায় রসের সমাপ্তি বা সীমা প্রাপ্ত; অর্থাৎ শ্যামের প্রেম রসের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে।

(৬)

নব বৃন্দাবন, নব নব তরুগণ,
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল ॥

বিহরই নবল-কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব-নব-প্রেম-বিভোর ॥

নবল-রসাল- মুকুল-মধু-মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায় (১)।
নব যুবতীগণ- চিত উমতায়ই (২)
নব রসে কাননে ধায় ॥

নব যুবরাজ, নবল নব নাগরী
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি ॥

—বিদ্যাপতি

১। নবীন আম্রমুকুলের মধু পানে মত্ত হইয়া নব কোকিলকুল গান করে। ২। নব যুবতীগণের চিত্ত উন্মত্ত হয়।

(৭)

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী-সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল (১) বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে (২), রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দার পানী।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ (৩) না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে (৪) গায়।
জ্ঞানদাস-চিত-নয়ন জুড়ায়॥

—জ্ঞানদাস
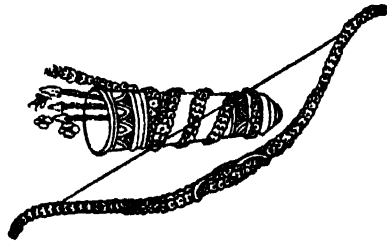
১। লোহিত। ২। সজ্জিত হয়। ৩। চারি দিক্ ও চারি বিদিক্ অর্থাৎ কোণ। ৪। পাখীগণ।

(৮)

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহুঁ না দেখিতে পায়॥

চপল নয়ন পিচকারি যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ ফাগু ভরল
তনু মন করি' জোর॥

শুধুই শ্যামল- অঙ্গ-পরিমল
চন্দন-চুয়াক ভাতি।
মোর নাসা জনু ভ্রমরী উমতি(১)
ততহি(২) পড়ল মাতি'॥

নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুহু কলেবর অরুণ অম্বর
ঝাঁপিয়া কয়ল কেলি॥

রসিক নাগর রসের সাগর
কয়ল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভণ— চতুর দুজন—
রসবতী রসরাজ॥

—উদ্ধবদাস

১। উন্মত্তা। ২। তাহাতে, সেইখানে।

(৯)

বিহরে শ্যাম নবীন কাম,
নবীন বৃন্দা-বিপিন-ধাম,
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ,
নব ঋতুপতি-রাতিয়া।

নবীন গান, নবীন তান,
নবীন নবীন ধরই মান,
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবীন নবীন ভাতিয়া॥

ঈষত সরস মধুর ভাষ,
সরসে পরশে করু বিলাস
রসবতী ধনী রস-শিরোমণি
সরস রভসে মাতিয়া।

সরস কুসুম সরস সুষম
সরস কাননে ভেলি ভূষণ,
রসে উনমত ঝঙ্কতি কত
সরস ভ্রমর-পাঁতিয়া॥

মধুর কেলি, মধুর মেলি,
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী-মাঝে মধুর
শ্যামর-গৌরী-কাঁতিয়া (১)।

১। শ্যামল ও গৌরী কান্তি রাধা-শ্যাম।

কিবা সে তুহুঁক বদন-ইন্দু,
তাহে শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু,
আনন্দে মগন গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া ॥

গোবর্দ্ধন

(১০)

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি ।
মধুর কুসুম মধু-মাতি (১) ॥
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতীগণ-সঙ্গ ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
মধুর মাদল (২) রসাল ।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ ।
মধুর নটিনি-নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান ।
মধুর বিদ্যাপতি ভান ॥

-বিদ্যাপতি

১। মধুমত্ত। ২। ঢোলের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র।

(১১)

ঋতুপতি-রাতি রসিকবর-রাজ।
রসময় রাস-রভস (১) রস-মাঝ॥
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাহি।
রাস-রসিক সহ রস অবগাহি (২)॥
রঙ্গিণীগণ রস-রঙ্গহি নটই।
রনরনি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি' রহি' রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতি-রত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতি কপিনাস (৩)।
রাধারমণ করু মুরলী-বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি-কবি-ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥

—বিদ্যাপতি
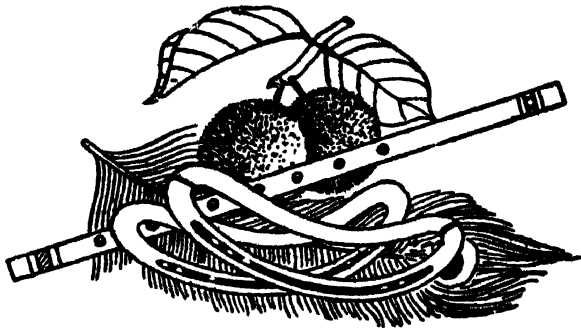
১। রাসক্রীড়া। ২। রাস-রসিক কৃষ্ণের সহিত রসে অবগাহন করিতেছে।
৩। রবাব এস্রাজের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র। কপিনাসও বাদ্যযন্ত্র।

ঋতু উৎসব

কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥

পৃষ্ঠা—১৫৫
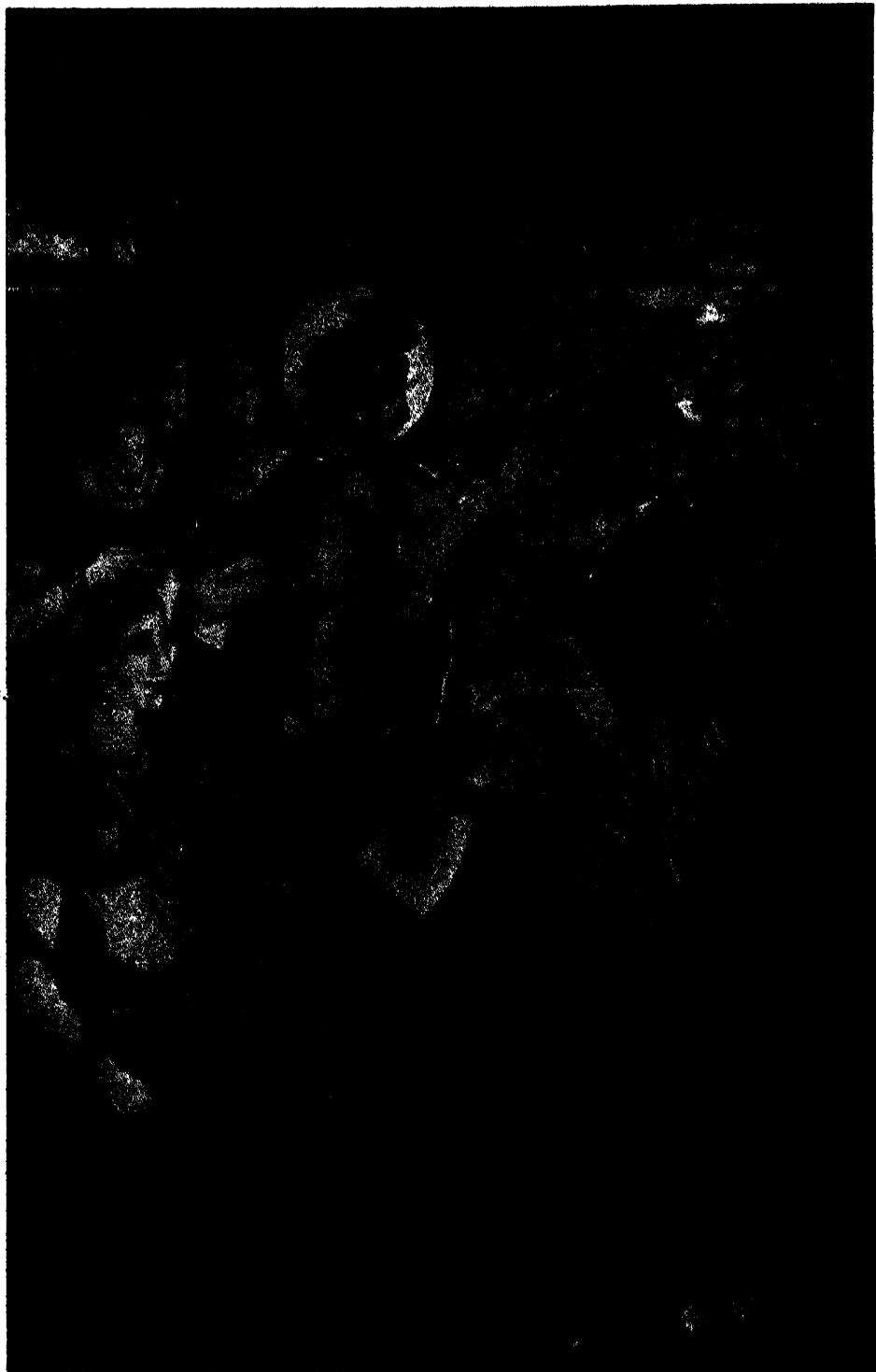
(১২)

ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু ।
ফুলময় অভরণ, করে ফুলধনু ॥
ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলময় কুঞ্জ ।
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ ॥
ফুল-তনু হেরি' মুগধ ফুলবাণ ।
ফুলশরে হানল ফুলময় কান ॥
ফুলে উয়ল (১) বন, ফুল-বায়ু-মন্দ ।
ফুল-রসে গুঞ্জয়ে মধুকর-বৃন্দ ॥
অপরূপ ফুল-দোল ফুল-বিলাস ।
ফুল-করে রহু যদুনন্দন-দাস (২) ॥

—যদুনন্দন-দাস

১। উজ্জ্বল। ২। কবি যদুনন্দন-দাস হস্তে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া রাধাকৃষ্ণকে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

(১৩)

বর্ষা

ঝর ঝর জলধর-ধার।
ঝঞ্ঝা-পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী-মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা (১)॥
ঝূট কি কহব কানাই।
ঝূরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝনঝন বজর-নিশান (২)।
ঝাঁপি রহত তুহুঁ কান॥
ঝিঞ্ঝিরি-ঝঙ্করু রাতি (৩)।
ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি (৪)॥
ঝূমরি দাদুরি বোল (৫)।
ঝূলত মদন-হিলোল॥
ঝটকি (৬) চলহ ধনী-পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস (৭)॥

—গোবিন্দদাস

১। বালা মলিনা হইয়া গেল। ২। বজ্র-নিঃস্বন, বজ্রধ্বনি। ৩। রাত্রি ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত। ৪। বর্ষার ঝক্কি ঝঞ্ঝাট আর সহা যায় না। ৫। দর্দ্দুর বা ভেক ডাকিয়া ডাকিয়া ঝুমুর গান করিতেছে। ৬। ঝটিতি, ঝট করিয়া, শীঘ্র। ৭। কবি গোবিন্দদাস ঝগড়া করিতেছেন রাধার হইয়া, অর্থাৎ জেদ করিয়া বলিতেছেন।

(১৪)

ডাকে ডাহুক, ঝমক ঝমকল,
ঝারি ঝলকত ঝারিয়া (১)।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডূকীবর (২),
ময়ূর নাচত সাজিয়া ॥

রে ঘন ঘন ঘন গহন দূরগহ (৩)
গগনে ঘন ঘন গর্জ্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্ত-গজ-পর
বিরহিণীগণ তর্জ্জিয়া ॥

হানে তনু মন পলক পলকন (৪)
ঝলকে যামিনী-কাঁতিয়া (৫)।
খুর-ধার-খরণ উঘারি ঝাঁকত (৬)
বীর-রস-ভরে মাতিয়া ॥

অরবিন্দ নাহি পর-জীউ-সংহর
অসম শর বরখন্তিয়া (৭)।
নন্দ-নন্দন- চরণে ভণ
ঘনশ্যামদাস নমন্তিয়া (৮) ॥

—ঘনশ্যামদাস

১। ডাহুক পাখী ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ধারা বর্ষণ হইতেছে যেন ঝারি হইতে ঝারা ক্ষরণ হইতেছে। ২। ভেক রব করিতেছে। ৩। দুর্গ্রহ, কষ্টগ্রাহ্য। ৪। পলকে পলকে। ৫। যামিনীকান্তি ঝকমক করিতেছে। ৬। ক্ষুরধারায় বারিক্ষরণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া ঝাঁকিয়া আসিয়াছে। ৭। পদ্ম এখন আর নাই, পরের প্রাণসংহারকারী বিষম শর বর্ষণ হইতেছে। ৮। নমস্কারকারী কবি ঘনশ্যামদাস নন্দনন্দনের চরণে নিবেদন করিতেছেন।

(১৫)

আজু রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে কত রসধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরি-সঞ্চার॥
ভাবে পিছল পথ, গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-পরিমল-পঙ্ক॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

—নরোত্তম দাস

(১৬)

কদম্ব-তরুর ডাল' ভূমে নামিয়াছে ভাল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ লাবণি (১) বৈদগধি ধনি ধনি (২)
মণিময় অভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

রাইর দক্ষিণ কর ধরি' প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি' যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥

পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি' নৃত্য করে ফিরি' ফিরি',
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে ॥

মৃগমদ চন্দন করে করি' সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলা নাহি বাজে ॥

১। লাবণ্য। ২। রসিকা ধন্যা ধনিকা।

কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপ-তরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম- মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম-মনোরথ-পূর॥

—নরোত্তমদাস

(১৭)

ঝুলত শ্যাম গোরি বাম—
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হষিত রভস কেলি,
ঝুলায়ত সব সখিনি মেলি'
গায়ত কত ভাতিয়া (১) ॥

হেম-মণিযুত বর হিডোঁর (২)
রচিত কুসুম, গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমর-পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল'
বৃন্দা-বিপিন (৩) শোভিত ভাল—
চাঁদ-উজোর রাতিয়া ॥

নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম,
রাই সঙ্গে ঝুলত বাম,
তড়িত-জড়িত-কাঁতিয়া (৪)।
তারা-মণি-চন্দ্রহার
ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার,
হিলন দুহুঁক গাতিয়া (৫) ॥

ধি ধি কট ধিয়া তাথিয়া বোল
বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনি না তিতিয়া তা তিয়া।

১। কত প্রকারে গাহিতেছে। ২। উত্তম হিন্দোল বা দোলনা। ৩। বৃন্দাবন। ৪। তড়িৎ-জড়িত-কান্তিমতী রাধা; অথবা শ্যামের পার্শ্বে গৌরী রাধিকা থাকাতে তড়িত-জড়িত-কান্তি-যুক্ত নবমেঘের ন্যায় শোভা হইয়াছে। ৫। গাত্র।

ভেদ পবন, গ্রাম পূর—
ঘোর শবদ জীল সূর,—
বরণ নাহিক যাতিয়া (৬)॥

মণি-অভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক (৭)
ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝঞ্ঝাতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ
কেবল ভরসা উদ্ধবদাস
রচিত পূরিত ছাতিয়া (৮)॥

—উদ্ধবদাস

৬। মৃদঙ্গের শব্দ বাতাস ভেদ করিয়া গ্রাম পূর্ণ করিতেছে, ঘোর শব্দে সুরি কবি জাগ্রত অথবা পরাজিত হইলেন, ইহা বর্ণনা করা যায় না। ৭। বাঁকমল। ৮। বক্ষ।

(১৮)

শরৎ

বর্ষা গেল, শরৎ হাসে তরুণ অঙ্কুরে।
কিশোরীর প্রায় কান্তি দেখ বৃক্ষপরে॥
জাতী পুষ্প দেখি' যূথী ত্যাগ কৈল অলি।
মুগ্ধপ্রায় জাতীফুলে বিহরএ মেলি'॥
প্রবীণ হইল গুঞ্জ শোণ বর্ণ (১) হয়ে।
ময়ূরের পাখা সব পড়িল খসিয়ে॥

কাশীয়ার ফুলে মহী শ্বেতিমা হইল।
মুক হৈল শিখী-সব শব্দ তেয়াগিল॥
হংস-পংক্তি ডাকে অতি হরষিত হঞা।
আইলা শরৎ ঋতু এই শোভা লঞা॥
শেফালিকা-পুষ্প দেখ অতি মনোরম।
ভ্রমরা পরশে যবে পড়ে সেই ক্ষণ॥
যেন আনন্দেতে সখীগণ পরশিতে।
চকিত হইয়া সভে যায় চারিভিতে॥

তবে কুন্দলতা বলে—দেখ এ অদ্ভুতে।
সখা-প্রায় এই ঋতু হৈল বিভূষিতে॥
চঞ্চল-খঞ্জন-আঁখি অম্বুজ-বয়ানী।
অঞ্চল-অলকা অলি, কুচ কোক (২) জানি॥
শ্বেত মেঘ-বাস, রক্ত-উৎপল-অধরা।
কিঙ্কিণী-সারস-ধ্বনি, নীলোৎপল-মালা॥
দেখ দোঁহাকার সেবা লাগি' শরৎ আইলা।
নানান সামগ্রী এই আগে ত ধরিলা॥

১। শোণিতবর্ণ, রক্তবর্ণ। ২। চক্রবাক।

অঙ্গনা সোহিতে (৩) অলঙ্কারের কারণ।
জাতী পুষ্প দেই আর কৈরবাদিগণ (৪) ॥
রক্তোৎপল ইন্দীবর উপাধান কৈলা।
কুঞ্জগৃহে শয্যাপুষ্প শেফালী পাড়িলা ॥
শরৎ সামগ্রী এই নিরমাণ করি'।
পথ নিরীক্ষণ করে দোঁহামুখ হেরি' ॥

পুষ্পগন্ধ মত্তহস্তী, অশ্ব শ্বেত ঘন।
কাশীয়ার ফুল শ্বেত চামর মোহন ॥
উন্মত্ত কন্দর্প যত বৃক্ষবৃন্দ সঙ্গে।
বারণ-আরূঢ় মার (৫) মনোহর রঙ্গে ॥
অম্বরে সারসধ্বনি কিঙ্কিণী বাজায়।
মরালাদি পক্ষিধ্বনি ঘণ্টাশব্দ হয় ॥
এইরূপে হইল শরৎকালের বিজয়।
দোঁহা সেবা লাগি এই মহোৎসুকা হয় ॥

— যদুনন্দন-দাস

৩। শোভিতে। ৪। কুমুদ প্রভৃতি। ৫। মদন। বৃক্ষে বৃক্ষে মদনোন্মাদনার উপকরণ শোভিত হওয়াতে মনে হইতেছে যেন স্বয়ং মদন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন।

(১৯)

শরদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ ॥

তরুকুল-ডাল' ফুল ভরি' ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনলোভা
ভুলিল নাগর-রায় ॥

নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণি-মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু রহিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥

চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেঢ়িয়া কুঞ্জকুটীর
নিরমাণ শত শত ॥

নেতের (১) পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল দেহ-অগোচর,
কি কহিব তার আভা ॥

১। নেত্রাংশুক, সূক্ষ্ম উত্তম বস্ত্র।

মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর ।
চণ্ডীদাস বোলে— অতি অপরূপ,
নাহিক যাহার পর ॥

—দীন চণ্ডীদাস

(২০)

শরদ-চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথি,
মত্ত মধুকর ভোরণি (১)।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি'
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণি॥

শুনত গোপী প্রেম রোপি,
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি,
তাহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল-লোলনি (২)।

বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ,
এক নয়নে কাজর-রেহ,
বাহে (৩) রঞ্জিত কঙ্কণ একু,
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

১। ফুলগুলি মধুকরকে মত্ত ও বিহ্বল করিয়া ফুটিয়াছে। ২। মুরলীর গান শুনিতেই গোপীরা মনে প্রেম রোপণ করিল ও মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল, এবং যেখানে মুরলীর কলরোল হইতেছে সেখানেই চলিল। ৩। বাহুতে।

শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ,
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন রসন চোলি (১),
গলিত বেণী-লোলনি।

•

ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি'
কেহু কাহুক পথ না হেরি'
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি॥

—গোবিন্দদাস
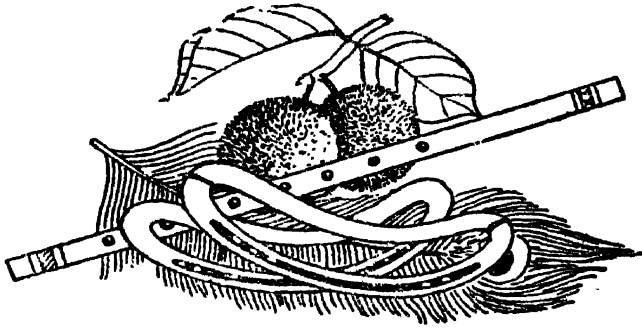
১। কটির বসন, রসনা বা চন্দ্রহার এবং কাঁচুলি খসিয়া যাইতেছিল।

(২১)

একে সে মোহন যমুনাকূল,
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শরদ-যামিনী।

ভ্রমর-ভ্রমরী করত রাব,
পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর-বোলনী
বিবিধ-রাগ-গায়নী॥

বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি' মুরছি' পড়ত কাম,
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম (১)
পিয়ল-বসন-দামিনী (২)।

শাঙল ধবল কালী গোরী
বিবিধ বসন বনি (৩) কিশোরী,
নাচত গায়ত রস-বিভোরী
সবহুঁ বরজকামিনী॥

বীণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত স্বর বাজত তাল
এ স্বরমণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ গায়নি॥

১। দেহ। ২। পীতবসন বিদ্যুৎতুল্য। ৩। সজ্জিতা হইল।

নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল,
হাসি' হাসি' কেহ করত কোল
ভালি ভালি বোলনী (৪)।

বলরাম-দাস পঢ়ত তাল,
গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত শুনত জগত উমত
হৃদয়-পুতলি দোলনি ॥

—বলরাম-দাস

৪। 'ভালো ভালো' বলে, 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া বাহবা দেয়।

(২৩)

শীত

তবে বৃন্দা দেবী ত্বরা আসি' আগে হৈলা
শিশির ঋতুর বনশোভা দেখাইলা ॥

কহে—দেখ, সব জন্তু কম্প যে হইল।
রোমাঞ্চ অঙ্গেতে বৃক্ষ কোলেত রহিল ॥

সূর্য্যের কিরণ সব কোমল হইল।
দক্ষিণ দিশাতে অর্ক (১) গমন করিল ॥

শিশির সুন্দর নানা বন একদেশ।
যাহা দেখি' হয় মনে আনন্দ-আবেশ ॥

সবুজা বান্ধুলি রক্ত-দুকূল ধরয়ে।
মন্দাকিনী-প্রভা সেই চলে অনুমিয়ে ॥

প্রফুল্লিত কুন্দ দেখ শ্বেত অস্ত্র ধরে।
হরিতাল ভারই (২) শব্দে স্তবন যে করে ॥

এইমত তোমা দোঁহা মিলাবার তরে।
অতিশয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে ॥

প্রভাতে সন্ধ্যাতে রবি-কিরণ কোমল।
মৃগ-সব যায়, ঘন-দল তরুদল ॥

১। সূর্য্য। ২। এক প্রকার পক্ষী, lark।

মন্দ রোম উঠে সেই প্রকট পুলক।
তোমা দোঁহা দেখি' জলে দৃষ্টি অনিমেখ॥

দিন দিন সূর্য্যতেজ টুটে অতিশয়।
সূর্য্যের সুহৃৎ দিন অতি ছোট হয়॥

—যদুনন্দন-দাস

মুরলী-শিক্ষা, দান ও নৌকালীলা

(১)

বহুদিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী ॥
তুমি লহ মোর নীল শাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি ॥
তুমি লহ মোর গজমোতি।
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥
ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটি বাঁধিয়া ॥
তুমি লহ সিন্দূর কপালে।
আমার চন্দন দেহ ভালে ॥
তুমি লহ কঙ্কণ কেয়ূরী।
তোমার তাড় বালা দেহ পরি ॥
তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি' হরষিত বৃন্দাবন ॥

—বৃন্দাবন দাস

(২)

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে 'রাধা' বলি' ডাকে আমার নাম ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী ॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়্ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল-ফলে ॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় ॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি' হাসি'—
রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশী ॥

—জ্ঞানদাস

মুরলী করাও উপদেশ

(৩)

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই।
সোনার বরণে বাঁশী কভু বাজে নাই॥
সোনার বরণ রাই হও দেখি কাল।
পীতধড়া পরহ কাঁচলী টানি ফেল॥
সোনার বরণ আমি কাল হৈতে পারি।
তোমার সমানত নিলাজ হৈতে নারি॥
তুমি যেমন চূড়া তেমন বাঁশী তেমন কয়।
অবিরত রমণী মণ্ডলে লাজ হয়॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাসের মনে রহল জাগিয়া॥

—জ্ঞানদাস

দান লীলা

(১)

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজরূপ কাম হেরি কান্দেহে
ভুবন ভুলন ও না বেশে॥

আইস বইস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥

কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়ে চিতে দিয়ে ক্ষেমা॥

হাসি হাসি মোড় মুখ বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখি।
জ্ঞানদাসেতে কয় পসারী যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥

—জ্ঞানদাস

(২)

ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনাইয়া আইস কাছে।
সোনার বরণ মোর   দেখিয়া হইলে ভোর
ভরমে পরশ কর পাছে॥

আমরা ত কুলবতী   তুমি সে রাখাল জাতি
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বামনেতে চাঁদ যেন   ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী॥

সঘনে ঢুলাও মাথা   শুনিয়া না শুন কথা
পশারি আসিছ দুটি বাহু।
না বুঝিয়া কর বল   পাবে তার প্রতিফল
তখন কথা না শুনিবে কেহু॥

শুনিয়া কহিছে দানী   শুন শুন বিনোদিনী
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি   আমি ত পথের দানী
নিতুই ঠেকিবা মোর হাতে॥

—অজ্ঞাত

নৌকা লীলা

(১)

বড়াই ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হৈতে আসি দিল দরশন
বিনোদ তরণী বেয়ে॥

রজত কাঞ্চনে না'খানি জড়িত
বাজিছে কিঙ্কিনী জাল।
অপরূপ তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি বাঁধা কেরোয়াল॥

হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় কে জানে কি চায়
চঞ্চল নয়ন দেখি॥

রতনের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব কুসুম কানে।
জঠর অঞ্চলে বাঁশীটী গুঁজেছে
শোভে নানা অভরণে॥

আমরা কহিব কংসের যোগানি
বুকে না হেলিহ কেহু।
জগন্নাথ কহে শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

—জগন্নাথ

(২)

কহিছে চিকণ কালা।
বাস পরিহরি বৈসহ কিশোরী
পার করি এই বেলা॥

নীল বসন কটিতে পরহ
দেখিয়ে কাঁপিছে গা।
নবীন নীরদ ভরমে পবন
ত্বরায় ডুবাবে না॥

কানুর বচন শুনিয়ে তখন
কপটে কহিছে ধনি।
তোমার অঙ্গের চিকণ বরণ
কেমনে লুকাবে তুমি॥

শুনিয়া একথা কহয়ে ললিতা
কেহ না করিও গোল।
কালিয়া বরণ ছাপাব এখন
ঢালি দিয়া ঘন ঘোল॥

শুনিয়া নাগর হইয়া ফাঁপর
মধুর মধুর হাসে।
কহে গুরুদাস হৃদয়ে উল্লাস
সুখের সায়রে ভাসে॥

—গুরুদাস

(৩)

শুন বিনোদিনি ধনি,　　　আমার কাণ্ডারী তুমি,
　　তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম-　　　সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি,
　　আমারে তুলিয়া কর পারে॥

যোগী ভোগী নাপিতানী　　　তোমার লাগিয়া দানী
　　ওঝা হইলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে　　　লইয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
　　তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে (১)॥

রাখাল লইয়া বনে　　　সদা ফিরি ধেনু সনে,
　　তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পীরিতি পায়্যা　　　এ ভাঙ্গা তরণী বায়্যা
　　তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥

না বোল কুবোল ধনি　　　রমণীর শিরোমণি,
　　তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়—　　　না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
　　জাতি জীবন ধন তুমি॥

—জগন্নাথ-দাস

১। শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৃষ্ণ যোগী ভোগী নাপিতানী ভূতের ওঝা সাপুড়িয়া ফিরিওয়ালা প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং নদীতে নৌকায় শুল্ক-আদায়কারী হইয়াছিলেন।

(১)

দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই'।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি' উঠিল রাই ॥

পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি ॥

পুনঃ কহে রাই— না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া (১)
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা-জলে ॥

১। পাষাণে আঘাত করিয়া

কুম্‌কুম্ কস্তূরী   চূবক (২) চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস   ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয় যেন॥

সকল লইয়া   যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর   মুছি' কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা॥

আর না রাখিব   এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই,   চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর রাজে॥

—দীন চণ্ডীদাস

২। চুয়া।
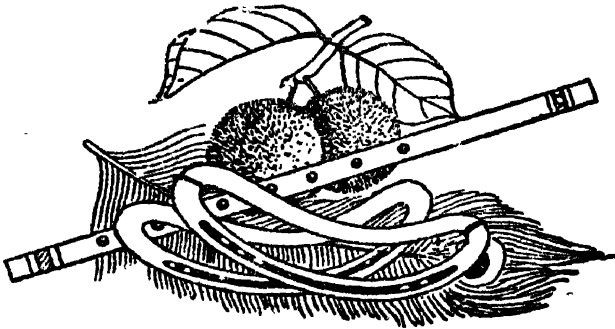
(২)

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ,
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ, দীপ উজারলুঁ,—
মন্দির হইল আলা॥

সই, পাছে এ-সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥

শাশুড়ি-ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ-যৌবনে
মিলব বন্ধুর সনে॥

পথ পানে চাহি' কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি আসিব এখনি—
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

—চণ্ডীদাস

(৩)
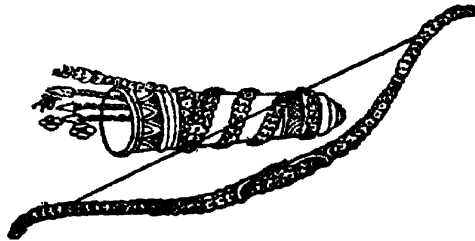
ধনী সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হয়
আমরা দেখিয়াছি॥

তাহাতে রজনী কানন-মাঝারে
করল কমল-শেজ'।
গিনতি করিয়া প্রিয়-সখীগণে
কানুক উদ্দেশে ভেজ'॥

সবহুঁ রজনী নিন্দ যায়ে ধনী
রতন-পালঙ্ক 'পরে।
সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী,—
নিমিখ না দেই ডরে॥

কর পদতল ও থল-কমল,
নুনির পুতলি দেহ।
সে যে সুকুমারী কান্দয়ে গুমরি',
এত না সহিবে কেহ॥

এ ঘর বাহির করে কত বার
কপট শঠের আশ।
এতহুঁ বিপদ সহিতে না পারি'
ধায় কানুরাম-দাস॥

—কানুরাম দাস

(৪)

পবনক পরশহিঁ বিচলিত-পল্লব-
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে,
জানল আয়ল বান॥ (১)

মাধব, সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি,
অব কৈছে রহবি ছাপাই॥

পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে,
পুন অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল,
না বুঝিয়ে নাগর-রীতে॥

নূপুর-রণিত- কলিত নব মাধুরী
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই—
কহতহি কানুরাম-দাস॥

—কানুরাম দাস

১। তুলনীয়—

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদ্ উপযানম্।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

-জয়দেব।

(৫)

গগনে গরজে ঘন, নিশি আন্ধিয়ারী।
কুঞ্জহিঁ শেজ রচয়ে বর-নারী ॥

নীলব নাগর-বর অভিলাষে।
অঙ্গহি রচয়ে বিভূষণ বাসে ॥

তাম্বুল কর্পূর গন্ধ অপার।
মলয়জ চন্দন করু ফুলহার ॥

মনহিঁ মনোরথ কত অনুমান।
চিন্তয়ে কাহে না মিলল কান ॥

—অজ্ঞাত

(৬)

এ ঘোর রজনী, মেঘ-গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ-পানে নিরখিয়া॥

সই, কি করব, কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব-অনুরাগ-ভরে॥

এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল মোর মনোরথ,
প্রাণ করে উচাটনে॥

দহয়ে দামিনী, ঘন ঝন্‌ঝনি
পরাণ-মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে— শুনহ সুন্দরি,
মিলবি বন্ধুর সনে॥

—জ্ঞানদাস

(৭)

কানুর লাগিয়া জাগি' পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এতদিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুখ জাতি॥

মেঘ দুরদুর, দাদুরীর বোল,
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী-ছটা,
হিয়ার পুতলি দোলে॥

যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ—
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ-ছটফটি সহনে না যায়—
দারুণ বিরহ-জ্বরে॥

মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥

—অনন্তদাস

(৮)

দুয়ারের আগে ফুলের বাগ
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল,
বিরহ-জ্বালায় মনু॥

জাতি রুইনু, যূথি রুইনু,
রুইনু গন্ধমালতী।
ফুলের বাসে নিঁদ নাহি আসে,
পুরুষ নিঠুর জাতি॥

কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে॥

আপনা খাইয়া সখীর বচনে
তা সঞে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে—· কানুর পীরিতি
যেন দরিদ্রের হেম॥

—দীন চণ্ডীদাস

(১)
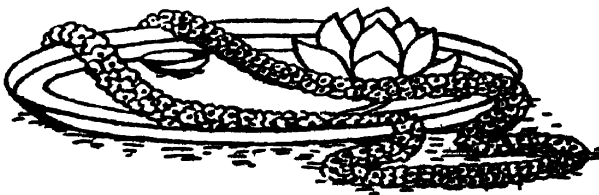
বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে পেলিয়া (১) দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি' এ বেশ বনাইলুঁ গো,
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো,
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো,
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি'।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো,
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর (২) পূরিল সই,
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতীমালা বৃথাই গাঁথিলুঁ গো,
কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো,
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি, ধাইয়া চলিলুঁ গো,—
কহি' ধায় নরোত্তমদাসে॥

—নরোত্তম-দাস

১। ফেলিয়া। ২। সুপারী।

চন্দ্রাবলীর উক্তি

(২)

এই পথে নিতি কর গতায়তি
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা-সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥

শুন সখীগণ, করিয়া যতন
ল'য়ে চল নিকেতনে।
আজুকার নিশি রাধিকা রূপসী
বঞ্চুক নাগর বিনে॥

এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া
লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি কাঁপে থরথরি
ভণে দীন চণ্ডীদাস॥

—চণ্ডীদাস (দীন)

শ্রীরাধার উক্তি

(৩)

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু, তোমার সুখায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরি বাসি দুখ॥
বন্ধু, তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
আই আই (১) পড়্যাছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু মুনি-মন-লোভা॥
খর-নখ-দশনেতে অঙ্গ জরজর।
ভালে (২) সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে (৩) ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর, আঁচলে মুখ মোছে।
গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

—গোপালদাস

১। আহা মরি। ২। ভালো, উত্তম। ৩। বুকে আলতার রং।

(৪)

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ॥

নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে—
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল॥

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥

চাঁচর কেশর চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়,
মোরা হ'লে মরি লাজে॥

নীল কমল ঝামরু হয়েছে (১),
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন্ রসবতী পাঞা সুধানিধি
নিঙাড়ি লয়েছে সেহ॥

কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া (২)।
কহে চণ্ডীদাস— আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

—চণ্ডীদাস

১। নীলকমল সদৃশ তোমার মুখ শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে। ২। তেজ, তিরস্কার

(১)
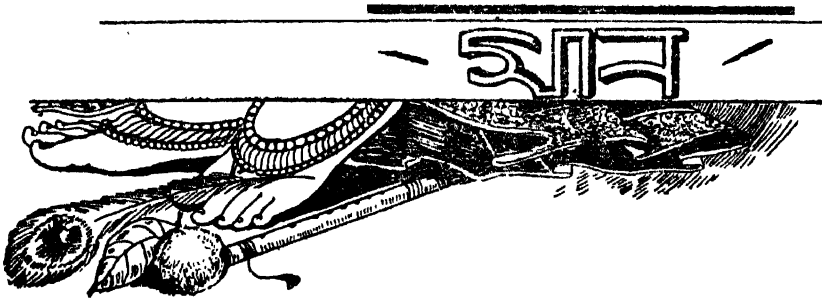
রাইক নিঠুর বচন শুনি' সহচরী
মীলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রমভরে বচন কহে গদগদ,
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব, দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি' ভেল চমকিত,
না ফুরয়ে এহ আধ বাণী॥
"কা" বোল বোলইতে শুনই না পারই—
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই,—
বজর শবদ সম মানি (১)॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে,
কৈছে মিলায়ব আনি'॥
নীল-বসন-বর, নীল চুড়ি কর,
পৌতিক মাল উতারি।
করি-রদ (২) চুড়ি কর, মোতি মালবর,
পহিরণ অরুণিম শাড়ী॥

১। কানু বা কালা শব্দের আদ্যক্ষরে কা শুনিতেই রাধার ক্রোধ হয় এবং সেই শব্দ বজ্রধ্বনিতুল্য মনে হয়। জৈমিনি মুনি বজ্র-বারক ঋষি বলিয়া তাঁহার নাম করেন।
২। হাতীর দাঁতের।

অসিত চিত্র কর উর পর আছিল,
মিটাইল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ-তিলক ধোই দৃগঞ্চল (৩),
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি' মধুপ-সুত-শ্যামা (৪)।
তৃণ-অগ্রে করি' মলয়জে রঞ্জল,
সবহু ছাপায়লি রামা ॥
জলধর হেরি' চন্দ্রাতপে ঝাঁপল,
শ্যামরি সখী নাহি পাশ।
তমাল-তরুগণে চুনে লেপায়ল,
শিখী পিকু দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোষাই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে (৫)
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর-ডরে ধনী চম্পক-তরুতলে
লোচনে জল ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি' মুকুর করে পটকল,—
টুটি' ভৈ গেল শতচূর ॥
মেরু সম মান কোপ সুমেরু সম,
দেখি' ভেল রেণু সমান।
চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ (৬) কান ॥

—চম্পতিপতি

৩। নয়নের প্রান্ত। ৪। ভ্রমরশিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র শ্যামবর্ণ। ৫। পিঞ্জর ঝট্‌কা দিয়া ফট্ করিয়া নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেই। ৬। সোজা গমন করো।

(২)

নয়নের নীর নিঝরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন সোঙারি তখন
মুরছিত গড়ি যায় (১) ॥

বামা হে, তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ দুঃসহ কঠিন,
এবার রাখহ প্রাণ ॥

কুসুম-লতা ধরি' আলিঙ্গয়ে,
তুয়া কলেবর ভানে (২)।
পরশে বিরস ভৈ গেল মাধব,
মুরুছে মদন-বাণে ॥

শিরিষ-কুসুমে শেজ বিছাওই
কাম-শরে অগেয়ান (৩)।
গরল-অধিক চন্দন লেপন,
তেজিতে চাহে পরাণ ॥

—অজ্ঞাত

১। কৃষ্ণের নয়নের জল নির্ঝরধারার ন্যায় অবিরল ক্ষরিত হয় এবং তাহার উপর চাঁদের ছায়া পড়ে ; তাহাতে রাধার চন্দ্রবদনের কথা স্মরণ হয় ও কৃষ্ণ মুর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যান। ২। তোমার দেহ মনে করিয়া কৃষ্ণ কুসুমিত লতাকে আলিঙ্গন করেন। ৩। কোমল পেলব শিরীষ-কুসুমও কৃষ্ণের কাছে তীক্ষ্ণ কামশর বলিয়া মনে হয়।

(৩)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন,
বহই দিবস সব যাব (১)।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি' যায়ব,
পর-উপকার সে লাভ॥

সুন্দরি, হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই,
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥

বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়,
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি' দেই (২)।—
তুহুঁ ধনী গুণবতী উধার গোকুলপতি,—
ত্রিভুবন ভরি' যশ লেই॥

লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি' মান।
তুয়া অভিমান লাগি' সোই আকুল—
কবি বিদ্যাপতি ভাণ (৩)॥

—বিদ্যাপতি

১। তিলার্দ্ধ দিবস যৌবন রাখিতে পারিবে, পরে তো তাহা বহিয়া যাইবে। ২। কৃষ্ণ তোমার কুচকুম্ভের দিকে লক্ষ্য করিয়া বিরহসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতেছেন ও ভাবিতেছেন ঐ কুম্ভ ধরিতে পারিলে আমি বিরহসিন্ধুতে ভাসিয়া সাঁতার দিতে পারিতাম। ৩। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে কানুকে দেখিতে পাইলে সেইদিন শুভদিন বলিয়া মানে, তোর অভিমানের জন্য সেই কানু আকুল হইয়াছেন।

(৪)

সখি হে, না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
ঐছন কুটিল কান॥

কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গূড়।
কনয়া কলস বিষে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর (১)॥

কানু সে সুজন, হাম দুরজন,
তাকর (২) বচনে যাই।
হৃদয়-মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই (৩)॥

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ (৪)।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

—বিদ্যাপতি

১। কঠিন কাঠের গোলার উপর গুড় মাখাইয়া মোয়া বানাইয়াছে ও কনক কলসে বিষ ভরিয়া উপরে একটু দুধ চাপা দিয়াছে—সে পয়োমুখ বিষকুম্ভ ইহা আমি চিনিয়াছি।
২। তাহার। ৩। কোটির মধ্যে একটি লোক পাওয়া যায় যাহার মনে মুখে সমান।
৪। কানু এমন কপট যে সে যে ফুল ফেলিয়া ত্যাগ করে তাহাতেই পূজাও করে এবং সেই ফুলকেই ফুলবাণ করিয়াও তুলে।

ছুওনা ছুওনা বঁধু ঐখানে থাক

পৃষ্ঠা—১৯৯

(৫)

কাঞ্চন-কুসুম-জোতি পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি' বাঢ়ায়লুঁ আশ॥
তাকর মূলে দিলুঁ দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার (১)॥
জাতি গোয়ালিনি হাম মতি-হীন।
কুজনক পীরিতি মরণ-অধীন (২)॥
হা হা বিহি (৩) মোহে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি' মূল ডুবি' গেল (৪)॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুড় নহক সমান (৫)॥

—বিদ্যাপতি

১। অতসীফুলের গাছে স্বর্ণবর্ণ ফুল ফুটিতে দেখিয়া মনে করিলাম, ফুল যখন এমন সুন্দর স্বর্ণবর্ণ তখন ইহার ফলের মধ্যে রত্ন থাকিবে; সেই আশায় গাছে দুধ ঢালিয়া পালন করিলাম; ফলও পাকিল, কিন্তু রত্নের সঙ্গে খোঁজ নাই, ঝুমঝুমি ফলের ঝনঝনানিই সার। ২। কুজনের প্রেম মৃত্যুর অধীন অর্থাৎ মৃত্যু আনয়ন করে। ৩। বিধি। ৪। লাভের আশায় ব্যবসায় করিতে গিয়া মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল। ৫। কুকুরের লাঙ্গুলের ন্যায় স্বভাববক্র ব্যক্তি কিছুতেই সরল হয় না।

(৬)

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈছন ভিন ভিন ঝূর (১) ॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ।
করইতে আনু আন ভেল রঙ্গ ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥
তুয়া লাগি' যো হরি করত ধেয়ান।
সো সুখে তুহু ধনি ভেলি অগেয়ান ॥
ধরণী-বিলম্বিত বিরস-বয়ান।
কাহে বাঢ়াহ অকারণ মান ॥
শ্যাম-কলেবর ধূলিক সাথ।
মলিন বদন ভেল দূবর গাত (২) ॥
কমল-নয়ানে নীর ঘন গলই।
তোহার অরুণ দিঠি নিঝরহিঁ ঝরই (৩) ॥
সো তনু ছট-ফট মদনকি বাণে।
তোহারি মরম-দুখ মরমহি জানে ॥
করুণ-নয়নি বৈঠহ পিয়া পাশ।
চরণে লাগি' কহ গোবিন্দদাস ॥

—গোবিন্দদাস
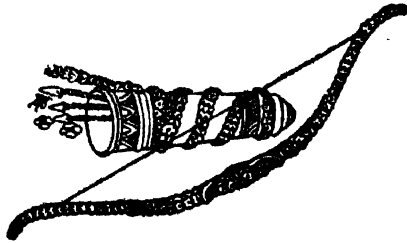
১। ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রন্দন করে। ২। দুর্ব্বলগাত্র। ৩। নির্ঝর ঝরিতেছে।

(৭)

চাহ মুখ তুলি' রাই চাহ মুখ তুলি'।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
অভিমান দূরে করি' চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥
রাই, কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি (১)।
বিহি নিরমিল তুহে পিরীতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে—কেবা জানিবে মরম॥

—জ্ঞানদাস

১। অগ্রণী।

(৮)

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম ।
স্বপনে জপন মোর তেহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি ধনি রসময়ি রাধা ।
কবহুঁ করহ জানি ইহ রস বাধা ॥
অঙ্গুল-আগ পরশ যব পাই ।
সুখের সায়রে রহি' ওর না যাই ॥
লোচন-ইঙ্গিত করু মোহে দান ।
জ্ঞানদাস কহ—অকারণ মান ॥

—জ্ঞানদাস

কলহান্তরিতা

(৯)

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু—
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥

তপ বরত কত করি' দিন যামিনী
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঁই ঠেলিনু পায়॥

আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া— ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মানেরই দায়॥

জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে দীন চণ্ডীদাস— কি ফল হইবে বল
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া॥

—দীন চণ্ডীদাস

(১০)

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল (১) ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন ।
দুঁহুক মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী ।
কানুঠাম কহবি বিছুরল জনি ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী ।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ জান ।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

—রায় রামানন্দ
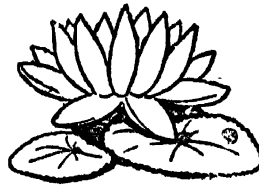
১। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল। তাহা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিল, অবধি পাইলাম না। সে রমণ নয়, আমিও রমণী নই, (অর্থাৎ সে ভোক্তা আমি উপভোগ্যা বলিয়াই নহে স্বভাবতই এই অহৈতুকী সহজ প্রীতি জন্মিয়াছিল); মনোভবই দুইজনের মনকে পিষ্ট করিয়াছিল (মিলাইয়াছিল)। দূতী খুঁজি নাই, অন্যকেও খুঁজি নাই, দুজনের মিলনে মনোভবই মধ্যস্থ হইয়াছিল। সখি কানুকে সেই সমস্ত প্রেম-কাহিনী বলিও, যেন ভুলিও না। এখন তাহার বিরাগে তুমি দূতী হইলে, সুপুরুষের প্রেমের রীতিই এমনি। মহারাজ প্রতাপ রুদ্র ইহা জানেন। রামানন্দ রায় কবি বলিতেছেন।

অহেতুক মান

(১১)

এ সখি, অদভুত প্রেমতরঙ্গ।
দুহুঁ অদরশে দুহুঁ অতি সে বিয়াকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ॥

মরকত-কনক- মুকুর জিনি দুহুঁ তনু,
দুহুঁ ছাহ হেরি দুহুঁ অঙ্গে।
দুহুঁ জন দেখি' হৃদয়ে দ্বিধা উপজল,
দুহুঁ বৈঠল মুখ বঙ্কে (১)॥

কিয়ে দুহুঁ মনহিঁ রোখ (২) অতি বাঢ়ল,
দোহেঁ চলু তেজইতে প্রাণে।
নিবিড় কুঞ্জে দোঁহে দৈবে মিলায়ল
কোরে কয়ল আন ভানে॥

কোরহি পরশে মদন দুহুঁ উপজল,
গেলহিঁ দুর দুরভান (৩)।
কত কত চুম্বন কতহি আলিঙ্গন
প্রেমদাস রস গান॥

—প্রেমদাস

১। কৃষ্ণের দেহ মরকতমণি-নির্ম্মিত দর্পণের ন্যায় মসৃণ স্বচ্ছ এবং রাধার দেহ স্বর্ণদর্পণ সদৃশ; রাধার দেহের ছায়া কৃষ্ণের অঙ্গে ও কৃষ্ণের দেহচ্ছায়া রাধা-অঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে; রাধা কৃষ্ণ-অঙ্গে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে করিতেছেন কৃষ্ণ অপর কোন রমণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, আবার কৃষ্ণও রাধা-অঙ্গে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া রাধাকে অপর পুরুষানুরাগিণী মনে করিতেছেন; ইহাতে উভয়েরই অভিমান উৎপন্ন হইতেছে এবং উভয়ে বিমুখ হইয়া বসিতেছেন। ২। রোষ। ৩। দুর্ভান অর্থাৎ বিপরীত ধারণা।

মিলন

(১২)

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস ॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল একসঙ্গ ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥

—নরোত্তম দাস

কৃষ্ণের প্রীতি

(১)

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি ॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাসুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

—চণ্ডীদাস (দ্বিজ)

(২)

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কাঁদিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখি লোর দেখি কয় কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কানু নাম লৈতে না দেয় দারুণ শ্বাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাট শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

—বলরাম-দাস

(৩)

বাঁশী বাজানো জানো না ।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে ।
নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আমি মইরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি ।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও
ডালে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাঁও ॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি ।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥

—চাঁদ কাজি
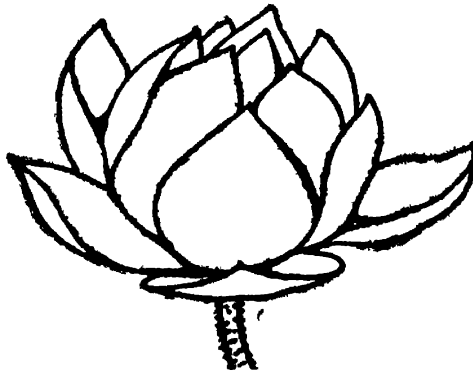
বংশীপ্রতি

(৪)

মুরলি রে মিনতি করিয়ে বার বার ।
শ্যামের বদনে রৈয়া রাধা রাধা নাম লইয়া
তুমি মেনে না বাজিও আর ॥

খলের বদনে থাক রাধা রাধা বলে ডাক
গুরুজনা করে অপযশ ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপণা
তুমি কেনে হও তার বশ ॥

তোমার মধুর স্বরে রহিতে না পারি ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে ছুনয়ান ।
পহিলে বাজিলে যবে কুলশীল গেল তবে
অবশেষে আছে মোর প্রাণ ॥

যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকলি গেল
তোরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয় ।
এ উদ্ধব দাস ভণে যে বাঁশীর গান শুনে
সে জন তেজয়ে কুলভয় ॥

—উদ্ধবদাস

(৫)

ছিদ্রজালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুরলি।
অতি-লঘু সুকঠিন হৃদয় তোহারি॥
নীরস তোমার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ করে থাক তুমি কোন্ পুণ্যোদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহি অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলে তার নিবিড় চুম্বন॥
যত্নুনাথ দাসে বলে শুনহ মুরলি।
নারী প্রাণ লওয়া হেন কোথায় পাইলি॥

—যত্নুনাথ-দাস

নিজপ্রতি

(৬)

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভেদিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরিতি অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতয়ে সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি মোর বধিলে পরাণ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

(৭)
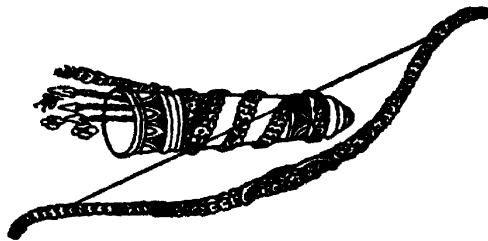
যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায়।
আন পথে ধাই পদ কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
যার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয়গণ সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(৮)

অনুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতি তলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ ॥

সখি হে তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অবিরত যার মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতীকার ॥

যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায় ॥

মরমে গুমরি মরি কহিবারে নাহি পারি
শুন শুন পরাণের সই ।
শ্রীনিবাস দাস ভণে শ্যাম জাগে রাত্রি দিনে
এ দুখ কাহার কাছে কই ॥

—শ্রীনিবাস আচার্য্য

(৯)

আঁধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরি।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী ॥
কথার দোসর নাই যাকে কহ দুখ।
দেখিতে না পাঁও চাঁদ সুরুযের মুখ ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈলে বিদগধ রায় ॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবুত না গণে মনে এত পরমাদ ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিন কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে শ্যামের নাম আইসে মোর মুখে ॥
ভাবেতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরণে না যায় মোর দুটি আঁখির পানি ॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয় ॥

—বলরাম দাস
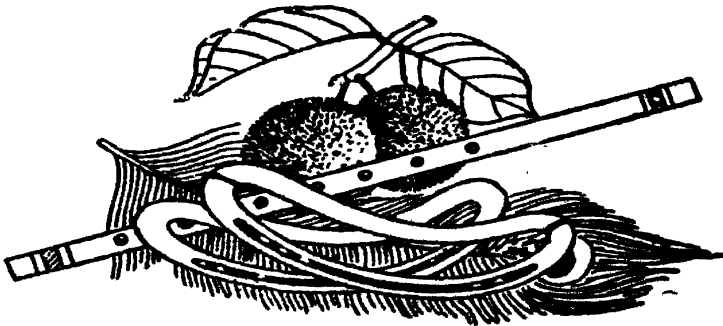
(১০)

একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন ।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল ।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী ।
এমন বেথিত নাই শুনে যে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন ।
কারু কোন দোষ নাই সব একজন ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

সখী প্রতি

(১১)

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥

নয়ন পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

—মুরারি গুপ্ত

(১২)
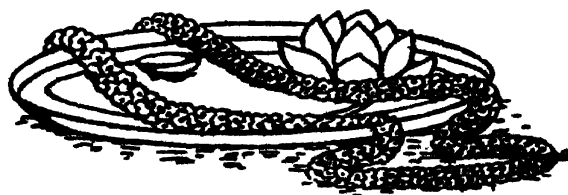
কলঙ্কিনীর মুখ দেখি কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর কভূ না দেখিবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না [illegible] মুঞি যাব বারাইয়া॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডীদাস কহে কেনে হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

(১৩)

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥

সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ সাগর
কো ধনি বিছুরয়ে পার॥

গুরুজন গঞ্জন গৃহপতি তরজন
কুলবতি কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই
মধুর মুরলী আশোয়াস॥

কিয়ে করব কুল দিবস দীপতুল
প্রেম পবনে ঘন ডোল (১)।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত
লাজক জালে আগোর (২)॥

—গোবিন্দদাস

১-২। দিবসের দীপতুল্য নিষ্প্রভ কুলে আর কি করিবে। (সে দীপ) আবার প্রেম পবনে ঘন দুলিতেছে। গোবিন্দ দাস এখনো যত্ন করিয়া তাহাকে লজ্জার জালে আগুলিয়া রাখিয়াছে। (অন্যথায় কোন্ দিন নিভাইয়া যাইত অর্থাৎ কুল আর থাকিত না)।

(১৪)

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
ভানুর কিরণ দেখি॥

উচল বলিয়া অচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে (১)।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে॥

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ অধিক শেল॥

—জ্ঞানদাস

১। উচ্চ বলিয়া পর্ব্বতে উঠিতে গিয়া অগাধ জলে পড়িলাম।

দূতী প্রতি

(১৫)

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে বেথা ।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইলুঁ আপন মাথা ॥

শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল ।
কি ছার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল ॥

সোনার গাগরি বিষ জল ভরি
কেবা আনি দিল আগে ।
করিলুঁ আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥

নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে ।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে ॥

নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে ।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥

লাখ হেম পাইয়া যতনে বাঁধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(১৬)

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।
জন্ম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই॥
না দিলি রসিক মূঢ় মুরুখের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাহি দেখা।
এ পাপ করমে মোর এই ছিল লেখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কবে কহে চণ্ডীদাসে॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

কন্দর্প প্রতি

(১৭)

মনমথ তোহে কি কহিব অনেক ।
দিঠি অপরাধে পরাণ পরিপীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক ॥

ডাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহি আধ ।
আধ নয়ন কোণে হরি অবলোকনে
তাহে ভেল এত পরমাদ ॥

পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো নাহি হেরত কান ।
তোহারি কুসুম শর কতিহুঁ না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ ॥

—অজ্ঞাত

প্রেম প্রতি

(১৮)

পিরিতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নাম্বিলু তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥

কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলবল॥

গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥

কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরিতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

(১৯)

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে ।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে ॥

এ কথা কহিল নহে ।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে ॥

পিয়ার পিরিতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥

কপট পিরিতি আরতি বাঢ়ায়া
মিরিতি সাধিলুঁ কাজে ।
লোকে চরচায়ে কুলের খাঁখার
জগত ভরিল লাজে ॥

হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ ॥

এমতি পিরিতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয় ।
পিরিতি পরাণ সুখ দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(২০)

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরিতি কৈলুঁ ।
পিরিতি বিচ্ছেদে পরাণ না রহে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ ॥

পিরিতি দোসর ধাতা ।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা ॥

পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইলুঁ (১)
পিরিতি গুরুয়া ভার ।
পিরিতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর ॥

সভাই কহয়ে পিরিতি কাহিনী
কে বলে পিরিতি ভাল ।
কানুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধ্বসিয়া গেল ॥

জীবনে মরণে পিরিতি বেয়াধি
হইল যাহার অঙ্গ ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
নিতি নৌতুন রঙ্গ ॥

—জ্ঞানদাস

১। প্রীতি ও মৃত্যু ওজন করিলাম।

(২১)

কি বুকে দারুণ বেথা।
সে দেশে যাইব   যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতির কথা॥

সই কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে   পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥

কুলবতী হইয়া   কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল   যেন সাজাইয়া
আপনি পুড়িয়া মরে॥

হাম অভাগিনী   এ দুখে দুখিনী
সদাই ঝুরিছে আঁখি।
চণ্ডীদাস কয়   যে গতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(২২)
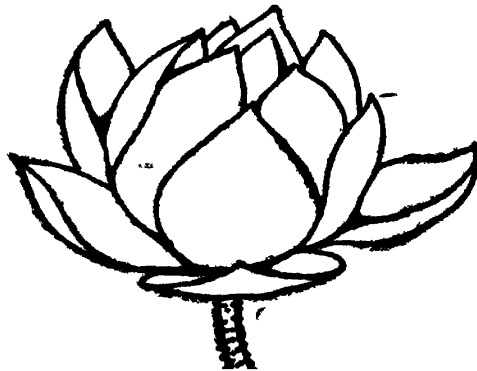
পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটী নয়ান কোণে।
পিরিতি বলিয়া নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কানে॥

সখি কি আর বলিব তোরে।
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে॥

পিরিতি আরতি কভু না করিব
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরিতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে॥

পিরিতি পবন পরশ না লাগে
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভাল জানে চণ্ডীদাস॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস
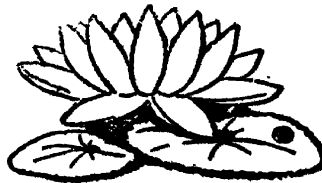
গুরুজন প্রতি

(২৩)

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি ।
ননদী বচনে যেন ধুকে উঁচে আগি ॥
কাহারে কহিব কথা রহি দুখ বাসি ।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা ।
কার সনে কহিব কালিয়া কানু কথা ॥
যত দূরে যায় আঁখি তত দূরে যাব ।
পিরিতি পরাণ ভাগি কোথা গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(২৪)

ছার দেশে বাস হৈল নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী বিনে না জানে বেদনা॥
মন উচাটন সদা হিয়া ঝন ঝনে।
ননদিনী বচনে পাঁজর বিন্ধে ঘুণে॥
জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হইল বিমুখ ননদি হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায়॥
বাসুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
সম্বরণ কর মন আপনা আপনে॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(১)

সজনি, ডাহিন নয়ান কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে মুঞি সোয়াস্ত না পাই গো,
অকুশল হব জানি পাছে॥

শয়নে সপনে আমি ভয় যেন বাসি গো,
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
পিয় সখীর কথা সহনে না যায় গো,
সুখ নাহি পাই নিজ গায়॥

নগর-বাজারে সব কানাকানি করে গো,
ঘরে ঘরে করে উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেয় গো,
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল॥

আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশ যাইব গো,
এই কথা বুঝি অনুমানে।
গোপাল-দাসে কহে— কহিতে লাগয়ে ভয়—
কেবা জানি আইল বিমানে॥

—গোপাল-দাস

(২)

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।
তবধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি॥

সজনি অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদ লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু বিচ্ছেদ হয় জানি॥

কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহে থির
জাগরে নিদ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায়॥

কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুক সারি।
গোবিন্দ দাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥

—গোবিন্দ দাস
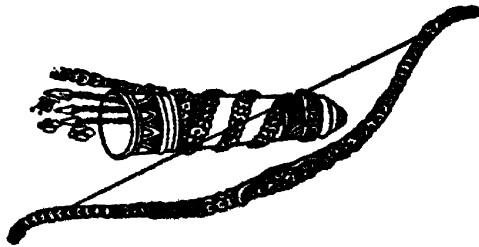
(৩)

জো জন মন মাহ সে নহ দূর।
কমলিনী-বন্ধু হোয় জইসে সূর (১)॥

ঐসন বচন কহয় সব কোয়।
হমর হৃদয় পরতিত নহি হোয়॥

জকর পরশ-বিসলেষ (২) জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি॥

সে জদি দূরহি করতহি বাস।
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস॥

—বিদ্যাপতি

১। সূর্য্য। ২। বিশ্লেষ। যাহার স্পর্শ-বিচ্ছেদ হইলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

(৪)

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর-মুখে॥
অব সোই যমুনা-কূলে।
গোপ গোপী নহি বুলে॥
সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন সমুচিত॥

—বিদ্যাপতি

(৫)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী (১)॥
কৈসনে যাওব যমুনা-তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞো করল ফুল-বারি (২)।
কৈসে জীয়ব হম তাহি নিহারি॥
বিদ্যাপতি কহে—কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি' তঁহি রহু কান॥

—বিদ্যাপতি

১। সকলই। ২। ফুলের কেয়ারি, ফুলের বেড্।

(৬)

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা (১)।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি—শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে, মিলব মুরারি॥

—বিদ্যাপতি
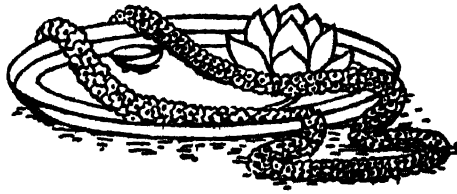
১। (যাহার নিবিড়াশ্লেষে কেশপ্রমাণ ব্যবধানও অসহ্য বলিয়া) বক্ষে বস্ত্র, হার, এমনকি চন্দন পর্য্যন্ত দিলাম না, সে আজ গিরি নদীর অন্তর হইল। পিয়ার গরবে আমি কাহাকেও গণ্য করি নাই। সেই প্রিয় বিনে আজ কে কি না কহিল। মরমে বড় দুঃখ রহিল। প্রিয় যদি ত্যাগ করিল, এ জীবনে কাজ কি? পূর্ব্ব জন্মে বিধি ভ্রমে লিখিয়াছিল। প্রিয়ের দোষ নাই, কর্ম্মে যাহা ছিল (তাহাই হইল)। অন্যের অনুরাগে প্রিয় অন্য দেশে গেল। প্রিয় বিনে পাঁজর ঝাঁঝর (জীর্ণ) হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বরনারি শুন, চিত্তে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

(৭)

মোহি তেজি পিয়া মোর গেল বিদেশ।
কোন পরি খেপব বারি বএস (১) ॥
সেজ ভেল পরিমল, ফুল ভেল বাস (২)।
কতয় (৩) ভমর মোর পরল উপাস ॥
সুমরি (৪) সুমরি চিত নহি রহ থির।
মদন-দহন তন, দগধ শরীর ॥
ভনহি বিদ্যাপতি কবি—জয়রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥

—বিদ্যাপতি
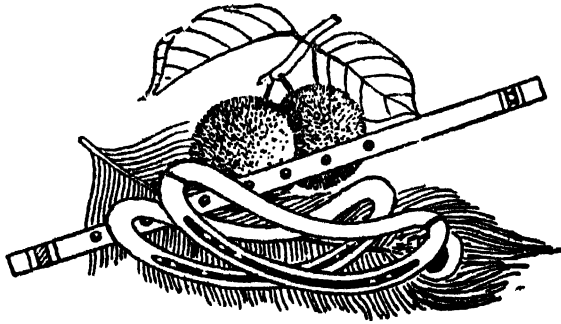
১। কি উপায়ে বালিকা-বয়স ক্ষেপণ বা যাপন করিব। ২। পরিমল শয্যা হইল, ফুল বাসগৃহ হইল। ৩। কোথায়। ৪। স্মরণ করিয়া।

(৮)

কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল (১)।
লিখইতে কালি ভীত ভরি' ভেল (২)॥
ভেল প্রভাত কহত সবহি।
কহ কহ সজনি কালি কবহি (৩)॥
কালি কালি করি' তেজল আশ।
কন্ত নিতান্ত ন মিলল পাশ॥
ভনই বিদ্যাপতি—শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি' (৪)॥

—বিদ্যাপতি

১। কাল আসিব বলিয়া অনুপস্থিতির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কাল পর্য্যন্ত। ২। প্রত্যহ 'কাল আসিবেন' লিখিতে লিখিতে দেয়াল ভরিয়া উঠিল। ৩। সকলেই বলিতেছে সকাল হইয়াছে, কিন্তু সেই কাল কবে আসিবে বল। ৪। মথুরাপুরের রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে।

(৯)

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ (১)।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারি চাতক মরি গেল ॥
আন কয়ল চিতে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারি।
মরণ সমাপল প্রেম বিথারি ॥

—বিদ্যাপতি

১। নাথের দর্শন সুখে বিধাতা বাদ সাধিল। বিনা অপরাধে (প্রেম) অঙ্কুরে ভাঙ্গিয়া গেল। সুখময় সায়র মরুতে পরিণত হইল। জলদের দিকে চাহিয়া (পিপাসার বারি না পাইয়া) চাতক মরিয়া গেল। এক মনে করিলাম, বিধাতা অন্যরূপ করিল। কঠিন প্রাণ এখনও নির্গত হয় না। সখি, হৃদয়ে বহু আশা করিয়াছিলাম, সুপুরুষ নাথের দর্শন পাইলাম না। কর্ণমূলে শ্যাম নাম গান কর। (নাম) জপিতে জপিতে কঠিন প্রাণ নির্গত হউক। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সুপুরুষে প্রেম বিস্তার নারীর মরণে সমাপ্ত হইল (সুপুরুষে প্রেম-বিস্তারের পরিণাম মৃত্যু)।

(১০)

প্রেমক অঙ্কুর,   জাত আত ভেল,
ন ভেল যুগল পলাশা (১)।
প্রতিপদ-চাঁদ   উদয় জৈসে যামিনী,
সুখ-লব (২) ভৈ গেল নিরাশা ॥

সখি হে, অব মোহে নিঠুর মধাই,—
অবধি রহল বিসরাই (৩) ॥

সুরতরু-তল যব   ছায়া ছোড়ল,
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিনফলে (৪)   শীত ন বারল,
হম জীয়ব কথি লাগি ॥

সজনি, আব নহি বুঝিয়ে বিচার।
ধনকা আরতি   ধনপতি ন পূরল,
রহল জনম-দুখ-ভার ॥

কো-জানে চাঁদ   চকোরিণী বঞ্চব,—
মাধবী মধুপ সুজান (৫)।
অনুভবি কানু-   পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমান (৬) ॥

১। প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ করিতে না করিতে আতপ দেখা দিল (আতপ=বিরহরূপ সূর্য্যকিরণ, কণ্ঠরোধহেতু আতপের প-লোপ) তাহাতে দুটি পাতাও গজাইতে পারিল না। ২। সুখ-লেশ, সুখ-কণা। ৩। কাল আসিব বলিয়া যে অনুপস্থিতিকালের সীমা দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া রহিল। ৪। দুর্দ্দিন বশতঃ। ৫-৬। কে জানে চাঁদ চকোরিণীকে এবং সুজন মধুপ মাধবীকে বঞ্চনা করিবে। কানুর প্রেম অনুভব করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া অনুমান হইতেছে যে তাঁহার কোন দোষ নাই, বিধাতার কাজে কোন শৃঙ্খলা নাই (অথবা আমার এই দুর্দ্দশা বিধাতারই সৃষ্টি)।

পাপ পরাণ মম আন নহি জানত
কাহ্নু কাহ্নু করি' ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ— নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পূর॥

—বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

(১১)

সখি হে, হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি' বরিখন্তিয়া (১)।
কান্ত পাহুন (২), কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া (৩)॥

কুলিশ-কত-শত- পাত-মোদিত (৪)
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরি (৫) ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

তিমির দিগ ভরি' ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
কহয়ে শেখর কৈসে গমায়ব
হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

—রায় শেখর
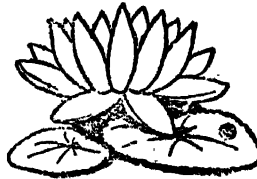
১। ঘন মেঘ ঝাঁপিয়া আসিয়াছে; চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিতেছে এবং ভুবন ভরিয়া বর্ষণ করিতেছে। ২। প্রবাসী, বিদেশবাসী। ৩। সঘনে খর শর আঘাত করিতেছে। ৪। কত শত বজ্রপাতের শব্দে আমোদিত। ৫। ভেক।

(১২০)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন (১)
কোকিল পঞ্চম গাবই রে।
মলয়ানিল হিম শিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশ না আবই রে॥

চান্দ চন্দন তনু আধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূর দেশ
জানলুঁ বিহি প্রতিকূল॥

অনিমিখ নয়নে কানু মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥

দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥

—বিদ্যাপতি

১। কাননে কুঞ্জকুটীরে নূতন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। কোকিল পঞ্চমে গান করিতেছে। মলয় পবন হিমাচলে গমন করিল। প্রিয় নিজ দেশে আসিল না। চান্দ ও চন্দনে তনু অধিক উত্তপ্ত হইতেছে। উপবনে অলি মাতিয়া উঠিয়াছে। সময় বসন্ত, কান্ত দূর দেশে রহিলেন। জানিলাম বিধাতা প্রতিকূল হইয়াছে। অনিমিখ নয়নে কান্তমুখ নিরীক্ষণ করিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না। এ সুখের সময়েও এত সঙ্কট অবলা কঠিন প্রাণ বলিয়াই সহ্য করিতেছে। শিশিরে পদ্মিনীর ন্যায় দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে। না জানি ইহার পরিণাম কি? বিদ্যাপতি বলিতেছেন ধিক ধিক জীবন, মাধব নিষ্ঠুরের শেষ।

(১৩)

মোর বন বন শোর শুনত (১)
বাঢ়ত মনমথ পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল
অবহুঁ গগন গম্ভীর॥

দিবস রয়না আ-রি সখি কৈছে
মোহন বিনে যাওয়ে॥ ধ্রু॥

আওয়ে শাওন বরিখে ভাওন
ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটত কৈছে রে
জীয়ে বিরহিনি নারি॥

আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি
ছুটত মদন কন্দুক॥

অছুহ আশিন গগন ভাখিণ
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাস কি বোল॥

—ভূপতি সিংহ

১। বনে বনে ময়ূরের কেকাধ্বনি শুনিতেছি। মনমথপীড়া বাড়িতেছে। (চাতুর্ম্মাস্তের) প্রথম ছাড় আষাঢ় আসিল। এখন গগন গম্ভীর। ওরে সখি মোহন বিনা দিন রজনী কিরূপে যাইবে? শ্রাবণ আসিল। মেঘ শোভন ভঙ্গিতে বারি বর্ষণ করিতেছে। মদনের বাণ ছুটিতেছে, বিরহিণী নারী কেমনে বাঁচিবে? ভাদ্র আসিল। মাধব বিনা এ দুঃখ কাহাকে কহিব? ডাহুকী নির্ভয়ে ডর ডর রবে ডাকিতেছে। মদনের ক্রীড়া-গোলক ছুটিতেছে। আশ্বিনও এইরূপ। গগন আভাহীন, মেঘদল ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে। ভূপতি সিংহ এই চাতুর্ম্মাস্তের কথা বলিতেছেন।

(১৪)

শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি (১) ।
চলতহি পেখলুঁ নয়ন পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি ।
শূনহি মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি ॥
দেখ সখি নিলজ জীবন মোয় ।
পিরিতি জানায়ত অব ঘন রোয় ॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ কুটির ।
সোই যমুনা জল মলয় সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক ।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এতদিনে জানলুঁ বচনক অন্ত ।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ ।
সম্বাদি না আয়ত গোবিন্দ দাস ॥

—গোবিন্দ দাস

১। মাধব মথুরা যাইবেন শুনিলাম। মথুরা চলিয়া গেলেন, নয়ন মেলিয়া দেখিলাম। পালটিয়া চাহিতে আমি চাহিয়াই রহিলাম। শূন্য মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। (প্রাণ তখনও গেল না)। দেখ সখি, নিলাজ জীবন এখন অবিশ্রান্ত কাঁদিয়া পীরিতি জানাইতেছে। সেই কুসুমিত কানন, কুঞ্জকুটীর, যমুনা-বারি, মলয় সমীর, সেই হিমকর (একদিন কতই না আনন্দ দান করিত) দেখিয়া চমক লাগিতেছে। কানু বিনা এ জীবন কেবলই কলঙ্ক। এতদিনে শেষ কথা জানিলাম—প্রেম চপল (ক্ষণভঙ্গুর)। দুরন্ত জীবন স্থির। (অতি দুঃখেও জীবন অন্ত হইবার নয়) তাহাতে আবার আশার বেড়ি অত্যন্ত দুঃখজনক। গোবিন্দ দাস সংবাদ জানিয়া আসিতেছে না।

(১৫)

শীতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গ সুখ লালসে
খোয়লুঁ কুল ধরম গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥

প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি
মরিলে হম করিহ ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজ মাঝে॥

হমারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরুচি তরু তমাল ডালে।
প্রতি দিবস সবহুঁ মেলি নিচয়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠই ঊষ কালে॥

সকল পরসঙ্গে তোরা স্মৃতি করবি মোরি সখি
নাম লেই অভাগি ধনি রাই।
ললিতা মতি হার লেহ আপন গলে ধারবি
তোহে নিজ চিহ্ন দেই যাই॥

বিশাখা সখি বলয় লেহ ইন্দুরেখা অঙ্গুরি
নাস অভরণ লেহ চিত্রা।
লম্ব অবতংস লেহ শ্রুতি যুগলে ধারবি
সুদেবি অতি নির্ম্মল চরিত্রা॥

এতহুঁ সম্বাদ কহি খোলই সব ভুখণে
দেই যত আলিগণে বাঁটি।
পাণিতলে ঘাত বুকে মাথে ঘন মারই
শশিশেখর মরত জীউ ফাটি॥

—শশিশেখর

(১৬)

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলই যব গোকুল চন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাঁহি হোই মৃদুবাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো রসময় তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

—গোবিন্দ দাস

১। প্রভু যেখানে অরুণ চরণে যাতায়াত করেন, সেখানে সেখানে আমার গাত্র ধরণী হউক। যে সরোবরে প্রভু নিত্য নিত্য স্নান করেন, আমার অঙ্গ তাহাতে সলিল হউক। সখি (মরিলেও) যদি গোকুলচন্দ্রকে পাওয়া যায়, তবে বিরহে মৃত্যুই নির্দ্বন্দ্ব (নির্বিবাদ, নিরাপদ)। যে দর্পণে প্রভু আপনার মুখ দর্শন করেন, আমার দেহ তাহাতে জ্যোতি হউক। যে বৃন্তে প্রভু আপনার গাত্রে বীজন করেন, আমার দেহ তাহাতে মৃদু বায়ু হউক। যেখানে যেখানে প্রভু ভ্রমণ করেন, সেখানে সেখানে আমার দেহ আকাশ হউক। (আমার দেহের মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ উপাদান, পঞ্চভূত আমার দেহান্তে যেন উক্ত পঞ্চরূপে প্রভুর সেবা করিতে পায়)। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন ওগো কাঞ্চন গোরি, সেই রসময় দেহ কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারেন।

(১৭)

সজনি, কে কহ আওব মধাই।
বিরহ-পয়োধি- পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নহি পতিয়াই (১)॥

এখন তখন করি' দিবস গমাওল,
দিবস দিবস করি' মাসা।
মাস মাস করি' বরষ গমাওল,
ছোড়লুঁ জীবন আশা॥

বরষ বরষ করি' সময় গমাওল,
খোয়লুঁ তনুক আশে।
হিমকর-কিরণ নলিনী যদি জারব (২),
কি করব মাধবী মাসে॥

অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে (৩)।
ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব,
কি করব সে পিয়া-নেহে (৪)॥

হরি হরি! কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব,
কে দূর করব পিয়াসা॥

১। প্রত্যয় হয়। ২। জ্বালাইবে, জীর্ণ করিবে। ৩। মেঘে। ৪। স্নেহে, প্রীতিতে।

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব,
শশধর বরিখব (৫) আগি।
চিন্তামণি যব নিজ-গুণ-ছোড়ব,
কি মোর করম অভাগি॥

শ্রাবণ-মাহ-ঘন (৬) বিন্দু ন বরিখব,
সুরতরু বাঁঝ কি ছান্দে (৭)।
গিরিধর সেবি' ঠাম (৮) নাহি পায়ব,
বিদ্যাপতি রহু ধান্ধে॥

—বিদ্যাপতি

৫। বর্ষণ করিবে। ৬। শ্রাবণ মাসের মেঘ। ৭। কল্পতরু যদি বন্ধ্য হয়। ৮। স্থান, আশ্রয়।

(১৮)

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
রোপিণু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে ॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরুশাখায় রহিল সারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা-সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি' পিয়া যেন দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহব শেখর বচন না ফুর ॥

—শেখর

বিরহ

ঈ' ভরা বদর মাহ ভাদর—

শূন্য মন্দির মোর ॥

পৃষ্ঠা—২৪৯

(১৯)

তুহু সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব
কানু কানু করি' ঝুর ॥

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত,
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল,
বিসরল নগর বাজার ॥

কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতি-তলে লুঠই,
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক মুক ময়ূরী না নাচত,
কোকিলা না করতহি গান ॥

বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব,
দশ দিগ বিরহ-হুতাশ।
সহজে যমুনা-জল অধিক অধিক ভেল—
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

—গোবিন্দদাস
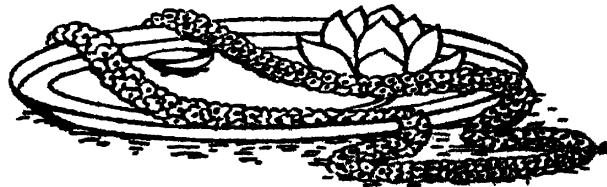
(২০)

কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরি সলিল বিন গোঁয়াইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥

ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে (১)।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসো হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরিতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরিতি না রয়॥

যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি (২)।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি (৩)॥

—মুরারি গুপ্ত

১। এক রতি ঘৃত দিয়া এক যুগ যাহা জ্বলিবে, এমন প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিলে, ঘৃত যোগান না দিলে তাহা কেমন করিয়া জ্বলিবে? ২-৩। যত সুখে বাড়াইয়াছিলে, তত দুঃখ দিয়া পোড়াইলে। কুমুদবন্ধুর মত তোমার ব্যবহার। মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন—একমাসে দ্বিপক্ষ দেশছাড়া হইল। নিদানে কুহুরাত্রি হইল। (আমাদের অদৃষ্টে শুক্ল পক্ষের আর দেখা মিলিল না। শেষ পর্য্যন্ত অমাবস্যা সার হইল)।

(১)

সখি, আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপালি (১) কহিয়া গেল॥

চিকুর ফুরিছে, বসন উড়িছে,
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার॥

প্রভাত-সময় কাক কোলাহলি'
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় (২)॥

মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
জ্ঞানদাস কহে— সব ভেল শুভ,
বিহি ভেল অনুকূল॥

—জ্ঞানদাস

১। কপাল দেখিয়া যাহারা অদৃষ্ট গণনা করে। ২। কাকচরিত্র সঙ্কেতাদ্বারা শুভাশুভ প্রকাশ করে; কাককে প্রিয়ের আগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে আহার ছাড়িয়া উড়িয়া অন্যত্র বসিয়া জানাইয়াছিল যে প্রিয় সকল আকর্ষণ ছাড়িয়া আসিবে।

(২)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলেত ভাল॥
এ-সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

—চণ্ডীদাস
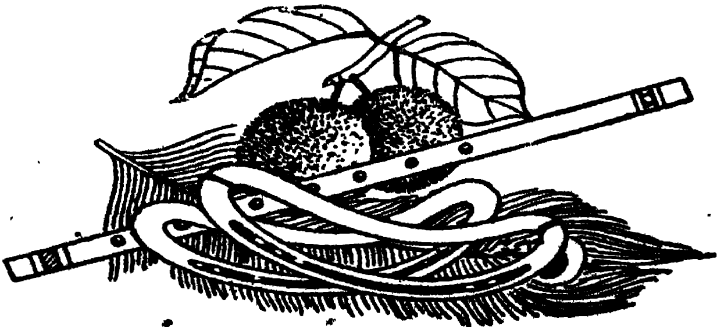
(৩)

আজু রজনী হম ভাগে (১) পোহায়নু—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা (২)॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ-বাণ অব লাখ-বাণ হোউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা॥

অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি (৩) নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা (৪)॥

—বিদ্যাপতি

১। ভাগ্যে। ২। নির্দ্বন্দ্ব, দ্বিধাশূন্য। ৩। অল্পভাগ্যবতী। ৪। তোমার নবীন প্রেম ধন্য।

(৪)

কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর (১) ।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল ।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই ।
তব (২) হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরীষির বা ।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না (৩) ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি—শুন বরনারি ।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥

—বিদ্যাপতি

১। আনন্দের সীমা। ২। তবু। ৩। প্রিয় আমার শীতের গাত্রাবরণ, গ্রীষ্মের বাতাস, বর্ষার ছত্র এবং সমুদ্রের নৌকা।

(৫)

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ অছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি-পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ-ওর (১)।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥
ভনহি বিদ্যাপতি—আর নহ আধি (২)।
সমুচিত ঔষধে ন রহ বেয়াধি (৩)॥

—বিদ্যাপতি

১। আনন্দ-সীমা। ২। রোগ, ব্যাধি। ৩। উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে ব্যাধি থাকে না।

(৬)

ওহে শ্যাম, ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে রাখিব সেখানে
হেন মোর মনে করে॥

লোক-হাসি হোক্, জাতি যায় যাক্,
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি ঘুচাইলে বিধি,
আর কোথা গেলে পাব॥

কাহারে কহিব, কেবা প্রত্যাইব,
আমার যন্ত্রণা যত।
তোমার লাগিয়া যতেক সহিয়ে,
নহিলে পরমাদ হ'ত॥

রাধার বচন শুনি' রসিক বর নাগর
গদগদ ভেল দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে বশ আছি
মরমে বান্ধিলে লেহা (১)॥

চণ্ডীদাসে কয়— দুয়ে এক হয়—
হয় বা না হয় ভিনু।
রহে সে রসিয়া দুহু মিশাইয়া—
রাই কানু একই তনু॥

—দীন চণ্ডীদাস

১। স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ, প্রেম।

(১)

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সত সঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধু রে॥

শীত আতপ বাত বরিখণ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিলু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগি রে॥

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে॥

—গোবিন্দ দাস

(২)

শ্যামর গৌর বরণ একু দেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগর মুরতি রসসার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করিল হরি নাম বাখান।
নারি পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন॥
ত্রিপুরা চরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥

—কবিরঞ্জন

(৩)
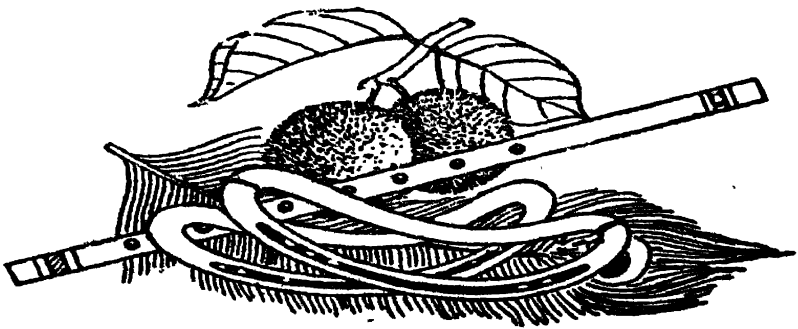
গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারি॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

—নরোত্তমদাস
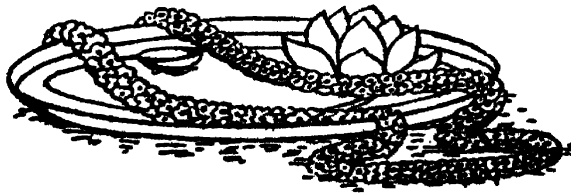
(৪)

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান॥
লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল॥

—লোচন দাস

(৫)

গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়
পদভরে মহী টলমল।
গতি মত্ত সিংহ জিনি কম্পমান মেদিনী
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥

আওত অবধৌত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন করে হরি সংকীর্ত্তন
পতিত পাবন দীনবন্ধু॥

হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে॥

শেষশায়ী সংকর্ষণ অবতারি নারায়ণ
যার অংশ কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিণী নন্দন॥

যার লীলা লাবণ্যধাম আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পঁহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥

ব্রজের বৈদগ্ধী সার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধ হয়
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥

—বলরাম দাস
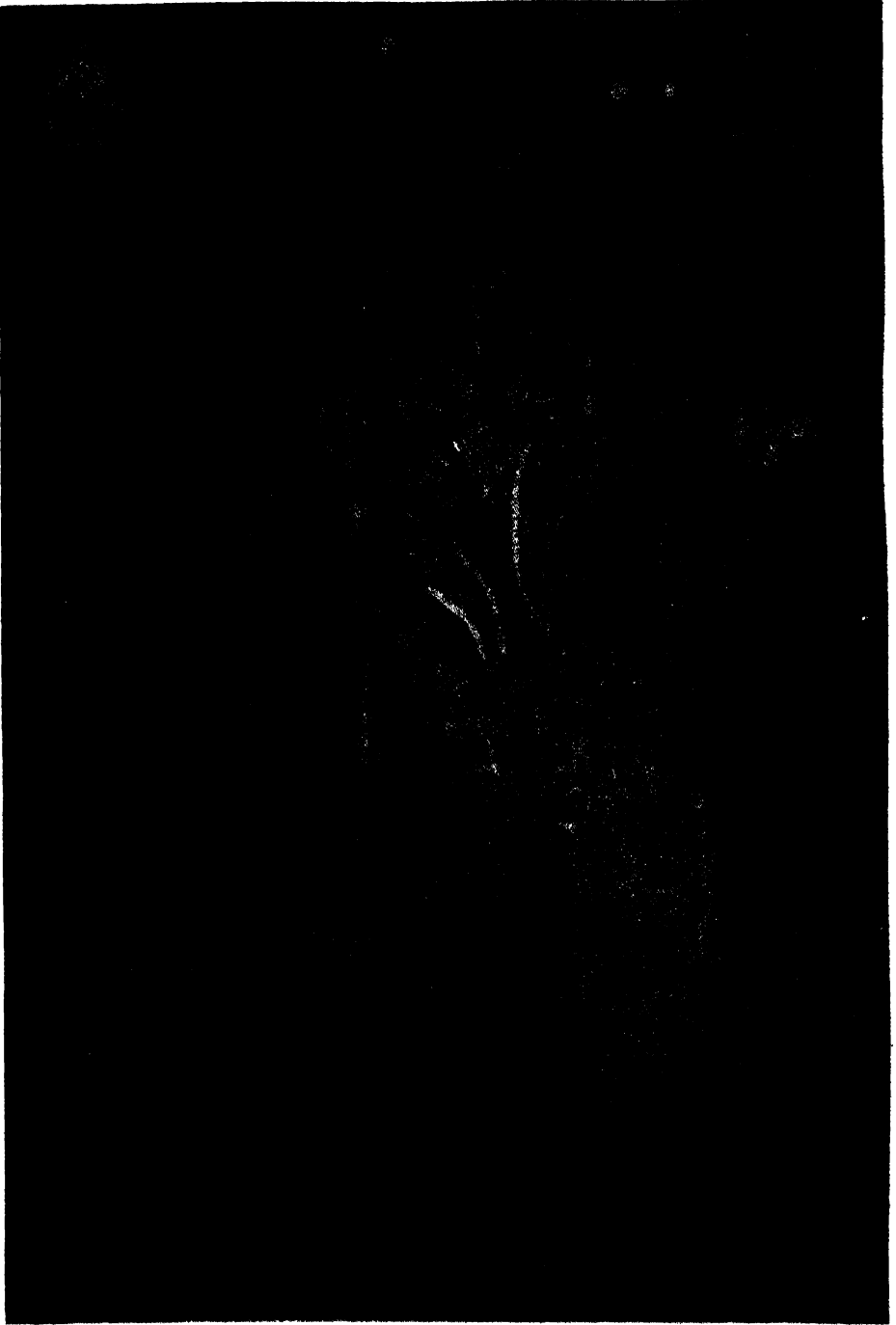
ভাব-সম্মিলন-

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

পৃষ্ঠা—২৬২

(৬)

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় ।
যাহার হুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর ।
যার প্রেম-রসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায় ।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্য গুণ গায় ॥
তাহার চরণে যেবা লইলা শরণ ।
সেজন পাইলা গৌর প্রেম মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ ॥

—লোচনদাস

(৭)

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইলু ॥

গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না হইল কেনে তায় ।
এ সংসার দাবানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই ।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥

হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানু সুতাযুত
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তম দাসে গায় না ঠেলহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

—নরোত্তম দাস

(৮)

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু   শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি   নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি   বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥

স্বরূপ সনাতন রূপ   রঘুনাথ ভট্ট যুগ
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম   বৃন্দাবন হেন স্থান
সেহ ধামে না কৈলু বসতি॥

বিশেষে বিষয়ে রতি   নহিল বৈষ্ণবে মতি
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে   জীবার উচিত নহে
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে॥

—নরোত্তম দাস
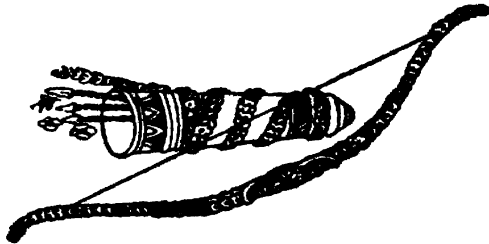
(৯)

হরি হরি কিয়ে মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল হৃদয়ে রহিল শেল
নাহি ভেল হরি অনুরাগ॥

যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন আভরণ দেহে॥

সাধু মুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা কয় শুনিয়াছি এই হয়
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিনু মুখে
না করিনু সে রূপ ভাবন॥

রাধা কৃষ্ণ দুঁহুঁ পায় তনুমন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাসে কয় কিছু মোর নাহি ভয়
তনু মন সঁপিলু আপনা॥

—নরোত্তম দাস

(১০)

মাধব, বহুত মিনতি করো তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সোঁপল,
দয়া জনু (১) ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ গুণ-লেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহ মোঞে ছার॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন,
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ॥

ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদবল্লব করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

—বিদ্যাপতি

১। যেন না।

(১১)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে (১)।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পল,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥

মাধব, হম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥

আধ জনম হম নিন্দে গমাওল,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতল,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥

কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা (২) ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি— শেষ-শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা ॥

—বিদ্যাপতি

১। পুত্র-মিত্র-রমণী-সমাজে আমি এমনই নিবিষ্ট যেন প্রতপ্ত বালুকাময় ভূমিতে একটি জলবিন্দু শোষিত হইয়া আছি। ২। তুমি অনাদি অনন্ত; কত কত ব্রহ্মার উদয় ও বিলয় হইতেছে এবং সাগরে লহরীর ন্যায় তোমাতে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি অপরিবর্তিত সনাতন।

(১২)

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ,
মিলি' মিলি' পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি' কোই ন পুছত,
করম সঙ্গে চলি' যায়॥

এ হরি! বন্দোঁ তুয় পদ-নায়।
তুয় পদ পরিহরি' পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥

যাবত জনম হম তুয় পদ ন সেবলুঁ
যুবতী মতি মঞে মেলি (১)।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥

ভনই বিদ্যাপতি— নেহ মনে গণি,
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে (২)॥

—বিদ্যাপতি

১। যুবতীতে আমি মতি নিক্ষেপ করিলাম, ডুবাইলাম। ২। বিদ্যাপতি বলেন—মনে স্নেহ (অনুরাগ, ভক্তি) গণনা করিবে, বাহিরে কহিলে কোন্ উপকার হইবে; সন্ধ্যাবেলায় কেহ যদি গৃহস্থের কাছে সেবা (ভিক্ষা) প্রার্থনা করে তবে তাহা তো গৃহস্থেরই লজ্জার কারণ হয়, অর্থাৎ অন্তিমকালে তোমার কৃপাপ্রার্থী হইলে তুমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারো না, তাহা হইলে তোমার দয়াময় নাম লজ্জা পাইবে।

(১৩)

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়,
বাহিরে রহুন তারা॥

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥

আলার ভিতরে কালাটি আছে,
চৌওকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যঁথা॥

তোরা পর-পতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি লেহা।
তোরা সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

কহে চণ্ডীদাস— এমতি হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে।
তোরা না হইবি সতী, না হবি অসতি
থাকিবি ধরণী-মাঝে ॥

—চণ্ডীদাস

যাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া কেবল অর্থহীন অনুষ্ঠানে রত তাহাদের সহিত আমার সম্পর্ক নাই; আমি বাহ্য অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছি; ধ্যানে তন্ময় হইলে বাহ্যচিন্তারহিত চিত্তে জ্যোতির্ম্ময়ের আবির্ভাব দেখা যায়; সেই জ্যোতির্ম্ময় হইতেছেন অরূপ (কালা), তিনি অগম্য অপার অবাঙ্মানসগোচর। ইহা অনুভবের বিষয়, প্রকাশ-যোগ্য নহে। তোমরা পরম পতির প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে; সংসারে অনাসক্ত হইয়া ভাবতন্ময় জীবন যাপন করিবে। চণ্ডীদাস বলেন—এমন হইতে পারিলেই প্রকৃত প্রেম লাভ হয়; এবং সংসারে থাকিয়া বিষয়াসক্ত অথবা একান্ত উদাসীন হইবে না।

কবিতার প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী	বলরাম দাস	...	৭৮
অনুখন কোণে থাকি	শ্রীনিবাস আচার্য্য	...	২২০
অপরূপ পেখলুঁ রামা	বিদ্যাপতি	...	৩৪
অব মথুরাপুর মাধব গেল	বিদ্যাপতি	...	২৪২
অবলা কি জানি গুণ ধরে	গোবিন্দ আচার্য্য	...	১৩৭
অবহু রাজপথে পুরজন জাগি'	বিদ্যাপতি	...	১০৫
অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি তুলিল গো	লোচন দাস	...	৭
আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত	জ্ঞানদাস	...	১৫৩
আওল ঋতুপতি—রাজ বসন্ত	বিদ্যাপতি	...	১৪৮
আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী	বংশীবদন	...	৬০
আজু কে গো মুরলী বাজায়	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	১
আজু বনে আনন্দ-বাধাই	প্রেমদাস	...	১৯
আজু মঝু শুভ দিন ভেলা	বিদ্যাপতি	...	২৫
আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু	বিদ্যাপতি	...	২৬৩
আজু রসে বাদর নিশি	নরোত্তম দাস	...	১৬৪
আঁধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরি	বলরাম দাস	...	২২১
আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু	দীন চণ্ডীদাস	...	২০৯
আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন	উদ্ধবদাস	...	১৫৬
আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে	যাদবেন্দ্র	...	১৮
"আমি যাই যাই" বলি' বলে তিন বোল	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	১২৭
আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে	জ্ঞানদাস	...	৬৩
ঋতুপতি-রাতি রসিকবর-রাজ	বিদ্যাপতি	...	১৬০
এই পথে নিতি কর গতায়তি	চণ্ডীদাস (দীন)	...	১৯৭
একলা যাইতে যমুনা-ঘাটে	গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	...	১৩৫
একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন	বড়ু চণ্ডীদাস	...	২২২
একে সে মোহন যমুনাকূল	বলরাম-দাস	...	১৭৫
এ ঘোর রজনী, মেঘ-গরজনী	জ্ঞানদাস	...	১৯৩
এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি	চণ্ডীদাস	...	১২৪
এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি	চণ্ডীদাস দ্বিজ	...	১০৯
এ সখি, অদ্ভুত প্রেমতরঙ্গ	প্রেমদাস	...	২১১
এ সখি কি পেখলুঁ এক অপরূপ	বিদ্যাপতি	...	৭১
ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর	শ্রীবল্লভ	...	১০৭
ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনাইয়া আইস কাছে	অজ্ঞাত	...	১৮৩
ওহে নাথ, কিছুই না জানি	বসন্তরায়	...	১৩৪
ওহে শ্যাম, ছাড়িয়া না দিব তোরে	দীন চণ্ডীদাস	...	২৬৬
কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল	গোবিন্দদাস	...	৮৬
কদম্ব-তরুর ডাল' ভূমে নামিয়াছে ভাল	নরোত্তম দাস	...	১৬৫
কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে	যদুনন্দন-দাস	...	৫৪
কলঙ্কিনীর মুখ দেখি কলঙ্ক হইবে	বড়ু চণ্ডীদাস	...	২২৪
কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে	শেখর	...	২৫৮

কহিছে চিকণ কালা	গুরুদাস	...	১৮৫
কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল	গোবিন্দদাস	...	৪২
কাঞ্চন-কুসুম-জ্যোতি পরকাশ	বিদ্যাপতি	...	২০৫
কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী	দীন চণ্ডীদাস	...	৩১
কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি	গোবিন্দদাস	...	১১৬
কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ	গোবিন্দদাস	...	৮৪
কানুর লাগিয়া জাগি' পোহাইলুঁ	অনন্তদাস	...	১৯৪
কামিনী করএ সিনান	বিদ্যাপতি	...	৪৪
কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল	বিদ্যাপতি	...	২৪৫
কি কহব মাধব বুঝই ন পারি	জ্ঞানদাস	...	২৪
কি কহব রাইক হরি-অনুরাগ	গোপালদাস	...	৯৫
কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর	বিদ্যাপতি	...	২৬৪
কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা	মুরারি গুপ্ত	...	২৬০
কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ	কবিরঞ্জন	...	১২৩
কি বুকে দারুণ বেথা	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২৩৪
কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান	চণ্ডীদাস (দ্বিজ)	...	২১৩
কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে	জ্ঞানদাস	...	১৮২
কি হেরিলুঁ কদম্ব-তলাতে	অনন্ত দাস	...	৬২
কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম	বলরাম-দাস	...	৫৯
কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার	গোবিন্দদাস	...	৯৬
কুবলয়নীল রতন দলিতাঞ্জন	গোবিন্দদাস	...	৮৩
কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ	গোবিন্দদাস	...	৯০
কুসুম-ভরে নব-পল্লব দোল	বলরাম দাস	...	১৫২
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কুলে	চণ্ডীদাস (বড়ু)	...	৫৬
কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর	বড়ু চণ্ডীদাস	...	২২
কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর	গোবিন্দদাস	...	২০৬
খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই	বিদ্যাপতি	...	২৩
খেলত ন খেলত, লোক দেখি লাজ	বিদ্যাপতি	...	২১
গগনে অব ঘন মেহ দারুণ	রায়শেখর	...	৯১
গগনে গরজে ঘন, নিশি আন্ধিয়ারী	অজ্ঞাত	...	১৯২
গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়	বলরাম দাস	...	২৭১
গেলি কামিনী গজহু গামিনী	বিদ্যাপতি	...	৩৯
গোপাল নাকি যাবে দূর বনে	অজ্ঞাত	...	১৭
গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া	বাসুদেব ঘোষ	...	৪
গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ	নরোত্তম দাস	...	২৬৯
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবারে	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	৫২
চম্পক-দাম হেরি' চিত অতি কম্পিত	গোবিন্দদাস	...	৭৬
চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত	কবিকণ্ঠহার	...	১৫০
চলিলা রসিকরাজ ধনী ভেটিবারে	নরোত্তম দাস	...	৮৫
চান্দা চান্দা চান্দা গগন-উপরে	লোচন-দাস	...	৬
চাহ মুখ তুলি' রাই চাহ মুখ তুলি'	জ্ঞানদাস	...	২১৭
চিকণ কালা গলায় মালা	গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী	...	৬৭

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা	বিদ্যাপতি	...	২৪৩
চুড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূর-পুচ্ছ	জ্ঞানদাস	...	৬১
ছার দেশে বাস হৈল নাহি দোসর জনা	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২৩৭
ছিদ্র-জালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুরলি	যদুনাথ দাস	...	২১৭
ছুঁওনা ছুঁওনা বধূ ঐখানে থাক	চণ্ডীদাস	...	১৯৯
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়	লোচনদাস	...	২৭১
জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর	রায়শেখর	...	৮২
জো জন মন মাহ সে নহ দূর	বিদ্যাপতি	...	২৪০
ঝর ঝর জলধর-ধার	গোবিন্দদাস	...	১৬২
ঝুলত শ্যাম গোরি বাম	উদ্ধবদাস	...	১৬৭
ডাকে ডাহুক, ঝমক ঝমকল	ঘনশ্যামদাস	...	১৬৩
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি	গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী	...	৬৫
ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন	গোবিন্দদাস	...	৭২
তবে বৃন্দা দেবী ত্বরা আসি' আগে হৈলা	যদুনন্দন-দাস	...	১৭৭
তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম	বিদ্যাপতি	...	২৭৮
তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২৩৬
তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম	জ্ঞানদাস	...	১৩৯
তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে	গোবিন্দদাস	..	৮০
তুহু সে রহলি মধুপুর	গোবিন্দদাস	...	২৫৯
থীর-বিজুরি-বরণ গোরি	গোপালদাস	...	৪৩
দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি	ঘনরাম-দাস	...	১৪
দরশন আশে তুয়া পন্থ নেহারি	কবিরঞ্জন	...	৯৮
দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল	বিদ্যাপতি	...	২৬৫
দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন	বিদ্যাপতি	...	২০৩
দিবস রজনী গুণ গণি গণি	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২২৭
দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ	দীন চণ্ডীদাস	...	১৮৭
দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা	বলরাম দাস	...	২১৪
দুয়ারের আগে ফুলের বাগ	দীন চণ্ডীদাস	...	১৯৫
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল	গোবিন্দদাস	...	১০৬
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর	নরোত্তমদাস-	...	২১২
দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা	অনন্তদাস	...	১০৮
দেখ রাই করত অভিসার	রাধামোহন ঠাকুর	...	১০৩
দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে	জ্ঞানদাস	...	৭০
ধনি ধনি বনি অভিসারে	অনন্তদাস	...	১০২
ধনি ধনি রমণি-জনম ধনি তোর	বিদ্যাপতি	...	৭৪
ধনী সহজে রাজার ঝি	কানুরাম দাস	...	১৯০
ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২২৯
ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ	বড়ু চণ্ডীদাস	...	২১৮
ননদিনী রস-বিনোদিনী	আলাওল	...	১১৪
নমুণ্ডা বদনী ধনী বচন কহসি	কবিরঞ্জন	...	৩৬
নব অনুরাগিনী রাধা	বিদ্যাপতি	...	৯৪
নব নব গুণ গণ শ্রবণ রসায়ন	গোবিন্দদাস	...	২২৫

নব বৃন্দাবন, নব নব তরুগণ	বিদ্যাপতি	...	১৫৪
নব রে নব রে নব নব ঘন-শ্যাম	যদুনাথ-দাস	...	১৪২
নয়নের নীর নিঝরে ঝরয়ে	অজ্ঞাত	...	২০২
নয়ান-পুতলী রাধা মোর	যদুনন্দন-দাস	...	৫০
না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত	জ্ঞান-দাস	...	১২২
না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল	গোবিন্দদাস	...	২৩৯
নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ	বিদ্যাপতি	...	২৪৬
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি	লোচনদাস	...	২৭০
নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে	গোবিন্দদাস	...	১২
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন	গোবিন্দদাস	...	৮৮
পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী	গোবিন্দদাস	...	১১৭
পতিত হেরি' কান্দে, থির নাহি বান্ধে	গোবিন্দদাস	...	১১
পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ নাগরী	দীন চণ্ডীদাস	...	৪৯
পদ আধ চলত, খলত পুন বেরি	বলরামদাস	...	১১৩
পবনক পরশহিঁ বিচলিত-পল্লব-শবদহিঁ সজল নয়ান	কানুরাম দাস	...	১৯১
পরাণ-নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো	নরহরি-দাস (চক্রবর্ত্তী)	...	৩
পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ	বিদ্যাপতি	...	২৬
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল	রামানন্দ রায়	...	২১০
পাল জড় কর শ্রীদাম, সান দেও সিঙ্গায়	বলরাম-দাস	...	২০
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২৩২
পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২৩৫
পিরিতি সুখের দেখিয়া সায়ের	বড়ু চণ্ডীদাস	...	২৩১
প্রাণনাথ কি আজু হৈল	বসু রামানন্দ	...	১১১
প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি	বসন্ত রায়	...	১৪৫
প্রাণনাথ, পরাণ কেমন করে	নরহরি দাস	...	১১২
প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল	বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস	...	২৪৭
ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন	বিদ্যাপতি	...	২৫০
ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু	যদুনন্দন দাস	...	১৬১
বড়াই ঐ কি ঘাটের নেয়ে	জগন্নাথ	...	১৮৪
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ	চণ্ডীদাস	...	১৮৯
বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই	নরোত্তম দাস	...	১৯৬
বর্ষা গেল, শরৎ হাসে তরুণ অঙ্কুরে	যদুনন্দন দাস	...	১৬৯
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে	চণ্ডীদাস	...	২৬২
বহুদিনের সাধ আছে হরি	বৃন্দাবন দাস	...	১৭৯
বিহরে শ্যাম নবীন কাম	গোবর্দ্ধন	...	১৫৭
বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে	দীন চণ্ডীদাস	...	২৮
বঁধু, কি আর বলিব আমি	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	১৪৬
বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম	জ্ঞানদাস	...	১৪৭
বাঁশী বাজানো জানো না	চাঁদ কাজি	...	২১৫
ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন	গোবিন্দদাস	...	২৬৭
ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে	গোপালদাস	...	১৯৮
ভাসিয়ে নাচেরে মোর শচীর দুলাল	বাসুদেব ঘোষ	...	৫

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরী-মোহন-ফান্দ	বলরাম দাস	...	৬৪
ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি	গোবিন্দদাস	...	৮৭
মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি	বিদ্যাপতি	...	১৫৯
মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে	জ্ঞানদাস	...	১৫৫
মন্দির বাহির কঠিন কপাট	গোবিন্দদাস	...	৮৯
মনমথ তোহে কি কহিব অনেক	অজ্ঞাত	...	২৩০
মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা	জ্ঞানদাস	...	৫৭
মরম কহিলুঁ,—মো পুন ঠেকিলুঁ	বলরামদাস	...	১৩২
মরম না জানে ধরম বাখানে	চণ্ডীদাস	...	২৮০
মরি কোন বিধি আনি' সুধা-নিধি	দীন চণ্ডীদাস	...	২৭
মরি বাছা, ছাড় রে বসন	নরসিংহদাস	...	১৬
মাথহিঁ তপন তপত-পথ-বালুক	গোবিন্দদাস	...	৯৯
মাধব, বহুত মিনতি করোঁ তোয়	বিদ্যাপতি	...	২৭৭
মাধবী-লতাতলে বসি'	ঘনশ্যাম দাস	...	৭৩
মুরলি মিলিত অধর নব পল্লব	গোবিন্দদাস	...	১১৮
মুরলী করাও উপদেশ	জ্ঞানদাস	...	১৮০
মুরলিরে মিনতি করিয়ে বার বার	উদ্ধবদাস	...	২১৬
মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই	জ্ঞানদাস	...	১৮১
মোর বন বন শোর শুনত	ভূপতি সিংহ	...	২৫১
মোহি তেজি পিয়া মোর গেল বিদেশ	বিদ্যাপতি	...	২৪৪
যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায়	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	২১৯
যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ	বিদ্যাপতি	...	২৭৯
যব করু খেলি আলি সঞে বালা	গোবিন্দদাস	...	৪১
যব গোধূলি-সময় বেলি	বিদ্যাপতি	...	৪০
যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই	বিদ্যাপতি	...	৩২
যাইতে পেখল নহাইলি গোরী	বিদ্যাপতি	...	৪৬
যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত	গোবিন্দদাস	...	২৫৫
যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি	গোবিন্দদাস	...	৩১
রয়নি কাজর বম, ভীম ভুজঙ্গম	বিদ্যাপতি	...	৯২
রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি	বলরাম-দাস	...	৬৮
রাইক নিঠুর বচন শুনি' সহচরী	চম্পতিপতি	...	২০০
রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে	বংশীবদন	...	১১০
রাই সাজে, বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল	বংশীবদন	...	১০৪
রাগ তাল দুহুঁ হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ	রাধামোহন	...	১২০
রাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে	বলরামদাস	...	১৩১
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	৫১
রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল	জ্ঞানদাস	...	১২৫
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম	জ্ঞানদাস	...	২০৮
লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর	গোবিন্দদাস	...	৮১
শরদ-চন্দ, পবন মন্দ	গোবিন্দদাস	...	১৭৩
শরদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি উজর সকল বন	দীন চণ্ডীদাস	...	১৭১
শরমে শরম পালায়ে গেল	গরীব খাঁ	...	১৩

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত	গোবিন্দদাস	...	১৫১
শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা	জ্ঞানদাস	...	১২৬
শীতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গ সুখ লালসে	শশিশেখর	...	২৫৩
শুন রাধে এই রস—আমি সে তোমার বশ	বৃন্দাবন দাস	...	১৪০
শুন লো রাজার ঝি	কবিরঞ্জন	...	৭৭
শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি	জগন্নাথ দাস	...	১৮৬
শুন লহুঁ মাথুর চলব মুরারি	গোবিন্দদাস	...	২৫২
শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ	জ্ঞানদাস	...	২৩৩
শৈশব যৌবন দরশন ভেল	বিদ্যাপতি	...	২৫
শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	...	১৪৩
শ্যামর গৌর বরণ একু দেহ	কবিরঞ্জন	...	২৬৮
সই, কি না সে বন্ধুর প্রেম	জ্ঞানদাস	...	১২৮
সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	৫৩
সই, পিরিতি পিয়া সে জানে	রায়শেখর	...	১২৯
সখি, আজি কুদিন সুদিন ভেল	জ্ঞানদাস	...	২৬১
সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও	মুরারি গুপ্ত	...	২২৩
সখি হে, না বোল বচন আন	বিদ্যাপতি	...	২০৪
সখি হে, হমর দুখক নহি ওর রে	রায়শেখর	...	২৪৯
সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস	ঘনশ্যাম দাস	...	৭৯
সজনি অপরূপ পেখলুঁ বালা	রাধাবল্লভ	...	৩৮
সজনি, ও ধনি কে কহ বটে	চণ্ডীদাস	...	৪৭
সজনি, কে কহ আওব মধাই	বিদ্যাপতি	...	২৫৬
সজনি, ডাহিন নয়ান কেনে নাচে	গোপাল-দাস	...	২:৮
সজনি ভাল কএ পেখন না ভেল	বিদ্যাপতি	...	৩৭
সজল জলদ অঙ্গ মনোহর	গোবিন্দদাস	...	৬৯
সাজল ধনি চন্দ্রবদনী	মাধব	...	১০০
সিনান দোপর সময়ে জানি'	গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	...	১৩৬
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ	জ্ঞানদাস	...	২২৬
সুধা-খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত	বাসুদেব ঘোষ	...	১০
সুধা ছানিয়া কে বা ও সুধা ঢেলেছে গো	দ্বিজ চণ্ডীদাস	...	৬৬
সুন্দরী, আমারে কহিছ কি	জ্ঞানদাস	...	১৪১
হরি হরি কিয়ে মোর করম অভাগ	নরোত্তম দাস	...	২৭৬
হরি কি মথুরাপুর গেল	বিদ্যাপতি	...	২৪১
হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা	রাধামোহন ঠাকুর	...	৩৫
হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল	নরোত্তম দাস	...	২৭৫
হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু	নরোত্তম দাস	...	২৭৪
হাতক দরপণ, মাথক ফুল	বিদ্যাপতি	...	১৪৪
হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে	জ্ঞানদাস	...	১৩০
হিমকর কিরণ হিম অনিবার	রায় শেখর	...	৯৭
হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল	গোবিন্দদাস	...	১৩৮
হেদে গো রাণের মা, ননীচোরা গেল এই পথে?	যদুনাথ-দাস	...	১২

কবিদিগের বর্ণানুক্রমিক সূচী—

অজ্ঞাত—

ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনাইয়া আইস কাছে	১৮৩
গগনে গরজে ঘন, নিশি আন্ধিয়ারী	১৯২
গোপাল নাকি যাবে দূর বনে	১৭
নয়নের নীর নিঝরে ঝরয়ে	২০২
মনমথ তোহে কি কহিব অনেক	২৩০

অনন্ত দাস—

কানুর লাগিয়া জাগি' পোহাইলুঁ	১৯৪
কি হেরিলুঁ কদম্ব-তলাতে	৬২
তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা	১০৮
ধনি ধনি বনি অভিসারে	১০২

আলাওল—

ননদিনী রস-বিনোদিনী	১১৪

উদ্ধব দাস—

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন	১৫৬
ঝুলত শ্যাম গোরি বাম—	১৬৭
মুরলি রে মিনতি করিয়ে বার বার	২১৬

কবি কণ্ঠহার—

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত	১৫০

কবি রঞ্জন—

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ	১২৩
দরশন আশে তুয়া পন্থ নেহারি	৯৮
নমুঙা বদনী ধনী বচন কহসি হসি	৩৬
শুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে আসিয়াছি	৭৭
শ্যামর গোর বরণ একু দেহ	২৬৮

কানুরাম দাস—

ধনী সহজে রাজার ঝি	১৯০
পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব	১৯১

গরীব খাঁ—

জানি কার রূপ-পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে	১৩
শরমে শরম পালায়ে গেল	১৩

গুরুদাস—

কহিছে চিকণ কালা	১৮৫

গোপাল দাস—

কি কহব রাইক হরি-অনুরাগ ৯৫
গৌর বিজুরি বরণ গোরি ৪৩
ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে ১৯৮
সজনি, ডাহিন নয়ন কেনে নাচে ২৩৮

গোবৰ্দ্ধন—

বিহরে শ্যাম নবীন কাম ১৫৭

গোবিন্দ আচাৰ্য্য—

অবলা কি জানি গুণ ধরে ১৩৭

গোবিন্দদাস—

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল ৮৬
কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল ৪২
কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি ১১৬
কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ ৮৪
কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার ৯৬
কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন ৮৩
কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ ৯০
কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর ২০৬
চম্পক-দাম হেরি' চিত অতি কম্পিত ৭৬
ঝর ঝর জলধর-ধার ১৬২
ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন ৭২
তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে ৮০
তুহু সে রহলি মধুপুর ২৫৯
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল ১০৬
নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন ২২৫
না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল ২৩৯
নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে ১২
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন ৮৮
পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী ১১৭
পতিত হেরি' কান্দে থির নাহি বান্ধে ১১
প্রেমক অঙ্কুর, জাত আত ভেল ২৪৭
ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন ২৬৭
ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি ৮৭
মাথহিঁ তপন, তপত-পথ-বালুক ৯৯
মন্দির বাহির কঠিন কপাট ৮৯
মুরলি মিলিত অধর নব পল্লব ১১৮
যব করু খেলি আলি সঞে বালা ৪১
যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত ২৫৫
যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি ৩৩
লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামর ৮১

শরদ-চন্দ, পবন মন্দ ১৭৩
শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত ১৫১
শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি ২৫২
সজল জলদ অঙ্গ মনোহর ৬৯
হৃদয়ে মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল ১৩৮

গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী

একলা যাইতে যমুনা-ঘাটে ১৩৫
চিকণ কালা গলায় মালা ৬৭
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি ৬৫
সিনান দোপর সময়ে জানি' ১৩৬

ঘনরাম-দাস—

দধি মন্থ ধ্বনি শুনইতে নীলমণি ১৪

ঘনশ্যাম দাস—

ডাকে ডাহুক, ঝমক ঝমকণ ১৬৩
মাধবী-লতাতলে বসি' ৭৩
সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস ৭৯

চণ্ডীদাস—

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি ১২৪
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ২৬২
মরম না জানে ধরম বাখানে ২৮০
সজনি, ও ধনি কে কহ বটে ৪৭

চণ্ডীদাস (দ্বিজ)—

আজু কে গো মুরলী বাজায় ১
"আমি যাই যাই" বলি বলে তিন বোল ১২৭
এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি ১০৯
কি বুকে দারুণ বেথা ২৩৪
কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান ২১৩
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার ৫২
ছার দেশে বাস হৈল নাহি দোসর জনা ২৩৭
তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি ২৩৬
দিবস রজনী গুণ গণি গণি ২২৭
ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই ২২৯
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে ২৩২
পিরিতি মুরতি কভূ না হেরিব ২৩৫
বঁধু, কি আর বলিব আমি ১৪৬
যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায় ২১৯
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ৫১
সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ৫৩
সুধা ছানিয়া কে বা ও সুধা ঢেলেছে গো ৬৬

চণ্ডীদাস (বড়ু)—

একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন	২২২
কলঙ্কিনীর মুখ দেখি কলঙ্ক হইবে	২২৪
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে	৫৬
কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর	২২
ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ	২১৮
পিরিতি সুখের দেখিয়া সায়ের	২৩১

চণ্ডীদাস (দীন)

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু	২০৯
এই পথে নিতি কর গতায়তি	১৯৭
ওহে শ্যাম, ছাড়িয়া না দিব তোরে	২৬৬
কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী	৩০
ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক	১৯৯
দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ	১৮৭
দুয়ারের আগে ফুলের বাগ	১৯৫
পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ নাগরী	৪৯
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ	১৮৯
বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে	২৮
মরি কোন বিধি আনি' সুধা-নিধি	২৭
শরদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি	১৭১

চম্পতিপতি

রাইক নিঠুর বচন শুনি' সহচরী	২০০

চাঁদ কাজি

বাঁশী বাজানো জানো না	২১৫

জগন্নাথ দাস

বড়াই ঐ কি ঘাটের নেয়ে	১৮৪
শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি	১৮৬

জ্ঞান দাস

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত	১৫৩
আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে	৬৩
এ ঘোর রজনী, মেঘ-গরজনী	১৯৩
কি কহব মাধব বুঝই ন পারি	২৪
কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে	১৮২
চাহ মুখ তুলি' রাই চাহ মুখ তুলি'	২০৭
চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ুর-পুচ্ছ	৬১
"তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম"	১৩৯
দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে	৭০
না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত	১২২
বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম	১৪৭

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে ১৫৫
মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা ৫৭
মুরলী করাও উপদেশ ১৮০
মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই ১৮১
রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল ১২৫
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম ২০৮
শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা ১২৬
শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ ২৩৩
সই, কি না সে বন্ধুর প্রেম ১২৮
সখি, আজি কুদিন সুদিন ভেল ২৬১
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ ২২৬
সুন্দরী, আমারে কহিছকি ? ১৪১
হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে ১৩০

নরহরি-দাস (চক্রবর্ত্তী)

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো ৩

নরসিংহ-দাস

প্রাণনাথ, পরাণ কেমন করে ১১২
মরি বাছা, ছাড় রে বসন ১৬

নরোত্তম দাস—

আজু রসে বাদর নিশি ১৬৪
কদম্ব-তরুর ডাল' ভূমে নামিয়াছে ভাল ১৬৫
গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ ২৬৯
চলিলা রসিকরাজ ধনী ভেটিবারে ৮৫
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর ২১২
বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই ১৯৬
হরি হরি কিয়ে মোর করম অভাগ ২৭৬
হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল ২৭৫
হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু ২৭৪

প্রেমদাস—

আজু বনে আনন্দ-বাধাই ১৯
এ সখি, অদভুত প্রেম তরঙ্গ ২১১

বলরাম-দাস—

অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী ৭৮
আঁধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরি ২২১
একে সে মোহন যমুনাকুল ১৭৫
কুসুম-ভরে নব-পল্লব দোল ১৫২
কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম ৫৯
গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায় ২৭১
দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা ২১৪

পথ আধ চলত, খলত পুন বেরি ১১৩
পাল জড় কর শ্রীদাম, সান দেও শিঙ্গায় ২০
ভালে সে চন্দন-চান্দ নাগরী-মোহন ফান্দ ৬৪
মরম কহিলুঁ,—মো পুন ঠেকিলুঁ ১৩২
রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি ৬৮
রাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে ১৩১

বসন্ত রায়—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি ১৩৪
প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি ১৪৫

বংশীবদন—

আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী ৬০
রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে ১১০
রাই সাজে, বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল ১০৪

বাসুদেব ঘোষ—

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া ৪
ভালিরে নাচেরে মোর শচীর দুলাল ৫
সুধা-থাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত ১০

বিদ্যাপতি—

অপরূপ পেখলুঁ রামা ৩৪
অব মথুরাপুর মাধব গেল ২৪২
অবহু রাজপথে পুরজন জাগি' ১০৫
আএল ঋতুপতি—রাজ বসন্ত ১৪৮
আজি মঝু শুভ দিন ভেলা ৪৫
আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু ২৬৩
ঋতুপতি-রাতি রসিকবর-রাজ ১৬০
এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ ৭১
কাঞ্চন-কুসুম-জ্যোতি পরকাশ ২০৫
কামিনী করএ সিনানে ৪৪
কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল ২৪৫
কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর ২৬৪
খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই ২৩
খেলত ন খেলত, লোক দেখি লাজ ২১
গেলি কামিনী গজহু-গামিনী ৩৯
চীর চন্দন উরে হার ন দেলা ২৪৩
জো জন মন মাহ সে নহ দূর ২৪০
তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম ২৭৮
দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল ২৬৫
দিবস তিল আধ রাথবি যৌবন ২০৩
ধনি ধনি রমণি-জনম ধনি তোর ৭৪
নব অনুরাগিণি রাধা ৯৪

নব বৃন্দাবন, নব নব তরুগণ ১৫৪
নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ ২৪৬
পহিল বদরি কুচ, পুন নব রঙ্গ ২৬
প্রেমক অঙ্কুর, জাত আত ভেল ২৪৭
ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন ২৫০
মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি ১৫৯
মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ২৭৭
মোহি তেজি পিয়া মোর গেল বিদেশ ২৪৪
যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ ২৯৭
যব গোধূলি সময় বেলি ৪০
যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই ৩২
যাইতে পেখল নহাইলি গোরী ৪৬
রয়নি কাজর বম, ভীম ভুজঙ্গম ৯২
শৈশব যৌবন দরশন ভেল ২৫
সখি হে, না বোল বচন আন ২০৪
সজনি, কে কহ আওব মধাই ২৫৬
সজনি ভাল কএ পেখন না ভেল ৩৭
হরি কি মথুরাপুর গেল ২৪১
হাতক দরপণ, মাথক ফুল ১৪৪

বৃন্দাবন-দাস

বহুদিনের সাধ আছে হরি ১৭৯
শুন রাধে এই রস—আমি সে তোমার বশ ১৪০

ভূপতি সিংহ

মোর বন বন শোর শুনত ২৫১

মাধব—

সাজল ধনি চন্দ্রবদনী ১০০

মুরারি গুপ্ত—

কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা ২৬০
সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ২২৩

যদুনন্দন-দাস—

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে ৫৪
তবে বৃন্দা দেবী ত্বরা আসি' আগে হৈলা ১৭৭
নয়ান-পুতলী রাধা মোর ৫০
ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু ১৬১
বর্ষা গেল, শরৎ হাসে তরুণ অঙ্কুরে ১৬৯

যদুনাথ-দাস—

ছিদ্রজালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুরলি ২১৭
নব রে নব রে নব নবঘন-শ্যাম ১৪২
হেদে গো রামের মা, ননীচোরা গেল এই পথে ? ১৫

যাদবেন্দ্র—

আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে ১৮

রাধাবল্লভ—

সজনি অপরূপ পেখলুঁ বালা ৩৮

রাধামোহন ঠাকুর—

দেখ রাই করত অভিসার ১০৩
রাগ তাল দুহুঁ হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ ১২০
হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা ৩৫

রামানন্দ রায়—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল ২১০

রামানন্দ বসু—

প্রাণনাথ কি আজু হৈল ১১১

রায় শেখর—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ ৯১
জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর ৮২
সই, পিরিতি পিয়া সে জানে ১২৯
সখি হে, হমর দুখক নহি ওর হে ২৪৯
হিমকর কিরণ হিম অনিবার ৯৭

লোচন-দাস—

অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি তুলিল গো ৭
চান্দা চান্দা চান্দা গগন-উপরে ৬
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় ২৭৩
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি ২৭০

শশিশেখর—

শীতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গ সুখ লালসে ২৫৩

শেখর—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে ২৫৮

শ্রীনিবাস আচার্য্য—

অনুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি ২২০

শ্রীবল্লভ—

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর ১০৭

সৈয়দ মর্ত্তুজা—

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি ১৪৩

কবি-পরিচয়

অনন্ত দাস (ষোড়শ শতক ?)—

পদকল্পতরুতে "অনন্ত আচার্য্য", "অনন্ত দাস" ও "অনন্ত রায়"—এই তিনরূপ ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতা দিবার সময় প্রায়ই দীনতাব্যঞ্জক 'দাস' উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন। স্বীয় কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পদ-কর্ত্তা অনন্তের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে সেই গোলযোগ ঘটিয়াছে। কারণ 'অনন্ত দাস' ভণিতার পদাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলি অনন্ত আচার্য্যের ও কোন্‌গুলি অনন্ত রায়ের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা গণনায় এক অনন্ত দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন,—অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ—(চৈঃ চঃ, আদি ১২শ অধ্যায়)। এই অনন্ত দাস হয়তো প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা হইবেন। তাহা হইলে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। অনন্ত দাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইনি তদপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনন্ত সুকবি ছিলেন, তিনি জ্ঞানদাসের ন্যায় সরল ভাষায় প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে পারিতেন, আর গোবিন্দদাসের ন্যায় গভীর ভাবপূর্ণ পদাবলী রচনাতেও অপটু ছিলেন না। অনন্তের ব্রজবুলির পদগুলিতেও প্রশংসনীয় রচনা-নৈপুণ্য আছে।

আলাওল (১৬১৮ ?—১৬৬৮)—

আলাওল বা আলওয়াল কবি ফরিদপুর জেলায় ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমৃশের কুতুবের মুসলমান সচিবের পুত্র ছিলেন। আলাওলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ "পদ্মাবতী কাব্য"। এই কাব্য প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী প্রণীত পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ। কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য চিতোরের রাণী পদ্মিনী ও আলাউদ্দিন সংক্রান্ত কাল্পনিক রূপক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। আলাওল বৃদ্ধবয়সে "সয়ফুল মুলক্", "বদিউজ্জমাল", "হফ্‌ৎ পয়কার" নামক ফার্সী কাব্যেরও অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদগুলিও বর্ণনাচাতুর্য্যে ও সরস শব্দযোজনার মাধুর্য্যে খুব সুন্দর। ইনি তৎকালীন কবিগণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উদ্ধব-দাস (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ?)—(১)

উদ্ধব-দাস অন্যতম প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি টেঞাবৈদ্যপুর-নিবাসী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং উদ্ধবদাস রাধামোহন ঠাকুরের (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) সমসাময়িক পদকর্ত্তা।

---

(১) উদ্ধবদাস নামে একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইহারও কয়েকটী পদ আছে। ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

ইনি পদক[illegible] গ্র[illegible]র সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। উদ্ধবদাস নানা বিষয় [illegible]লম্বন করিয়া [illegible] রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবিত্ব-বিষয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা ছা[illegible]দিয়া গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম-দাস, রায় শেখর, বসন্ত রায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ই[illegible]ার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাস বিশুদ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলি, দুইরূপ পদই রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তুল্য দক্ষতা প্রদর্শন করা শক্তিশালী কবির লক্ষণ। সুতরাং উদ্ধবদাসের নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইঁহার রচিত প্রাঞ্জল ও সুললিত লঘুত্রিপদী ছন্দ এবং বিশুদ্ধ ভাষা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কবি কণ্ঠহার—

ইনি কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার একটি মাত্র পদ "পদ-কল্পতরু"তে উদ্ধৃত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে বিদ্যাপতির উপাধি ছিল "কবি-কণ্ঠহার"। বিদ্যাপতির কোনো কোনো মৈথিল পদে "কবিকণ্ঠহার" উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নলিখিত ভণিতা দেখিলেই ইহা বোঝা যাইবে।—

"ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
রস বুঝ শিবসিংহ নৃপ মহোদার॥"
অথবা "ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
এক সর মনমথ দুই জিব মার॥"

ইহাও সত্য যে, কোনও কবির "কবিশেখর" বা "কবিকণ্ঠহার" ইত্যাদির মতো প্রসিদ্ধ উপাধি থাকিলে অনেক সময়ে সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্য ভণিতায় নামের বদলে সেই উপাধিটি ব্যবহার করিতে পারেন। বিদ্যাপতি যে শুধু কবিশেখর ভণিতা দিয়া কোনো কোনো পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং "কবিকণ্ঠহার" উপাধির দ্বারা বিদ্যাপতিকে বোঝা যাইতে পারে। কিন্তু পদকল্পতরুর পাঁচখানি হস্তলিখিত পুঁথিতেই ভণিতার প্রকৃত পাঠ আছে—"কবি ভূপতি কণ্ঠহার"। সেইজন্য যথেষ্ট সন্দেহ হয় যে এখানে "কবিকণ্ঠহার" বিদ্যাপতিরই উপাধি কি না। "ভূপতি" ও "ভূপতিনাথ" ভণিতার ছয়টি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। অনেক পদকর্ত্তার ন্যায় "ভূপতি" বা "ভূপতিনাথের" দেশ কাল ও চরিত্র না জানিলেও তাঁহার পদগুলির রচনার ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যই তাঁহার অস্তিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। "কবিকণ্ঠহার" খুব সম্ভবতঃ পদকর্ত্তা "ভূপতির"ই একটি উপাধি ছিল। এই "ভূপতি" কবি চম্পতির নামান্তর হইতে পারে, কারণ ঐ উভয় ভণিতার কবিতার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চম্পতি ভূপতি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন।

কানুরাম দাস (পঞ্চদশ শতাব্দী)—

তিন জন কানু দাসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে. যথা:—(১) নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানু ঠাকুর। (২) নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর অনুগত ও শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর পুত্র কানু পণ্ডিত। এবং (৩) রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণিত শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য কানু দাস। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে দুইজন কানুদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা প্রথম ও দ্বিতীয় কানু দাস।

পদকল্পতরুতে কিংবা গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে কানুদাসের যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার কয়েকটি পদে বিশেষভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা ও তাঁহার চরিত্র বর্ণনা দেখিয়া পদকর্ত্তা যে নিত্যানন্দভক্ত ছিলেন, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। এইজন্য পদকর্ত্তা কানু দাস নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কানুঠাকুর হওয়াই অধিক সম্ভব মনে হয়। কানুরাম দাস খাঁটি বাংলা ও সুন্দর ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গরিব খাঁ—? ইঁহার কোনো পরিচয়ই জানা যায় না।

গোপাল দাস (সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ?)—

ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ইনি "রসকল্পবল্লী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন ও পদ রচনাও করিয়াছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন যে ১৫৮৫ শকে বা ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার "রসকল্পবল্লী" রচিত হইয়া থাকিবে। গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বর দাস "রসমঞ্জরী" নামক পদ-সঙ্কলয়িতা ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইনি নিজেকে "রসকল্পবল্লী"-পুস্তক-রচয়িতার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তাঁহার পদ-সংগ্রহে গোপালদাসের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পদকল্পতরু"তে ও "রসমঞ্জরী"তে এই গোপালদাসের যে পদগুলি উদ্ধৃত আছে তাহা দেখিয়া মনে হয় তাঁহার রচনারীতি চণ্ডীদাসের অনুরূপ, ভাবের দিক দিয়া তাঁহার পদসমূহ অলঙ্কার শাস্ত্রের কঠিন নিয়মবন্ধন মানিয়া চলে নাই। ইহা তাঁহার সহজ কবিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

গোবর্দ্ধন (?)—

পদকর্ত্তা গোবর্দ্ধনের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। গোবর্দ্ধন যিনিই হউন, তাঁহার বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ-রচনাতেই কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার "হোরি-লীলা" ও ব্রজবুলির "বসন্ত-বিহারের" পদে আমরা সুন্দর রচনা ও বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাই।

(১) **গোবিন্দ আচার্য্য**—ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি।

(২) **গোবিন্দ ঘোষ**—

সুগায়ক ও পদকর্ত্তা। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ, তিন ভ্রাতাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ইঁহার মহাপ্রভুর বিষয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

(৩) **গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য।

বোরাকুলী গ্রামে বাস করিতেন। ইনি ভাবুক চক্রবর্ত্তী নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদগুলি উৎকৃষ্ট। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক।

(৪) **গোবিন্দ দাস** (১৫৩৭? ১৬১৩?)—

গোবিন্দদাস ও গোবিন্দ কবিরাজের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইনি চৈতন্যসহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের দৌহিত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল সুনন্দা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভাবে শাক্ত-

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া [illegible] হন এবং পরে গোবিন্দদাস ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত [illegible]য়াছিলেন। গোবিন্দদাসের উপাধি ছিল কবিরাজ ;—শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার কবিত্ব দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ উপাধি দিয়া ভূষিত করেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির বহু পদ সম্পূর্ণ করিয়া বা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে নিজের ভণিতা সংযোজিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রায় ৫৫০ পদ এখনও পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির অনুকরণ-কারীদিগের অগ্রণী এবং ব্রজবুলি সৃষ্টির পথপ্রদর্শক এবং চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা মিশ্র—উহা বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিলী ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাংলা ভাষার রসসঞ্চারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত ব্রজবুলি। প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্বে এই মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয় এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদাবলী ব্যতীত সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব” নামক নাটক ও “কর্ণামৃত” নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কার-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। এইরূপ পাণ্ডিত্য ও স্বীয় কবিত্বশক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয় ও অলঙ্কারকে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্বে প্রধান উপভোগ্য হইতেছে কবির অনুপ্রাস-ঝঙ্কারের সাহায্যে অতুলনীয় শব্দচিত্র রচনা। ব্রজবুলির মাত্রা-ছন্দের সহিত প্রচুর তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ অনুপ্রাস-মণ্ডিত হইয়া তাঁহার কাব্যে ঝলমল করিতেছে। কেহ কেহ ইঁহাকে মৈথিলী বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার ভাষা ইঁহাকে বাঙালী বলিয়াই প্রতিপন্ন করে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী একটি পদে লিখিয়াছেন—

ব্রজের মধুর লীলা— যা শুনি' দরবে শিলা—
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ,
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥

ঘনরাম (সপ্তদশ শতাব্দী)—

বাংলা সাহিত্যে একজন ঘনরাম সুবিখ্যাত। ইনি “ধর্ম্মমঙ্গল” নামক বৃহৎকাব্য-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ইঁহার জন্ম-শক নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে ১৬৩৩ শকের ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে “ধর্ম্মমঙ্গল” কাব্যের রচনা শেষ হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল ও তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। ঘনরাম এই কাব্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে আর কোনও ঘনরামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং পদাবলীর ঘনরাম এই ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। দাস বোধ হয় বৈষ্ণব-বিনয়-সূচক ভণিতা। ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গলে রামোপাসক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ঘনরাম ব্রজবুলিতে রচনা করেন নাই। তাঁহার দু একটি পদের প্রথম কয়েকটি কলি ব্রজবুলির ত্রিপদী ছন্দে ও বাকী কলিগুলি বাংলা পয়ারে রচিত। সম্ভবতঃ লিপিকরের ভ্রমে দুইটি বিভিন্ন পদ মিশিয়া গিয়া এইরূপ অদ্ভুত মিশ্র-রসের উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহার পদাবলীর বাৎসল্য-রস ও গোষ্ঠলীলার সৌখ্য-রস পদাবলী-সাহিত্যে রস-বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

কবি-পরিচয়

ঘনশ্যাম দাস (১৭ শতকের প্রথম ভাগ ?)—

বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন ঘনশ্যামের বিবরণ পাওয়া যায়, যথা (১) [illegible] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা পদ-কর্ত্তা ঘনশ্যাম বা নরহরি চক্রবর্ত্তী—ইনি পদ-রচনা[illegible] করিয়াছিলেন ; এবং (২) প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম। তবে ঘনশ্যাম দাস ভণিতাযুক্ত পদগুলি খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ঘনশ্যামের, অর্থাৎ গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্রের। কারণ, নরহরি চক্রবর্ত্তী বাংলা পদে মিলের অনুরোধে কেবল "ঘনশ্যাম" ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ছাড়া 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম'—এই দুটি নামের মধ্যে তাঁহার 'নরহরি' নামটাই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। একটু অবহিতভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়ের পদগুলি বাছিয়া লইতে কষ্ট পাইতে হয় না। ঘনশ্যাম তাঁহার পদে, বিশেষতঃ তাঁহার ব্রজবুলিও পদে, তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদে দুর্লভ। ঘনশ্যামের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাগণ তাঁহার প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

চণ্ডীদাস (পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ ?)—

বাংলার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস। কিন্তু চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবির পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস কাহারও প্রকৃত নাম, না, চণ্ডী-সেবকদের উপাধিমাত্র। সে যাহাই হউক, চণ্ডীদাস নামে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলী-রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি, না, তিন ব্যক্তি, তাহা লইয়া বিশেষ তর্ক ও মতদ্বৈধ আছে ; 'চণ্ডীদাস-চরিত' নামে একখানি পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়াতে চণ্ডীদাস-সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তবে মোটের উপর ইহা মানিতেই হইবে যে, চণ্ডীদাস একাধিক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসই প্রাচীনতম। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র গীত-গোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের নাটক ("জগন্নাথবল্লভ") ও পদাবলী এবং বিল্বমঙ্গলকৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন। চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৫ খৃঃ এবং তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে। অতএব এই সময়ের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস নামে একজন কবি বাংলাদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং সেই চণ্ডীদাস যে কাব্য লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বোঝা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের কাব্যরসের আস্বাদন করিয়াছিলেন তিনি যে বড়ু চণ্ডীদাস, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির ভাষা ভাব ও রসের ধারা চৈতন্য-দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের পক্ষেই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকীর্ত্তন পদের 'ভাব ভাষা ও রসের ধারার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পার্থক্য অন্ততঃ দুই শতকের ভাব ভাষা আখ্যানবস্তু ও রসধারার পার্থক্য। বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল যে জয়দেব ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কৃষ্ণকীর্ত্তন আদিরসাত্মক কাব্য—উহাতে জয়দেবের বেশ প্রভাব দেখা যায় ; কিন্তু প্রচলিত পদাবলী আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান দেয়। প্রচলিত পদাবলী-রচয়িতা

চণ্ডীদাস (দ্বিজ বা দী[illegible] চণ্ডীদাস) পরচৈতন্য যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়। ভাবের গভীরতায় [illegible] আবেগে, ভাষার সৌষ্ঠবে, ছন্দের ঝঙ্কারে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের এবং পদাবলীর গানগুলি আমা[illegible] মন হরণ করে। চণ্ডীদাসের অসাধারণ কবিত্ব চিরকাল লোকের প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছে। এইজন্য অনেক অন্য কবির কবিত্ব-রস-মধুর পদাবলী চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। আমরা চণ্ডীদাসের জীবনের পরিচয় না পাইলেও, আমরা তাঁহার গীতিকাব্যের যে রস আস্বাদন করিয়াছি তাহাতে আমাদের মন বলিয়া উঠে,—মহাকবি কালিদাসকে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—"আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ।"

বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন (১৬ শতক)—

এই বিদ্যাপতির নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীখণ্ডের অপর একজন কবি "রসকল্পবল্লী" প্রণেতা রামগোপাল দাস "রঘুনন্দন-শাখা-নির্ণয়"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।" কবিরঞ্জন তাঁহার নাম ছিল, এবং "ছোট বিদ্যাপতি বলি' যাহার খেয়াতি।" ইঁহাকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সহিত এবং কবি কালিদাসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ভণিতার গোলমালে ইঁহার অনেক পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। ইনি রামগোপাল দাস ১৫৬৫ শকে অর্থাৎ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রসকল্পবল্লী রচনা সম্পূর্ণ করেন। নরোত্তম ঠাকুর, রঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির সম-সাময়িক। কবিরাজ গোবিন্দদাস এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি প্রায় সম-সাময়িক, এবং উভয়েই শ্রীখণ্ডের কবি। ইনি দীন-চণ্ডীদাসেরও সম-সাময়িক; এই বিদ্যাপতি ও ঐ চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল খুব সম্ভব বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে,—চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিদ্যাপতি ছাতনায় গিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ঠাকুরের জন্ম হয় ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে। শ্রীনিবাসের জন্ম হয় ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন, নরোত্তম এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। বীরভূম জেলায় বোলপুরের তিনক্রোশ পশ্চিমে রূপপুর গ্রামে কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সমাধি আছে।

চম্পতিপতি (ষোড়শ শতক ?)—

খুব সম্ভবতঃ কবি চম্পতিপতির উপাধি ছিল 'বিদ্যাপতি'। ইহাতে কবি চম্পতিপতি যে কে ছিলেন তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কবি চম্পতিপতির একটি পদে "বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ" এই ভণিতা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি সেখানে তাঁহার নামের সহিত তাঁহার "বিদ্যাপতি" উপাধিরই উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, গোবিন্দ কবিরাজের মতো তিনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ পাইয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া নিজের ভণিতা যোগ করিয়াছেন এরূপ কোনও কিংবদন্তী বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত নাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে চম্পতিপতির কবিত্ব খুব উঁচুদরের। নিশ্চিত বলিয়া ইঁহার যে কয়টি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির রচনার উৎকর্ষ মনোহর। ইঁহার ব্রজবুলির পদগুলিও উৎকৃষ্ট। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সঙ্কলিত পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় (অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে) লিখিয়াছেন যে, চম্পতি উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক মহাপাত্র ও গৌরাঙ্গ প্রভুর অন্যতম ভক্ত ছিলেন।

কবি-পরিচয়

চাঁদ কাজি (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ?)—

কেহ কেহ বলেন, যে কাজী শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তন নিবারণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল চাঁদ কাজি। কিন্তু ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে সেই কাজীর নাম ছিল গোরাই কাজী।

জগদানন্দ (?—১৭৮২)—

ইনি জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতামহের নাম পরমানন্দ এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন এবং জগদানন্দ বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোলফাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জগদানন্দের পদাবলীতে ভাব-গভীরতা নাই, যমক অলঙ্কার ও অনুপ্রাসের ঘটাই তাঁহার কাব্যের বিশিষ্টতা। জগদানন্দ ভাবী কালের কবিগণের জন্য বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে ইঁহার সম-সাময়িক জগদানন্দ ঠাকুর নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

জগন্নাথ দাস (?)—

এই পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার পদগুলিতে যমুনার ঘাটে কাণ্ডারী-বেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনার অপর পারে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের হাস্য পরিহাসের চিত্র বেশ ফুটিয়াছে। এই পরিহাস মামুলী হইলেও, পদকর্ত্তা যে বেশ রসিক ছিলেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর অবিশ্রাম প্রেমোচ্ছ্বাস ও বিরহোৎকণ্ঠার মধ্যে এই হাস্য-রসের পদগুলি বেশ রুচিকর মনে হয়।

জ্ঞানদাস (জন্ম ১৫৩০—মৃত্যু ?)—

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বলরামদাস ও গোবিন্দদাসের সমকালিক কবি। গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদিগের মধ্যে প্রধান, জ্ঞানদাসও তেমনি চণ্ডীদাসের অনুকরণকারীদিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহার ব্রজবুলির পদে পাণ্ডিত্য ও রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় থাকিলেও তাঁহার বাংলা পদগুলিই অতিশয় প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। ইনি নিত্যানন্দপ্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

নরহরি দাস—

বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন নরহরি নামক পদকর্ত্তা সমধিক বিখ্যাত। প্রথম শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যজাতীয় সুপ্রসিদ্ধ নরহরি সরকার ঠাকুর। দ্বিতীয় "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী। নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্ত্তী উভয়েই তাঁহাদের ভণিতায় শুধু নরহরি নাম দিয়াছেন ; কেহই উপাধির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের 'নরহরি' ভণিতার পদগুলি একত্রে মিশিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা সহজে পৃথক করার উপায় নাই। ভাষা-গত ও ভাব-গত সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া দুই 'নরহরি'র পদ পৃথক করিলেও সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য এখানে দুইজন 'নরহরি'রই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

নরহরি সরকার (১৪৭৮ ?—১৫৪০) খুব সম্ভবতঃ ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ। নারায়ণের দুই পুত্র, মুকুন্দ ও নরহরি। মুকুন্দ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক ছিলেন। নরহরি আবাল্য সংসার-বিরাগী ছিলেন। নরহরিদাসের যে-সকল পদ পদ-কল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌরাঙ্গবিষয়ক। নরহরি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনিই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনার আদি প্রবর্ত্তক। নরহরিদাসের (সরকার) "ভক্তিচন্দ্রিকাপটল" ও "ভক্তামৃত-অষ্টক" নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। কবিত্ব হিসাবে নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোনও গৌরব নাই, কেবলমাত্র বিষয়-মাহাত্ম্যেই ইঁহার পদাবলীর সমাদর।

ঘনশ্যাম-নরহরি অর্থাৎ নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম।"

এই নরহরির পিতা ছিলেন জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। আনুমানিক ১৬৬৩ খৃঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয় এবং ১৭০৪ খৃঃ তাঁহার "সারার্থ-দর্শিনী" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকা সমাপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং মোটামুটি ১৭ শতকের মধ্যভাগ তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল ধরিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ তাঁহার শিষ্য-পুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাবকাল ধরা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি" নামক একখানি পদ-সংগ্রহ সঙ্কলন করেন (সপ্তদশ শতক)। উহাতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব-দাসের আন্দাজ ২০।২৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কিংবা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তিনি প্রায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু রাধামোহনের পদামৃত-সমুদ্রে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোনও পদ নাই। ইহাতে মনে হয় যে রাধামোহন যে সময়ে পদসঙ্কলন করেন, সে সময়ে নরহরি "ভক্তিরত্নাকর" রচনা করেন নাই; অথবা রচনা করিয়া থাকিলেও রাধামোহন তাহা জানিতে পারেন নাই। কবিত্ব হিসাবে নরহরি চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক বিশেষতঃ নদীয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালির পদগুলির মতো একটা অনন্য-সাধারণ "নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা" আছে। নরহরি চক্রবর্ত্তীর উচ্চ অঙ্গের কবিকল্পনা (imagination) না থাকিলেও তাঁহার লোকচরিত্র-জ্ঞান ও সতর্ক অনুধাবন (keen observation) প্রচুর মাত্রায় ছিল। ইনি 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে এক বৃহৎ পদসংগ্রহ সঙ্কলন করেন (১৭২৫ ?)।

নরোত্তম দাস (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)—

নরোত্তমের পদাবলী, তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজের বড় আদরের সামগ্রী। ইঁহার নিবাস রাজসাহী জেলার গোপালপুর গ্রামে। গোপালপুর পদ্মাতটে। ইঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মাতার নাম নারায়ণী দাসী। রাজপুত্র নরোত্তম রাজৈশ্বর্য্য ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নরোত্তম

শূদ্র হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরোত্ত[illegible] গ্রন্থাবলী—"সম্ভাব-চন্দ্রিকা", "রসভক্তি-চন্দ্রিকা", "সিদ্ধভক্তি-চন্দ্রিকা", "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা", "[illegible]-মঙ্গল", "[illegible]র্ণন", "চমৎকার-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি। কিন্তু "প্রার্থনা" নামক প্রেম ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থের জন্যই নরোত্তম [illegible] বৈষ্ণব জগতে ও বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন, তিনি আখর-বর্জ্জিত বড়তালের 'গড়েরহাটী' কীর্ত্তনের প্রথম প্রবর্ত্তক। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রায় সমসাময়িক পদকর্ত্তা। বৈষ্ণব-সমাজে ইনি 'ঠাকুর মহাশয়' নামে পরিচিত—কারণ ইনি শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য ও পদকর্ত্তা ছিলেন।

প্রেমদাস (১৭ শতকের মধ্যভাগ)—

প্রেমদাসের আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী ছিল সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে কাশ্যপ গোত্রে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। প্রেমদাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। অতএব প্রেমদাসকে ১৭শ শতকের মধ্যকালের লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইনি ১৬ বৎসর বয়সে বৈরাগী হইয়া প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেন। ইনি ১৬৩৪ শকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুরের "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেন। ১৬৩৮ শকে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৌলিক কাব্য বংশীশিক্ষা রচিত হয়। পদাবলী রচনাতেই ইনি অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রেমদাস পণ্ডিত ও কবি উভয়ই ছিলেন।

বলরাম দাস (১৬—১৭শ শতাব্দী)—

(১) প্রেম-বিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের অপর নাম বলরাম দাস। ইহার পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম সৌদামিনী। শ্রীখণ্ডে নিবাস, জাতিতে বৈদ্য। ইনি জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য। ইনি বলরাম দাস ভণিতায় কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ ভণিতা আছে। সুতরাং এক নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া অপর নামে পদ রচনার কথা অসম্ভব না হইলেও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

(২) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া নিবাসী বলরাম দাস। ইহার গোষ্ঠের পদ আছে।

(৩) নরোত্তম-শিষ্য পূজারী বলরাম দাস। ইহার একটী পদ পাওয়া গিয়াছে।

(৪) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য পরম পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা কবিপতি বলরাম দাস। নরোত্তম শাখা গণনায় :—

আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়।
পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধরি আলয়।

পদকল্পতরু সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাস ইহার বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"কবি নৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।"

গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র দিব্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যামের সঙ্গে ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

বসন্ত রায় (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ)—

পদকর্তা [illegible]রোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বসন্ত রায় একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধে বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের সহিত তুলনা করিয়া এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বসন্ত রায়ের "শ্রীকৃষ্ণের রূপ", "নিত্য-রাস" ও রাস-লীলান্তে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি উক্তি-প্রত্যুক্তি আত্মনিবেদনের পদগুলি বিখ্যাত।

বংশীবদন (১৪৯৫—?)—

বংশীবদন ও বংশীদাস ভণিতার পদ পাওয়া যায়, দুটিই বোধ হয় একই ব্যক্তির নাম। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বংশীবদন কেবল নামে বংশী ছিলেন না, তিনি বংশীর ন্যায় সুন্দর গায়ক ছিলেন। নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে বাস করেন। বংশীবদনের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সরল বাংলা পদগুলি প্রায় জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের বাংলা পদের মতো উপাদেয়। বংশীবদন খুব সম্ভবতঃ "দীপকোজ্জ্বল" ও "দীপান্বিতা" নামক দুইখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

বাসুদেব ঘোষ (১৫ শতক)—

বাসুদেব তাঁহার উপাধি ঘোষ না দিয়া পদের ভণিতা লিখেন নাই। ইঁহার অপর দুই সহোদর মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই চৈতন্য-দেবের সমসাময়িক ও তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের সকল পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। ইঁহারা নিজেরা চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন বলিয়া চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতি প্রাঞ্জল, এবং এক-একটি গভীর অর্থদ্যোতক। ইঁহার উল্লেখ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের বহু স্থানে আছে।

বিদ্যাপতি (১৩৫৮-১৪৫৮ এই সময়ের মধ্যে জীবিত ছিলেন।)—

বিদ্যাপতি বাংলা ও মিথিলার একজন আদিকবি ও মহাকবি। বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক কাব্য "কীর্তিলতা"র মধ্যে মিথিলার রাজা ভোগীশর বা ভোগীশ্বরের উল্লেখ আছে। ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বতে অর্থাৎ ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। ইহার কিছু পূর্বে বিদ্যাপতি নিশ্চয় জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১৩১৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিদ্যাপতি নিশ্চয় বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতির একটি পদে দিল্লীর সম্রাট্ আলমশাহের উল্লেখ আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আলমশাহের সময় ১৪৪৫-১৪৫১। বিদ্যাপতির আর একটি পদে (জৌনপুরের) হুসেন শাহের (১৪৫৮-৭৬) উল্লেখ আছে। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হয় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে। অদ্বৈতপ্রভুর সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হয় ১৩৮০ শকে বা ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই সকল প্রমাণ হইতে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাপতি ১৩৫৮ হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিশ্চয়ই বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতি বাঙালী ছিলেন না,

এবং তিনি মৈথিলী ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন; তথাপি [illegible] সাহিত্যে তাঁহার পদাবলী কেন অত্যন্ত সমাদৃত, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ[illegible]ার পদগুলি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, স্বরূপ দামোদর গান করিয়া বিদ্যাপতির [illegible]সমূহ চৈতন্যদেবকে শোনাইতেন। মিথিলাবাসী হইয়াও বিদ্যাপতির বাংলাদেশে খ্যাতির ইহা একটি প্রধান কারণ। বাঙালী ছাত্রেরা বিদ্যাপতির সমসাময়িক কালে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার নিমিত্ত মিথিলায় যাইতেন। তাঁহারাও বিদ্যাপতির বহু পদ বাংলাদেশে আমদানী করিয়া প্রচারিত করেন। তারপর, যে সময়ে বিদ্যাপাতির পদাবলী বঙ্গদেশে সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়কার বাংলা ও মৈথিলী ভাষা প্রায় একরূপ ছিল এবং অক্ষর হিসাবেও বাংলা মিথিলা এবং আসামের অক্ষর প্রায় একরূপ ছিল। বাংলা পদাবলীর উপর বিদ্যাপতির যথেষ্ট প্রভাব। গোবিন্দদাস্ প্রভৃতি বাঙালী পদকর্ত্তাগণ খুব সাফল্যের সহিত মৈথিলীর অনুকরণে বাংলা-মৈথিলী-মিশ্রিত "ব্রজবুলিতে" পদরচনা করিয়া বাঙালী পাঠককে বিদ্যাপতির কাব্যরসের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই-সব কারণে বিদ্যাপতি বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না—যদিও তিনি বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতাগণের অগ্রণী। তিনি ছিলেন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার রাধা-কৃষ্ণের পদাবলী ঠিক বৈষ্ণব ভাব দ্বারা প্রণোদিত নহে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণকে ব্রজের রাধা বা বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বলিয়া একেবারেই মনে হয় না—সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপটি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-দর্পণ হইতে তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির বহু পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সেই-সব পদে প্রেমিক-প্রেমিকার বাহির ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্বভাবে বিকাশ পাইয়াছে। আবার অনেক স্থলে কৃষ্ণরাধা উপলক্ষ্য মাত্র, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা ও বর্ণনাচাতুর্য্য চিরকাল কাব্য-রসিকগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

বৃন্দাবন-দাস (১৫৩৭—১৬১৯)—

ইঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম নারায়ণী। নারায়ণী শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৃন্দাবনদাস তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "চৈতন্যভাগবত" —বা চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন (১৫৭৫ সালে)। "তত্ত্ববিলাস", "দধিখণ্ড", "বৈষ্ণব-বন্দনা", "ভক্তি-চিন্তামণি", "নিত্যানন্দ-বংশমালা" প্রভৃতি ইঁহার গ্রন্থ। ইনি পদকর্ত্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ, ইঁহার বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। শ্রীখণ্ডে বৃন্দাবন দাস নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত পদ ও সঙ্কলিত পদাবলীর গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

ভূপতি সিংহ (ষোড়শ শতাব্দী ?)—

এই নামের কোনও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার উল্লেখ বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। ভূপতি বা ভূপতিনাথ ভণিতাযুক্ত পদগুলির সহিত কবি চম্পাতিপতির দু একটি পদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া চম্পতি ও ভূপতিকে অভিন্ন মনে করা হয়। বিদ্যাপতি যেমন "সিংহ ভূপতি" ভণিতা দিয়া

তাঁহার প্রতিপালক রাজা শিবসিংহের কৃত উপকারের কিঞ্চিৎ প্রতিদান করিয়াছিলেন, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র কবি চম্পতিও সেইরূপ "ভূপতি" ও 'ভূপতিনাথ' ভণিতা দিয়া প্রতাপরুদ্রের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকিবেন। কবি ভূপতির সকল পদগুলিই ব্রজবুলির পদ। তাঁহার পদগুলিতে যেরূপ বর্ণনার কৃতিত্ব দেখা যায়, তাহাতে যে-কোনও পদকর্ত্তা উহা লইয়া গৌরব অনুভব করিতে পারেন।

মাধব—একটী পদ মাধবেন্দ্রপুরীর নামে কোন কোন পদাবলী-সঙ্কলনে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য পুরী গোস্বামীর পক্ষে বাঙ্গলায় পদ রচনা সম্ভব ছিল না। পদটী যে আকারে পাওয়া গিয়াছে, সে বাঙ্গালা খুব পুরাণো নহে। আমরা পদটী মাধব ভণিতায় পাইয়াছি। কয়েকজন মাধবের মধ্যে পদকর্ত্তা মাধবগণের পরিচয় দিতেছি।

(১) মাধব ঘোষ, বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর।

(২) পরাশর পুত্র মাধব। ত্রিবেণীর নিকটে নিবাস ছিল, পিতার নাম পরাশর। ইঁহার প্রণীত চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। ইনি পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে।

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন ও মাধবের পিতা কালিদাস দুই সহোদর ভ্রাতা। মাধব প্রথমে আচার্য্য উপাধিতে পরে কবিবল্লভ উপাধিতে ভূষিত হন। "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" এই বিখ্যাত পদটী ইঁহারই রচিত। ইনি **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদে অর্পণ করেন।

(৪) অপর একজন মাধবও **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাধব ভণিতার পদে এই তিনজন মাধবের পদই থাকিতে পারে।

(৫) মাধো ভণিতার পদাবলী মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক। এই মাধো যে ব্রজমণ্ডল বা তৎপরবর্ত্তী দেশের লোক, পদের রচনা দেখিয়া এইরূপই অনুমিত হয়।

মুরারি গুপ্ত (পঞ্চদশ শতকের শেষ—ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধ)—

ইঁহার জন্মভূমি শ্রীহট্ট; কিন্তু ইনি নবদ্বীপেই প্রধানতঃ অবস্থান করিতেন। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও সহপাঠী ছিলেন। মুরারি গুপ্ত প্রথম "কড়চালেখক" বা চৈতন্যদেবের চরিত্র-লেখক বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রিয়সঙ্গী ছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেবের জীবনের বহু ঘটনাই ইনি বিশেষরূপে জানিতেন। ইনি পণ্ডিত ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং চিকিৎসা-বিদ্যাই ইঁহার বৃত্তি ছিল। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতিতে ইঁহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

যদুনন্দন ও যদুনাথ দাস (১৫৩৭—১৬০৮ ?)—

(১) যদুনাথ কবিচন্দ্র নিত্যানন্দভক্ত কবি। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি একজন পদকর্ত্তা।

(২) যদুনন্দন—কাটোয়ার গঙ্গাতীরবর্ত্তী (সেকালের কণ্টক নগর) গদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য। গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক গ্রন্থ ও পদ রচয়িতা।

(৩) সংগ্রহ-তোষণী নামক গ্রন্থ প্রণেতা যদুনাথ দাস। ব্রাহ্মণ, পালীগ্রামে বাস। হেমলতা

ঠাকুরাণীর শিষ্য। ইঁহার পিতার নাম শিবপ্রসাদ, মাতার নাম ব্রহ্মময়ী। সংগ্রহ তোষণীর মধ্যাংশের কয়েকটী "পরিচ্ছেদ" লইয়া কোন সুচতুর ব্যক্তি কর্ণানন্দ নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া মালিহাটীর বৈদ্যবংশীয় যদুনন্দনের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। মালিহাটীতে কোন যদুনন্দন কিংবা যদুনাথ ছিলেন কিনা সন্দেহ। কর্ণানন্দ বইখানা সন্দেহজনক। এই যদুনাথেরও পদ পাওয়া গিয়াছে।

কাটোয়ার যদুনন্দন দাসই শ্রীরূপের 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটক ও কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ-লীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

যাদবেন্দ্র (অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ ?)—

যাদবেন্দ্র নামক পদকর্ত্তার বিশেষ কোনও পরিচয় আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে "স্বর্ণলালী" শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে বীরভূম কচুজোড়ের রাজা রুদ্রচরণ রায়ের গুরুদেব "যাদবিন্দ্র" বা "যাদবেন্দ্র" ভট্টাচার্য্য নামক একজন পদকর্ত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই যাদবেন্দ্রই বোধ হয় বীরভূমের "স্বর্ণলালী" দেবীর স্বামী ছিলেন। যাদবেন্দ্রের পুত্র দেবীচরণ বাংলা ১১৬৬ সালে রাজনগরের মুসলমান রাজ-দরবার হইতে যে একখানা সনন্দ প্রাপ্ত হন, হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে উহার নকল প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিশ্চিত জানা যায় যে, বাংলা ১১৬৬ সালের পূর্ব্বেই যাদবেন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অন্যূন ৫০ বৎসর হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিলে আনুমানিক বাংলা ১১১০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদবেন্দ্র খুব সম্ভবতঃ শাক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা শাক্ত-বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে সকলের প্রিয়। ইনি সেইজন্যই বোধ হয় শাক্ত হইয়াও কয়েকটি সুন্দর গোষ্ঠ-লীলার পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর (১৬৯৮ ?—১৭৬৮ ?)—

যতগুলি পদসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "পদামৃত-সমুদ্র" অন্যতম। রাধামোহন ঠাকুর ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। রাধামোহন ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন। তিনি কুঞ্জঘাটার বিখ্যাত জমিদার মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৫ সালে। অতএব রাধামোহন ১৮ শতকের প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন ইহা নিশ্চয়। তিনি পদাবলী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া পালার পোষক পদ অন্য কবির না পাইলে মধ্যে মধ্যে নিজেই রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি সুন্দর সংস্কৃত পদও রচনা করেন, তাহাতে জয়দেবের অনুকরণ সুস্পষ্ট। রাধামোহন যে-পরিমাণে পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ছিলেন, সে পরিমাণে তাঁহার কবিত্বশক্তি ছিল না। তবে তাঁহার পদামৃতসমুদ্র ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে।

রাধাবল্লভ দাস (?)—

ইঁহার পুরা নাম রাধাবল্লভ মণ্ডল; পিতার নাম ছিল সুধাকর, পত্নীর নাম শ্যামপ্রিয়া। ইঁহারা জাতিতে তৈলিক ছিলেন এবং ইঁহাদের নিবাস ছিল কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। পিতা ও পুত্র উভয়েই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর ছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংসারতপ্ত ভক্তের "বিলাপ-সূচক "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" নামে সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন; রাধাবল্লভ দাস ঐ গ্রন্থ বাংলা পদ্যে অনুবাদ

করেন। ইনি সনাতন গোস্বামীর "সূচক" ও সহজতত্ত্ব" নামক আরও দুইখানি গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন। ইঁহার পদাবলীর অনুপ্রাস ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রশংসনীয়। ইঁহার বর্ণনায় মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ কবিসুলভ ব্যঞ্জনাও পাওয়া যায়। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদরচনায় ইনি নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হরিবল্লভ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বল্লভ ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোবিন্দদাসের বন্ধু বল্লভ নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

রামানন্দ বসু (ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ ?)—

বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে বিখ্যাত বসু-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ ছিলেন "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-রচয়িতা মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁন। পিতার নাম সত্যরাজ খাঁন। দ্বারকাধামে ইঁহার সহিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরিচয় হয় এবং সেখান হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত তিনি চৈতন্যদেবের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামানন্দ বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয়রূপ পদরচনাতেই বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ রায় (?—১৫৩৪)—

রামানন্দ রায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিদ্যানগরম্ বা বিজয়নগরম্ নগরে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কোন্ রাজার কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি ছিলেন তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, পুরীর রাজারই কর্ম্মচারী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের সহিত চৈতন্য দেবের গোদাবরী নদীর তীরে সাক্ষাৎ ও তত্ত্বালোচনা হয়, এবং রামানন্দ রায়ের পাণ্ডিত্য ও ভক্তি দেখিয়া চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। রামানন্দ রায়ও চৈতন্য-প্রভাবে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত নীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া বাস করেন। রামানন্দ রায়ের রচিত ব্রজবুলির একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে, কিছু সংস্কৃত পদও আছে। রায় রায় নামক একজন পদকর্ত্তার কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি এই রামানন্দ রায়ের না হওয়াই অধিক সম্ভব ; কারণ, মাদ্রাজী রামানন্দ রায় যে বাংলা শিখিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। রামানন্দ রায়ের সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া যে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোচনদাস—(১৫১৩ ?—১৫৮৯)—

পদকর্ত্তা লোচনদাসই প্রসিদ্ধ "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের প্রণেতা। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রাম লোচনদাসের জন্মভূমি। লোচনদাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বৈদ্য ছিলেন এবং আরও বলিয়াছেন, "শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।" লোচনদাসের "প্রেমভক্তিদাতা" অর্থাৎ গুরু নরহরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সমসাময়িক ; সুতরাং লোচনদাসের জন্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে। ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃঃ লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল" রচিত হয়। লোচনদাস সুশিক্ষিত ছিলেন না ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি-কল্পনার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদেই উচ্চ শ্রেণীর কবির উপযুক্ত সরলতা, স্বাভাবিকতা ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখা যায়। তাঁহার "ধামালী"র (বা আনন্দ-পরিহাসের) পদগুলি সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে এক অতি

অপূর্ব্ব বস্তু। কারণ, উহাতে সাধু ভাষার পরিবর্ত্তে সরল ও স্বাভাবিক কথ্য ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। লোচনদাস বাংলা কথ্য ভাষায় সাহিত্য-রচনার [illegible] মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক।

শশিশেখর—নিবাস কান্দরা। পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই সহোদর ভ্রাতা। ইঁহারা পদকল্পতরুর সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। দুই ভ্রাতায় মিলিয়া 'নায়িকা রত্নমালা' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নায়িকার লক্ষণগুলি নিজেদের রচিত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের পদের ছন্দের সাবলীল গতি, ভাষার ঝঙ্কার, উত্তর প্রত্যুত্তরের সরল ভঙ্গী ও শ্লেষাদি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শেখর—ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহার "গোপাল-বিজয়" নামে গ্রন্থ আছে। ইঁহার রচিত "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" বৈষ্ণবগণের সাধনার অবলম্বন। ইঁহার পদগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। ইঁহার রচিত কয়েকটী পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছিল। সম্প্রতি এই ভুল সংশোধিত হইতেছে। ইনি রায় শেখর নামে বিখ্যাত।

শ্যামানন্দ—(ষোড়শ—সপ্তদশ শতক)

এই শ্যামানন্দ যে কে—তিনি গোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্যামদাস ওরফে শ্যামানন্দ কিংবা শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের বন্ধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্যামানন্দপুরী—তাহা বলা কঠিন। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, শ্যামদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁহার পদগুলি বিশেষত্বহীন। কিন্তু শ্যামানন্দপুরীর রচনায় প্রবীণ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের ন্যায় শ্যামানন্দ অনেক দিন বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজবুলির পদে বাংলায় অজ্ঞাত ব্রজভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্যামানন্দপুরীর নামান্তর ছিল দুঃখী কৃষ্ণদাস। উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারই শ্যামানন্দের জীবনের প্রধান কার্য্য। তাঁহার এ কার্য্যে তাঁহার শিষ্য উড়িষ্যা-বাসী রসিকানন্দ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ সদ্‌গোপ বংশজাত ছিলেন। পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও উপনয়ন-সংস্কার হইত। শ্যামানন্দের বংশধরগণ অধুনা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। শ্যামানন্দের নিবাস ছিল ধারেন্দা-গ্রামে। উহা এখন ধারেন্দা-বাহাদুরপুর নামে পরিচিত।

শ্রীনিবাস (ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ)—

এই পদকর্ত্তা খুব সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালের একজন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। যে বিষ্ণুপুর-অধিপতি রাজা বীর হাম্বীরের নির্দ্দেশ অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" লুণ্ঠিত হইয়াছিল, ইনি সেই বীর হাম্বীরের চরিত্র শোধনপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৮৭-১৬২০। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য নিশ্চয় বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত 'চাখণ্ডী'-গ্রামনিবাসী গৌরাঙ্গ-ভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ওরফে চৈতন্যদাসের ঔরসে জাজিগ্রামের বলরাম আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে শ্রীনিবাস আচার্য্য

জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের রচিত শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগের পদ অতি অপূর্ব্ব। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার [illegible]ল ও আন্তরিকতাপূর্ণ রূপ-বর্ণনার পদ অধিক পাওয়া যাইবে না।

সৈয়দ মর্ত্তুজা (১৬শ শতাব্দীর শেষ)—

সৈয়দ মর্ত্তুজা খুব সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনেক পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহে পাওয়া যায়। সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণিতা-যুক্ত বহু বৈষ্ণব পদাবলী চট্টগ্রাম হইতেও পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ বিবেচনা করেন যে, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলি অপর কোনও চট্টগ্রামবাসী সৈয়দ মর্ত্তুজার রচিত। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় জানা যায় না।